ঋগ্বেদ-সংহিতা

# গায়ত্রী মণ্ডল

চতুর্থ খণ্ড

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

**শ্রীঅনির্বাণ**

ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্রগুলি ভারতের অর্জিত-জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে অতীতের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য, সত্য ও নিত্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। সংহিতার আকৃতি-ভরা মন্ত্রের অন্তরালে যেমন মহাবিশ্ব-সৃষ্টিরহস্য জানা যায়, তেমনই মূল শক্তিকেও. বোঝা যায়। মন্ত্রগুলি স্ফুরিত হওয়ার পর এর প্রয়োগ ও বিনিয়োগে প্রাচীনেরা বৃত থাকায় এর অর্থের দিকটা তেমন প্রকাশিত থাকেনি, যদিও মন্ত্রগুলির আবৃত্তি দীর্ঘকাল ধরে হয়ে চলেছে।

শ্রী অনির্বাণ কর্তৃক গায়ত্রী মণ্ডলের ভাষ্য-রচনাকালে প্রকাশ পায় মন্ত্রগুলি পরোক্ষ অর্থে নিহিত। উদাহরণে বলা যায় ঋষি দীর্ঘতমার 'উত্তান পদ'। এখানে বলা হয়েছে মহাকাশ-মহাবিশ্বের মূল, পরমব্যোম অর্থাৎ মহাকাশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেন। বর্তমানকালে ভৌতবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ১৯৫০ সালে জর্জ গ্যামোর সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে 'বিগ ব্যাং' শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। বস্তুত ঋষি দীর্ঘতমার 'উত্তান পদ' ও জর্জ গ্যামোর সৃষ্টিতত্ত্ব সমার্থক বলা যায়। সংহিতায় মহাবিশ্ব-সৃষ্টিরহস্য, তার উপাদান, কার্য-কারণ ও প্রশাসন যা মহাবিশ্বকে ধারণ করে তার সঙ্কেত পাওয়া যায়।

এই খণ্ডে বেদ, তন্ত্র, যোগসূত্র ও ভাগবতের অপূর্ব সমন্বয় পাওয়া যাচ্ছে। এই খণ্ডে আরও আছে অথর্ববেদের কয়েকটি সূক্তের অপরূপ ব্যাখ্যা।

# ঋগ্বেদ-সংহিতা

## গায়ত্রী মণ্ডল
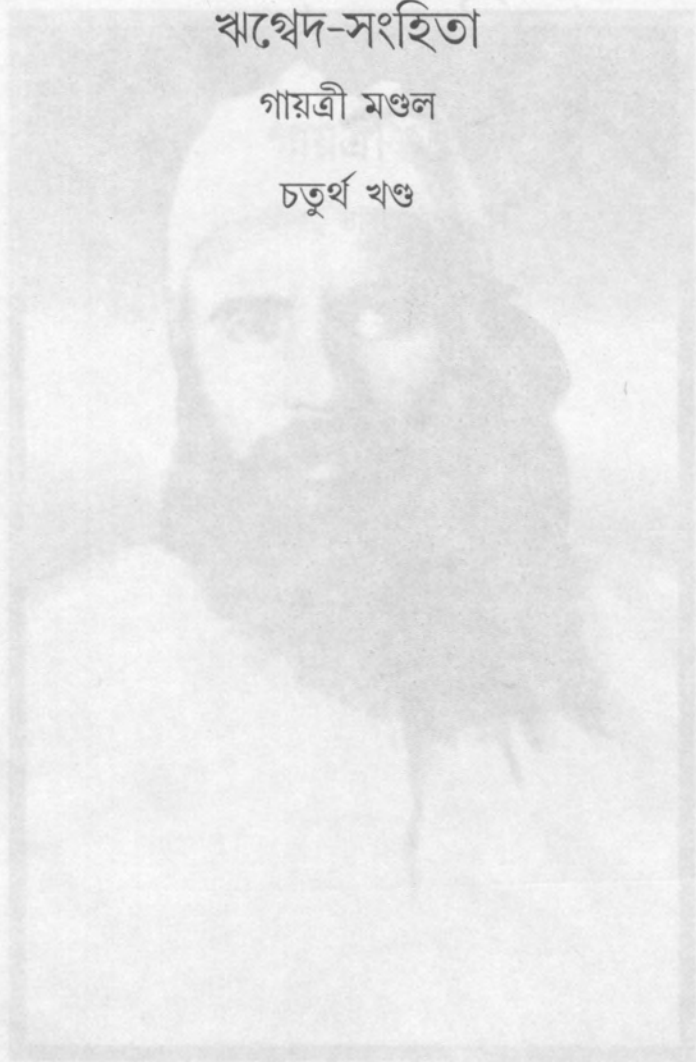
## চতুর্থ খণ্ড

শ্রী অনির্বাণ
(১৮৯৬ - ১৯৭৮)

# ঋগ্বেদ-সংহিতা

## গায়ত্রী মণ্ডল

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট, কলকাতা

**Rig-Veda Samhita**
*Gayatri Mandala*
Volume IV
Annotation, Commentary and
Translation by
SRI ANIRVAN

প্রথম প্রকাশ: ৯ জুলাই ২০০২

সম্পাদনা
রমা চৌধুরী

প্রকাশনা
প্রবোধ চন্দ্র রায়
হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অনুদান: দুই শত টাকা

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

# সূচীপত্র

# সঙ্কেত-পরিচয়

| | |
|---|---|
| অ. স. | অথর্ব সংহিতা |
| আ. শ্রৌ. | আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র |
| ঈ. উ. | ঈশোপনিষৎ |
| ঋ. স. | ঋক্-সংহিতা |
| ঐ. আ. | ঐতরেয় আরণ্যক |
| ঐ. উ. | ঐতরেয় উপনিষৎ |
| ঐ. ব্রা. | ঐতরেয় ব্রাহ্মণ |
| ক. | কঠোপনিষৎ |
| কা. স. | কাঠক-সংহিতা |
| গী. | গীতা |
| ছা. উ. | ছান্দোগ্যোপনিষৎ |
| ছা. ব্রা. | ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ |
| টী. | টীকা |
| তু. | তুলনীয় |
| তৈ. আ. | তৈত্তিরীয় আরণ্যক |
| তৈ. স. | তৈত্তিরীয় সংহিতা |
| দ্র. | দ্রষ্টব্য |
| নি. | নিরুক্ত |
| নিঘ. | নিঘন্টু |
| পা. | পাণিনিসূত্র |
| পাত. | পাতঞ্জল যোগসূত্র |
| পু. | পুরাণ |
| ব্র. সূ. | ব্রহ্মসূত্র |
| বা. স. | বাজসনেয়ী সংহিতা |
| ভা. | ভাগবতপুরাণ |
| মু. উ. | মুণ্ডকোপনিষৎ |

| | |
|---|---|
| মা. উ. | মাণ্ডূক্যোপনিষৎ |
| মা. স. | মাধ্যন্দিন সংহিতা |
| যো. সূ. | যোগসূত্র |
| শ. ব্রা. | শতপথ ব্রাহ্মণ |
| শ্বে. উ. | শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ |
| সা. | সায়ণ |

## ABBREVIATIONS

| | |
|---|---|
| A.V. | Avesta |
| Cog.w. | Cognate word |
| Eng. | English |
| G. | Geldner |
| Gk. | Greek |
| Goth. | Gothic |
| Lat. | Latin |
| Lith. | Lithuanian |
| O.E. | Old English |
| O.H.G. | Old High German |
| O.I. | Old Irish |
| O.N. | Old Norse |
| O.S. | Old Slav |
| Sk. | Sanskrit |

# প্রবেশক

ঋক্ আকৃতির মন্ত্র। প্রাচীন ঋষিদের চিত্তে মন্ত্রগুলি উদ্‌ভাসিত হয়েছিল। তাঁরা মন্ত্রের মাঝে এক চৈতন্যময় সত্তাকে অনুভব করেন ও তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করেন। তাঁরা চৈতন্যময় সত্তাটিকে 'মহী', 'মহৎ' বা 'বৃহতের ভাবনা' বলে বর্ণনা করেন। ওই 'মহী' ই বিপুলা হয়ে মহাকাশ ছেয়ে আছেন আর কালের উজানে প্রশাসন ও অন্তর্যামিত্বে বিশ্বের সবকিছুকে আবৃত করে রেখেছেন। সকল অন্তরে গুহাহিত থেকে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে তিনি 'ঈশ'। √ ঈশ্ = আধিপত্য করা + অ (র্ত্ত) = ঈশ্বর || সমর্থ > সর্বজনীন ঈশ্বর > মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর। প্রশাসন এবং অন্তর্যামিত্ব ঈশ্বরের ঈশনা। এই চেতনাটি যখন মানুষের মনে ঝলমল করে ওঠে তখনই অধ্যাত্মভূমির দুয়ার খুলে যায়। অধ্যাত্ম > অধি + আত্মন্ + অ, অর্থাৎ নিজেকে জানার প্রয়াস শুরু হয়। ভারতীয় জীবনচর্যায় এটি একটি অভীপ্সা। 'পূর্বগৃহ' থেকে উৎসারিত ও ঋষিদের চিত্তে উদ্‌ভাসিত মন্ত্রগুলি চলমান চৈতন্যময় এক ছন্দোময় ঋত, অর্থাৎ অবিরাম চলার সংবেগ। এই ঋতম্ প্রকৃতির ধর্ম, নিত্য ও সত্য। অধ্যাত্ম জগতে বৃহতের ভাবনার পরিপূর্ণতায় ওই 'মহী' বা চৈতন্যময় সত্তায় পৌঁছান যায়।

মন্ত্রগুলি স্ফুরণের পর সেইগুলির প্রয়োগ ও বিনিয়োগ চর্চায় ব্যাপৃত থাকায় মন্ত্রের রহস্য ব্যাখ্যায় ঔদাসীন্য দেখা দেয়। ঔদাসীন্যের ফলে মন্ত্রের অর্থ-বিপর্যয় ও বিলুপ্তি ঘটে। এখন রহস্য-ব্যাখ্যা প্রকাশিতের পর বোঝা গেল, মন্ত্রগুলি ওই 'মহী'রই রীতিনীতি প্রকাশ করছে। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে বৈদিক যুগে বাক্, মন্ত্র, দর্শন ও মহেশ্বরের উপলব্ধি ও তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যলাভ ঘটেছে। উদ্ভবকাল অর্থাৎ আদিকালের রীতিনীতি কালক্রমে বহুধা বিভক্ত হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মাদর্শের রূপ পেয়েছে। সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে, ফলে রীতিনীতিগুলি প্রাধান্য হারিয়েছে, তার পরিবর্তে স্থূল ঘটনাবলি প্রাধান্য পেয়ে বিচ্ছিন্নতা-বোধের সৃষ্টি করেছে।

ঋক্-সংহিতা প্রকৃতির ছন্দোময় রীতিনীতির গাথা,—নিত্য ও সনাতন। মেঘলোক থেকে বর্ষার বারিধারার মত ছড়ানো-ছিটানো শান্তিময় বার্তা, কোন আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ এটি যেমন কোন এক ধর্মের অঙ্গীভূত নয়

তেমনি এটিকে বাদ দিয়ে কোন ধর্মাদর্শ সচল নয়। বস্তুত ঋক্-সংহিতা প্রকৃতির এক বিধান। মন্ত্রগুলিকে কেবল দর্শনের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তার অন্তর্নিহিত অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। মন্ত্রগুলির অর্থ যুগপৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ অর্থটিকে উপেক্ষা করে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করলে তবেই মন্ত্রের স্বরূপ বোঝা যায়। মন্ত্রগুলির দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্র থেকেই বিচার ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একই শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমন 'গো' আর 'অশ্ব'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দদুটিকে আলো আর শক্তির প্রতীক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি সূক্তে পাই, এক অশ্বকে বধ করা হচ্ছে। সূক্তটিতে আসলে 'বৃহৎ'-এর আত্মত্যাগ বা মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু কদর্থে অশ্বমেধ বা অশ্বভক্ষণের কথা ধরা হয়েছে।

বৈদিক যুগে বাকের আবির্ভা ব, ভারতীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর পরিকাঠামোর সৃষ্টি করেছে। এই পরিকাঠামোর কেন্দ্র-বিন্দুতে আছেন ওই 'মহী' যাঁকে কেন্দ্র করে এক মহামানবতা-বোধ গড়ে উঠেছিল, নান্দনিক যা-কিছু তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁকে কেন্দ্র করে, যাঁর স্পন্দন জীবনের প্রতি ছত্রে-ছত্রে অনুরণিত হয়েছে, যাঁর প্রতিচ্ছায়া অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত, সেই স্পন্দন, সেই প্রকাশকেই প্রাচীনেরা 'ব্রহ্মাণ' বলেছেন।

আধ্যাত্মিকতাবোধ যখন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তখন অনুভূত হয় প্রতিটি সত্তা প্রত্যেকের সঙ্গে অন্তঃসংযুক্ত ও অন্তঃসম্বন্ধযুক্ত, এই সংজ্ঞান সত্তা যাঁর সংবেগ যাবতীয় অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি। আকূতির মন্ত্রমালায় সেই বোধ যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যাঁর আশীর্বাদে, গায়ত্রী মণ্ডল ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে চলেছে সেই মহান পুরুষ, শ্রীঅনির্বাণকে আমার মুহুর্মুহু প্রণাম। যাঁদের সহযোগিতায় এই প্রকাশনের গতি অব্যাহত রয়েছে, তাঁদেরও একই সাথে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি ও ধন্যবাদ জানাই।

৩১ মে ২০০২ রমা চৌধুরী
১/১ এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

# প্রকাশকের নিবেদন

ঋগ্বেদ-সংহিতায় মহাবিশ্ব সৃষ্টির দুটি ছবি পাওয়া যায়। একটি অপ্রকাশিত অন্যটি প্রকাশিত, দুটি মিলে একটি পূর্ণরূপ।

অপ্রকাশিত সত্তা :

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোন কিছু ছিল না
সেখানে মৃত্যু বা অমৃত বলেও কিছু ছিল না
কেবল অন্ধকার অন্ধকারকে ঢেকে রেখেছিল।
সেথায় না ছিল দিন, না ছিল রাত্রির আনাগোনা
অথবা প্রাণাপানের চিহ্ন বা নক্ষত্রমালার সঙ্কেত
কেবল এক ইচ্ছা দানা বেঁধেছিল, সে ইচ্ছা কার, কে জানে।।

প্রকাশিত সত্তা :

সেই অশব্দ, নৈঃশব্দ্য, অস্পন্দ স্থিরতায় স্পন্দন দেখা দিল। এক মায়াবী বিমূর্ত সত্তা যেন এক লহমায় মূর্ত হয়ে আলোয়-আলোয় ঝলমল করে আঁধার-মণ্ডল জ্যোতিতে পূর্ণ করে মহাকাশ-মহাকাল রচনা করলেন। যিনি মূর্ত হলেন, তিনি হলেন অগ্নি, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রধান দেবতা।

হোতা তিনি।

'হোতা জনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য উতয়ে।' ২।৫।১

অগ্নি চৈতন্যস্বরূপ, পিতৃস্বরূপ, তিনি পিতৃদের রক্ষার জন্য সম্ভূত হলেন। তিনি মায়াবী, নিজেকে নিঃশেষ করে বৈশ্বানর অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে সবার মধ্যে অনুস্যূত হলেন। তাই অগ্নির আরাধনা, তাঁর বন্দনা সর্বাগ্রে।

অগ্নির পর এলেন ইন্দ্র।

'যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাৎরোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ।। ২।১২।১

ইন্দ্র আবির্ভূত হয়ে অহি, অর্থাৎ মেঘকে হনন করে, মেঘের মধ্যে অবরুদ্ধ বারিকে মুক্ত করলেন, বৃত্রকে বধ করে, পর্বতকে চূর্ণ করে বৃষ্টির বারিধারাকে বইয়ে দিলেন। এই তাঁর ঈশনা, এই হল প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিধান যা সমগ্র প্রাণপ্রবাহকে ধারণ করে রয়েছে। এই বিধান হল ঋতম্, একটি ছন্দ বা আনন্দের প্রকাশ। ভারতীয় জীবনের মূল মন্ত্রই হল এই ছন্দের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যাওয়া। এখন এই ঋতম্ বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিনা এই রকম একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। সেখানে বলা যায়। ঋষি দীর্ঘতমার চিত্তে উদ্‌ভাসিত সৃষ্টির প্রকাশমান সত্তার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আধুনিক কালে, পদার্থতত্ত্ববিদ ফ্রেড হয়েল ১৯৫০ সালে তাঁর বেতার-ভাষণে, সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াটিকে 'বিগ্ ব্যাং' নামে অভিহিত করেন, তা ঋষি দীর্ঘতমার তত্ত্বেরই অনুরূপ।

> 'দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম।
> উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রাপিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ।। ১।১৬৪।৩৩

উত্তান পদ এক পারিভাষিক সংজ্ঞা, যা হল মহাবিশ্বসৃষ্টির মূল। মহাশূন্যতা হচ্ছে মহাবিশ্বের মূলাধার। অপ্রকাশিত সত্তা 'অসৎ' ও প্রকাশিত সত্তা 'সৎ', দুইই পরমব্যোমে অধিষ্ঠিত। এই দুই সত্তার মিলন-বিন্দুটি আদ্যাশক্তি অদিতির উপস্থ বা যোনি, যেখানে অগ্নি সম্ভূত হলেন।

**উত্তান পদ: ঋ. স. ১।১৬৪।৩৩**

আধুনিক কালে এই মিলন-বিন্দুটিকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় 'Point of Singularity' যেখানে সময় ও পরিসর বদ্ধ ছিল। যদিও পদার্থতত্ত্ববিদরা ভৌত বিজ্ঞানের সহায়তায় এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন, তাই বলে ঋষি দীর্ঘতমার উপলব্ধ সত্যটিকে উপেক্ষা করা যায় কি? উত্তান পদের দুই বাহুর

একটি ঋণাত্মক, অন্যটি ধনাত্মক। ঋণাত্মক বাহুটি 'স্কম্ভণ' বা আকর্ষণী শক্তি, যা ভৌতবিজ্ঞানের পরিভাষায় মহাকর্ষ শক্তি নামে অভিহিত করা চলে। অনুসন্ধিৎসু পদার্থতত্ত্ববিদদের এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মহাবিশ্ব-সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে যদিও ভৌতবিজ্ঞান নীরব কিন্তু ধনাত্মক বাহুটির অবক্ষয় জনিত অবশিষ্টাংশ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তী মহাবিশ্বের উপাদানরূপে পর্যবসিত হয়। এই যুগ্ম বিবর্তন সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করে। যখন ধনাত্মক বাহুটির অবশিষ্টাংশ পুঞ্জীভূত হয়ে ঋণাত্মক বাহুটির সংস্পর্শে আসে তখন দুটি বাহুর বিস্ফারণে দুটি বাহুই লুপ্ত হয় এবং পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশ করে। ভৌতবিজ্ঞান মহাবিশ্ব-সৃষ্টির উৎস তথা প্রকাশের প্রক্রিয়া-রহস্য সমাধানের প্রয়াস করছে, কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতা মহাবিশ্বের স্ব-সৃজনের আত্মকথন, তথা অগ্র্যাবুদ্ধির অভিসারে চলতি পথিকের ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের পথনির্দেশক।

৩১ মে ২০০২ **প্রবোধ চন্দ্র রায়**
১/১ এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

ওঁ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ঋগ্বেদ ১।৮৯।৬

হে মহান্ যশস্বী এবং জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন,

সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থের স্বামী, সমস্ত সংসারের পালক,

হে পোষক পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ করুন;

হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন;

বেদবাণীর পতি, স্বামী, পালক পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন।

"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"।

স্বস্তি = কল্যাণ বা মঙ্গল।

নঃ = আমাদের।

বৃহ = বিরাট।

বৃহস্পতিঃ = পরমেশ্বর।

দধাতু = দান করুন।

অর্থাৎ "পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন"।

তাঁহার শ্রীচরণে গ্রন্থারম্ভে এই প্রার্থনা।

# গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

## চত্বারিংশ সূক্ত

সূক্তটিতে ইন্দ্রকে আবাহন করা হচ্ছে সোম পানের জন্য। সোমের বর্ণনায় তাকে বলা হচ্ছে 'ক্রতুবিৎ' এবং 'দ্যুক্ষ'। তা ছাড়া 'মধু' 'অন্ধঃ' 'চন্দ্র' এবং ইন্দু এই সাধারণ বিশেষণগুলি আছেই। ইন্দ্রের সোম পানের ফলে আমাদের 'যজ্ঞ' বা সাধনা উত্তীর্ণ হবে পরমব্যোমে; এ-যজ্ঞ 'ধিতবান্'-এই তার বৈশিষ্ট্য। আকুল হৃদয়ের সমস্ত দ্যুতি জড়িয়ে থাকে ইন্দ্রকে, অন্তরের রসচেতনা তাঁকে করে আপ্যায়িত। আমাদের উতলা আহ্বানে তিনি আধারে আবিষ্ট হন এখান হতে—ওখান হতে। কোথায় তিনি নাই?

১

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং
সুতে সোমে হবামহে।
স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ।।

ইন্দ্র— [ দ্র. ১।২।৪। সায়ণ নিরুক্ত ১০।৮ উদ্ধার করে বলছেন, 'যত্র যত্র যোহর্থঃ অণুগুণস্তত্র তন্ত্র সোহর্থঃ স্বীকার্যঃ। তারপর ঔপমন্যবের প্রমাণ দিয়ে বলছেন, ইদং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ পশ্যতীতি ইন্দ্রঃ। তথা চারণ্যকে শ্রূয়তে : 'স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মাততম্ অপশ্যদ্ ইদম্ অদর্শম্ ইতীহঁ। তস্মাদ্ ইদন্দ্রো নাম। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম। তম্ ইদন্দ্রং

সন্তম্ ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ। 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ' (ঐ. আ. ২.৪.৩)। ইদি পরমৈশ্বর্যে ধাতুঃ। স্বমায়য়া জগদ্রূপত্বং পরমৈশ্বর্যম্। অনেনাভিপ্রায়েণ শ্রূয়তে : 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (ঋ. ৬।৪৭।১৮) ।। সায়ণের মন্তব্য হতে ব্যাখ্যার এই কয়টি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে : দেবতার বিভূতির দিকে দৃষ্টি রেখে নামের বহুমুখী ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করতে হবে; মন্ত্র অনেক সময় গূঢ়ার্থের সঙ্কেতবাহী; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেবতা সাধকেরই চিন্ময় বৃত্তি; যিনি জীবের মাঝে, তিনিই জগৎ হয়েছেন। বলা বাহুল্য; এই কটি সূত্রই মান্ত্রিক-সম্প্রদায়ে সুপরিচিত।] হে মহেশ্বর।

**মধ্বঃ অন্ধসঃ**—[তু. বি বরুযসা সূর্যেণ গোভির্ অন্ধঃ (ইন্দ্র) ১।৬২।৫; রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যসি (অগ্নি) ১।৯৪।৭; প্র বঃ পান্তম্ ··· অন্ধো রুদ্রায় ভরধ্বম্ ১।১২২।১; উত বাং ··· অন্ধো গাবো আপশ্চ পীপয়ন্ত দেবীঃ ১।১৫৩।৪; অমত্রেভিঃ সিঞ্চতা মদ্যমন্ধঃ ২।১৪।১; পিবাস্যন্ধো অভিসৃষ্টো অস্মে (ইন্দ্র) ৩।৩৫।১; অন্ধো ন পূতং পরিষিক্তম্ অংশোঃ ৪।১।১৯, তস্মা ইদ্ অন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষম্ ৪।১৬।১, পিবন্নুশানো জুষমাণো অন্ধঃ ৪।২৩।১; আপিপ্যানং শুক্রম্ অন্ধঃ ৪।২৭।৫, অর্চন্ত্যর্কং সুন্বত্যন্ধঃ ৫।৩০।৬; রঘুঃ শ্যেনো পতয়দ্ অন্ধ অচ্ছা (সূর্য) ৫।৪৫।৯; পিবাথো অন্ধঃ ৬।৬৩।২; ইদং বাম্ অন্ধঃ পরিষিক্তম্ অস্মে ৬।৬৮।১১; বোধা নঃ স্তোমম্ অন্ধসো মদেষু ৭।২১।১; স্বর্যদশ্মন্নধিপা উ অন্ধঃ ৭।৮৮।২; উপো তে অন্ধো মদ্যম্ অয়ামি ৭।৯২।১; ইদং বসো সুতম্ অন্ধঃ ৮।২।১; শুভ্রম্ অন্ধো দেববাতম্ ৯।৬২।৫; শ্যেনো যদন্ধো অভরৎ পরাবতঃ ৯।৬৮।৬; মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি ৯।৮৬।৪৪; পরিষিক্তমন্ধঃ ১০।১১৬।৪; (অন্তোদাত্ত: পশ্যদক্ষণ্বান্ ন বিচেতদ্ অন্ধঃ ১।১৬৪।১৬; ব্যন্ধো অখ্যদ্ ৪।১৯।৯; প্রেম্ অন্ধঃ খ্যদ্ ৮।৭৯।২;

প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষসে এতবে কৃথঃ ১।১১২।৮; মৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার ১।১১৬।১৬ ইত্যাদি করে' ১।১৪৭।৩; ২।১৩।১২; ৪।৪।১৩; ৩০।১৯; ১০।২৫।১১; ১০।৩৯।৩; ৪।১৬।৪; ১।১৪৮।৫; ১০।২৭।১১; ১।১১৭।১৭; ১৮; ১।১০০।৮; ১০।৮৯।১৫; ১০।১০৩।১২); ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ ১।৯।১; স হি পপ্রিরন্ধসঃ (ইন্দ্র) ১।৫২।৩; মন্দানো ইন্দ্র অন্ধসঃ ১।৮০।৬; মন্দানো যাহ্যন্ধসো ১।৮২।৫; মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ ১।৮৫।৬; পিবতং মধ্বো অন্ধসঃ ১।১৩৫।৪; প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে ১।১৫৫।১; তস্মা ইন্দ্রায়ান্ধসো জুহোত ২।১৪।৫; অপায্যস্যান্ধমে মদায় ২।১৯।১; অথা মন্দস্ব জুজুষাণো অন্ধসঃ ২।৩৬।৩; মন্দস্ব হোত্রাদনু জোষম্ অন্ধসঃ ২।৩৭।১; স মন্দস্বা হ্যন্ধসঃ ৩।৪১।৬; ৬।৪৫।২৭; অন্ধসঃ সুতস্য ৪৮।১; মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ ৪।৩১।২; অস্মে সু মৎস্বন্ধসঃ ৪।৩২।১৪; অমন্দত মঘবা মধ্ব অন্ধসঃ ৫।৩৪।২; পিবা সুতস্যান্ধসঃ ৫।৫১।৫; অস্মা অস্মা ইদন্ধসো অধ্বর্যো প্র ভরা সুমে ৬।৪২।৪; যস্য মন্দানো অন্ধসঃ ৬।৪৩।৪; অন্ধসো বরীমন্ ৬।৬৩।৩; অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধঃ ৭।২১।১; পিবা সুতস্যান্ধসো মদায় ৭।৯০।১; বহতাং মধ্বো অন্ধসঃ ৮।১।২৫, যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্ যদ্ধা সমুদ্রে অন্ধসো অবিতেদসি ৮।১৩।১৫; ইমস্য পাহ্যন্ধসঃ ৮।১৩।২১; পিবা সু সিপ্রিন্নন্ধসঃ ৮।১৭।৪; অন্ধসো মদে ৮।১৭।৮; ৩৩।৪; সোমস্য মদে অন্ধসঃ ৮।৩২।২৮; মন্দানো সিপ্র্যন্ধসঃ ৮।৩৩।৭; স্বাহাকৃতস্য সুতস্য দেবাবন্ধসঃ ৮।৩৫।২৪; অন্ধসো মদেষু ৮।৪৬।১৪; সুতস্যেন্দ্রান্ধসঃ ৮।৬১।৩; যদ্বা প্রস্রবণে দিবো মাদয়াসে স্বর্ণরে, যদ্বাসমুদ্রে অন্ধসঃ ৮।৬৫।২; মদে সুশ্রিপ্রন্ধসঃ ৮।৬৬।২; ৮।৭৮।১; ৮।৮৮।১; পান্তম্ আ বো অন্ধসঃ

৮।৯২।১; অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ ৮।৯২।৪; পিবা ত্বস্যান্ধসঃ ৮।৯৫।২; ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবি র্মধু প্রজাতমন্ধসঃ (সোম) ৯।১৮।২; তব তৎ ইন্দ্রো অন্ধসো দেবা মধো র্ব্যশ্নতে ৯।৫১।৩; যথা তে জাতম্ অন্ধসঃ ৯।৫৫।২; ধারা সুতস্য অন্ধসঃ ৯।৫৮।১; উচ্চা তে জাতমন্ধসঃ ৯।৬১।১০; পুরোজিতী বো অন্ধসঃ ৯।১০১।১; প্র সুন্বানস্যান্ধসঃ ৯।১০১।১৩; অন্ধসো বি বো মদে ১০।২৫।১; যৎ সোমস্যান্ধসো বুরোধতি ১০।৩২।১; মন্দমানায়ান্ধসো ১০।৫০।১; মদে সুতস্য সোমস্যান্ধসঃ ১০।৫০।৭; সোত্বন্ধসো গ্রাবাণঃ ১০।৭৬।৬; সুতস্য সোমস্যান্ধসঃ ১০।৯৪।৮; মদস্য হর্যতস্যান্ধসঃ ১০।৯৬।৯; দেবমন্ধস ইন্দুং ১০।১১৫।৩; অরুণং মানমন্ধসঃ ১০।১৪৪।৫; মন্দানমন্ধসঃ ১০।১৬৭।২; জর্হৃষাণো অন্ধসা ১।৫২।২; ধৃষমাণো অন্ধসা ১।৫২।৫; সম্ অন্ধসা মমদঃ পৃষ্ঠ্যেন ৪।২০।৪; ব্যুন্দন্তি পৃথিবীং মধেবা অন্ধসা ৫।৫৪।৮; অন্ধসা মদেষু বা উবোচ ৭।২০।৪; দেবানাং বীতিম্ অন্ধসা ৯।১।৪; অপো বসানম্ অন্ধসা (সোম) ৯।১৬।২; অন্ধসা সুবানো অর্ষ পবিত্র আ (সোম) ৯।৫২।১; যবং যবং নো অন্ধসা পুষ্টং পুষ্টং পরিস্রব ৯।৫৫।১; পবস্ব সোম অন্ধসা ৯।৫৫।৩; তেন পবস্ব অন্ধসা ৯।৬১।১৯; ইন্দ্রায় (স্রব) সূরিরন্ধসা ৯।৬৭।২; মদামো অন্ধসা ৯।১০৭।২; উভে যৎ তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ ৭।৯৬।২ (সরস্বতী); হরী ইবান্ধাংসী বপ্সতা ১।২৮।৭; অন্ধাংসি মদিরাণি ৬।৬৯।৭; যাতনান্ধাংসি পীতয়ে ৭।৫৯।৫; প্র বামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুঃ ৭।৬৮।২; অন্ধাংসি মৎসরাণি ৭।৭৩।৪; প্রান্ধাংসীর যজ্যবে ভরধ্বম্ ৫।৪১।৩। নিঘন্টুতে অন্ধঃ 'অন্ন' (২।৭); নৈগমকাণ্ডে যাস্কের ব্যাখ্যা—'অন্ধ ইতি অন্ননাম আধ্যানীয়ং ভবতি; তমোহ ব্যন্ধ উচ্যতে নাস্মিন্ ধ্যানং ভবতি, ন দর্শনং অন্ধং তম ইত্যভিভাষন্তে; অয়মপীতরদন্ধো

এতস্মাদ্ এব।' 'দৃষ্টিহীন' বোঝাতে 'অন্ধ' অন্তোদাত্ত; 'সোম' বা 'অন্ধকার' বোঝাতে আদ্যুদাত্ত। তু. Gk. anthero's 'flowery' < anthos 'a flower'; এই হল পাশ্চাত্য ব্যুৎপত্তি। কিন্তু বস্তুত: অন্ধঃ।। অধঃ তু. Lat infra 'below', infer-us 'low' < earlier udhra, cog. w. Eng. under । সোমলতা মাটিতে জন্মায়; তার মূল মাটিতে কিন্তু আগা আকাশে। নিরুক্তে সোম পার্থিবস্থান দেবতা; অথচ সোম 'দ্যুক্ষ'—দ্যুলোকে তার বাসা। রসচেতনা যেমন আছে মূলাধারে, তেমনি আছে হৃদয়ে এবং সহস্রারে ৮।১৩।১৫। সোমের ধারা উজান বওয়ানই অমৃতত্বের সাধনা। অন্ধঃ, সোম, ইন্দু—একই বস্তুর পরপর তিনটি পরিণাম বোঝাচ্ছে। যদিও প্রয়োগের সময় অর্থের তফাৎটা সব জায়গায় বজায় রাখা হয়নি। সোম যখন পৃথিবীর বুকে লতা, তখন সে 'অন্ধঃ'; যখন সে সাধনার দ্বারা সংস্কৃত ও নিষ্পিষ্ট তখন 'সোম'; যখন সে জ্যোতিঃশক্তি, তখন 'ইন্দু'। প্রথমটি প্রাকৃত রসচেতনা। দ্বিতীয়টি উৎসর্গী সাধকের আনন্দ-চেতনা, তৃতীয়টি সিদ্ধ অমৃতচেতনা। উদ্ধরণগুলিতে দেখতে পাচ্ছি, 'অন্ধঃ' যে উন্মাদন, এই কথাটাই বারবার আসছে। কোথাও 'অন্ধঃ' সোমলতা, কোথাও বা সোমধারা। এক জায়গায় সরস্বতীর 'দুটি শুভ্রধারাকে' 'অন্ধঃ' বলা হচ্ছে, সাধকেরা তাতে যাগ করেন ৭।৯৬।২। 'অন্ধঃ' পার্থিব সোম, তাই তার সঙ্গে আঁধারের একটু যোগ আছে। চাঁদের কলার হ্রাসবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে কথাটা স্পষ্ট হয়। যাজ্ঞিকেরাও বলেন, শুক্লপক্ষে অন্ধকার থেকে একটি-একটি করে সোমলতার পাতা গজায় পূর্ণিমা পর্যন্ত। আবার কৃষ্ণপক্ষে খসে পড়ে। এটি জন্ম-মৃত্যু-লাঞ্ছিত প্রাকৃত-চেতনার রূপক। এই জন্যই সোমলতা 'অন্ধঃ', আবার 'অন্ধঃ' বলতে অন্ধকারও বোঝায়—যাস্ক বলেন, সেখানে ধ্যান চলে

না। শব্দটির অষ্টম মণ্ডলেই প্রয়োগ বেশী। নবম মণ্ডলে 'অন্ধসা' স্পষ্টতই 'ধারা' বোঝাচ্ছে। ধারা যাজ্ঞিকের 'সোমরসের স্রোত', যোগীর 'নাড়ীস্রোত'। সোমলতা যে সুষুম্ণনাড়ী, সে কথা মনে রাখতে হবে। তন্ত্রমতে এই নাড়ী তামসী, এটিও লক্ষণীয়।] উন্মাদন ভোগবতী ধারাকে। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী।

বজ্রসত্ত্ব, নিজেকে নিঙ্‌ড়ে ঊর্ধ্বস্রোতা রসচেতনার আসবে পূর্ণ করেছি আমরা আধারের পাত্রখানি। তোমায় ডাকি, হে দেবতা — প্রাণোচ্ছল এই ভোগবতী-ধারায় তোমার তৃষ্ণা মেটাও! এ-ধারা তোমায় মাতাল করুক! তোমার অবন্ধ্যবীর্যের নির্ঝর নামুক আমাদের সত্তার গভীরে :

মহেশ্বর, তুমি বীর্যের নির্ঝর। আমরা
নিংড়ে রেখেছি সোমের লতা : তোমায় করি আবাহন।
তুমি পান কর এই ভোগবতী ধারার মধু।।

২

ইন্দ্র ক্রতু-বিদং সুতং
সোমং হর্য পুরু-ষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম।।

**ক্রতু-বিদম্** —[(তু. স নো অদ্য বসুত্তয়ে ক্রতুবিদ্ গাতুৰিত্তমঃ, বাজং জেষি শ্রবো

বৃহৎ সোম ৯।৪৪।৬; ক্রতুবিৎ সোম মৎসরঃ ৯।৬৩।২৪; পবস্ব সোম ক্রতুবিন্ ন উক্থ্যঃ ৯।৮৬।৪৮; অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্ বিজানন্ ১০।২।৫; পবস্ব… ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ ৯।১০৮।১; দম্পতীর ক্রতুবিদা জনেষু ২।৩৯।২)। শব্দটি এক জায়গায় অগ্নির, আর-এক জায়গায় যজমান ও যজমানপত্নীর বিশেষণ। তা ছাড়া সর্বত্রই সোমকে বোঝাচ্ছে। নিঘন্টুমতে 'ক্রতু' কর্ম (২/১), 'প্রজ্ঞা' (৩/৯); তু. নি. ২/২৮। মায়া বেদে চিন্ময়ী নির্মাণ শক্তি; ক্রতুও তাই।] চিৎশক্তির প্রাপক। সোমপানে ইন্দ্রের মধ্যে ফুটবে সৃষ্টির বীর্য, আঁধারকে নির্জিত করে তিনি গড়বেন আলোর জগৎ।

**হর্য—** নন্দিত হও।

**বৃষস্ব—** বীর্য-প্রকাশ কর, সমর্থ হও, আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাও।

**তাতৃপিম্—** [√তৃপ্ (তৃপ্তকরা) + ই] তোমাকে যা তৃপ্ত করবে, সন্তর্পণ।

মহেশ্বর, তোমারই স্মরণে সঙ্গীতমুখর হয় পূর্ণতা প্রয়াসীর হৃদয়। নিজের সমস্ত কামনা নিঙ্ড়ে দিয়ে পূর্ণ করে সে তোমার পানপাত্র। সে অমৃত নতুন সৃষ্টির চিদ্‌বীর্য জাগায় তোমার মাঝে। দেবতা, তুমি তৃষার্ত; এই-যে তোমার তরে রেখেছি সন্তর্পণ সুধার ধারা। পান কর, নন্দিত হও—তোমার অবন্ধ্য বজ্রশক্তির প্লাবন নামুক তার মত্ততায় :

বজ্রসত্ত্ব, চিদ্‌বীর্যের উদ্বোধক এই হৃদয়-নিঙ্ড়ানো

রসের ধারায় নন্দিত হও, হে 'পুরু-স্তুত'।

পানকর এই সন্তর্পণ সুধা—ঢাল বীর্য।।

৩

ইন্দ্র, প্র ণো ধিতাবানং
যজ্ঞং বিশ্বেভির্ দেবেভিঃ
তির স্তবান বিশ্‌পতে।।

**ধিতবানম্**— [ ধিত + বন্ (অস্ত্যর্থে), তু. ৩।২৭।২, সেখানে অগ্নির বিশেষণ। ধিত 'নিহিত' নিগূঢ়-সম্পদ্ ] যার চরমে নিহিত আছে রত্ন বা ঋতদীপ্তি। সাধনার 'ধিত' বা 'অর্থ' হল 'স্বর্' বা জ্যোতিঃ।

**প্র তির**— সমস্ত বাধা পার করে নিয়ে যাও আমাদের সাধনাকে আলোর কূলে।

**বিশ্‌পতে**— [ প্রবর্ত সাধক 'বিশ্', তার সম্পর্ক মাটির বা দৈহ্যচেতনার সঙ্গে ; যে যুযুৎসু, সে ক্ষত্রিয়—তার কারবার অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোক নিয়ে ; যে সিদ্ধ, সে ব্রাহ্মণ—দ্যুলোকের আলো নিয়ে তার কারবার। এরা সবাই দ্বিজ ; মানুষমাত্রেই জন্মায় শূদ্র হয়ে। অধ্যাত্মজগতে প্রথম যে প্রবেশার্থী, সেই 'বিশ্'। সবাই 'বিশ্', তাই বিশ্ জনসাধারণ বা সাধকমাত্রের সংজ্ঞা।] সাধকের দিশারী বা অধীশ্বর।

বজ্রসত্ত্ব, এই উৎসর্গ-ভাবনার চরম পর্বে নিহিত আছে ঋত-চেতনার দীপ্তি। তার কূলে আমাদের নিয়ে চল : সাধনার শুরু হতে তুমিই যে আমাদের দিশারী। আমরা শুধু তোমার তরে গাঁথি সুরের মালা ; তুমি এই মর্ত্যচেতনার 'পরে দ্যুলোক হতে নামিয়ে আন বিশ্বদেবের জ্যোতির্বাহিনী, হে চিরসহচর :

মহেশ্বর, আমাদের এই 'নিধি'মন্ত
সাধনাকে বিশ্বচেতনার সঙ্গ দিয়ে
নিয়ে চল আলোর কূলে, হে সংস্তুত, হে সাধকের দিশারী!

৪

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে

তব প্র যন্তি সৎপতে

ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ।।

**সোমাঃ—** বহুবচন বোঝায় প্রাচুর্য বা বৈচিত্র্য। সোম মনশ্চেতনার প্রতীক ১০।৯০।১৩। কলায়-কলায় তার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। চেতনার উপচয় বা মনোলয় দুয়েরই সাধনা সম্ভব। এখানে ইঙ্গিত উপচয়ের প্রতি। একটি-একটি করে সোমের কলা বাড়ছে। পনের কলায় পূর্ণ হলে সে পাবে ষোড়শকল পুরুষকে। এখানে সে-পুরুষ ইন্দ্র।

**সৎপতে—** 'সৎ' সত্তাসামান্য, সমস্ত অস্তিত্বের আধার ; তাকেই অন্যত্র বলা হয়েছে 'একং সৎ' ১।১৬৪।৪৬। কোথাও বা 'তৎ'। এই সত্তাসামান্যের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন যিনি, তিনি 'সৎপতি'।

**ক্ষয়ম্—** [ < √ ক্ষি (বাসকরা) + অ ] নিবাস, ধাম ; ইন্দ্রের দিব্যধাম—তাই উপনিষদে ব্রহ্মধাম। ঐখানে অমৃতচেতনার ষোড়শকলা পূর্ণতা।

**চন্দ্রাসঃ ইন্দবঃ—** [নিঘন্টুতে চন্দ্র 'হিরণ্য' (১।২), 'হিরণ্য' যা ঝলমল করে; চন্দ্রও তাই। < √ শ্চন্দ্ (দীপ্তি দেওয়া, ঝক্ঝক্ করা) ; তু. Lat. Scintillare 'to sparkle', OHG. 'Scinan', ON, Skina, Goth. Skeinan, Eng; Shine but cp. 'Sheen' 'ইন্দু' নিরুক্তমতে < ইন্ধেঃ, উনত্তেঃ বা (১০।৪১). নিঘন্টুতে 'ইন্দু' উদক (১।১২) যজ্ঞ (৩।১৭)। ইন্দু সোমরস, সুতরাং উদক অর্থ খাটে। সোমপানের ফলে অমৃতত্ব বা জ্যোতিঃপ্রাপ্তি, সুতরাং ইন্দুও জ্যোতিঃ বা যজ্ঞের ফল ; এইদিক দিয়ে যজ্ঞ অর্থও অসঙ্গত নয় ] আলো ঝলমল অমৃতচেতনার কলা।

মহেশ্বর, চেতনার উত্তরায়ণ সমাপ্ত হয় যে পরম অদ্বৈতসত্তায়, তুমি তারই দিশারী। ষোড়শকল মহিমায় পূর্ণ সেই তোমার নিত্যধাম,—তারই পানে ছুটে চলেছে আমার হৃদয়-নিঙ্ড়ানো এই-যে অমৃতচেতনার ধারা, পঞ্চদশীর অজর জ্যোৎস্নায় এই যে ঝলমল হয়ে উঠল আমার চিদাকাশ :

মহেশ্বর, সোমকলাদের নিঙ্ড়ে দিয়েছি এই যে,—

চলেছে তারা হে 'সৎপতি', তোমারই

ধামের পানে। তারা আলোঝলমল সুধার ধারা।।

৫

দধিষ্বা জঠরে সুতং

সোমম্ ইন্দ্র বরেণ্যম্

তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ।।

জঠরে— [ তু. ৩।৩৫।৬ এবং সায়ণের মন্তব্য ] যোগীর ভাষায় মণিপুরে। অপ্রাকৃত রসচেতনার উদ্বোধন হয় এইখানেই, তার নীচে প্রাকৃত রসচেতনা বা ভোগবতীর ধারা। বৌদ্ধের আনন্দ-সাধনারও শুরু এইখানে। সাধারণত মণিপুরে রসচেতনা সুপ্ত। কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতির সময় উড্ডীয়ানবন্ধের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় তার জাগরণ অনুভূত হয়।

দ্যুক্ষাসঃ— [ = দ্যু-ক্ষাঃ < দ্যু + √ ক্ষি (বাস করা) + অ ] যারা দ্যুলোকে বাস করে। দ্যুলোক মূর্ধন্যচেতনা বা সহস্রার। সেখানে আছে ইন্দ্রের

অমৃতকলা। আমার রসের উপচার মণিপুর হতে যাবে সেইখানে—
যেখানে নিত্যাষোড়শীর আনন্দকৌমুদী।

মহেশ্বর, আধারের সকল আনন্দ এই-যে নিঙড়ে রেখেছি তোমার জন্যে। দেবতা, আমি যে তোমার, আমি যে তুমিই। আমার এ-রসচেতনাকে তোমার করে নাও। ভোগবতীর শুদ্ধধারা অগ্নিষ্বাত্ত হোক তোমার মণিপুরে। ঐ যে তোমার মহাকাশ—নিত্যাষোড়শীর অমৃতকলায় ঝল্‌মল্‌। আমার ভোগবতী আজ তারই অভিসারিকা :

নিহিত কর জঠরে তোমার পাষাণ-ছেঁচা
সোমের ধারা, হে মহেশ্বর ; তারে নিও বরণ করে।
তোমার অমৃতকলারা যে দ্যুলোকবাসী।।

৬

গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং
মধোর্‌ ধারাভির্‌ অজ্যসে
ইন্দ্র ত্বাদাতম্‌ ইদ্‌ যশঃ।।

গির্বণঃ— [ শব্দটির সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অষ্টমমণ্ডলে। নিঘণ্টুর নৈরুক্তকাণ্ডে 'গির্বণাঃ' শব্দের ভাষ্যে যাস্ক বলছেন, 'গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বর্ণয়ন্তি'। অনুরূপ আর-একটি শব্দ আছে, 'যজ্ঞবনাঃ'—বরুণের বিশেষণ ৪।১।২, আবার যজমানের বিশেষণ

১০।৫০।৫। উত্তরপদ 'বনস্'-এর একটিমাত্র প্রয়োগ : আ যাহি বনসা সহ (উষা) ১।১৭২।১। √ বন্ নিঘণ্টুমতে বোঝায় 'কামনাকরা' (২।৬); সেখানে ধাতুটির দুটি রূপ 'বেনতি', 'বনোতি'। দেবতা 'বেনঃ' অর্থাৎ তিনি আমাদের ভালবাসেন, তিনি 'বঁধু': তু. ১।৪৩।৯; ১।৮৬।৫ ইত্যাদি। কামনা করা অর্থ হতে আসে 'ছিনিয়ে আনা' 'জয় করা', 'লড়াই করা'। তু. Lat. Venus 'love', 'beauty' < base wen 'to wish' ; OHG giwinnan 'to strive after,' OE winnan to toil, suffer, fight', E. win. এখানে 'বনস্'-এর আদিম অর্থ 'ভালবাসা, কামনাকরা' ই খাটছে। ] বোধনগীতিকে ভালবাস তুমি।

অজ্যসে— [√ অঞ্জ্ (মাখানো) + কর্মবাচ্যে লট্ সে ; cp. Lat. unguere 'to annoint' ] মাখানো হয়, সিক্ত বা আপ্লুত করা হয় তোমাকে।

ত্বাদাতম্— [ আর-একটি রূপ 'ত্বাদত্তঃ' ২।৩৩।২, ৮।৯২।১৮। তু. ইন্দ্র ত্বাদাতম্ ইদ্ যশঃ ১।১০।৭ ; ৫।৭।১০ ; ৩৯।১ ] তোমার দেওয়া।

যশঃ— [ দ্র. ৩।১।১১। নিঘন্টুমতে যশঃ 'উদক' (১।১২), 'অন্ন' (২।৭), 'ধন' (২।১০) ; অর্থাৎ যশঃ বোঝাচ্ছে প্রাণশক্তি অথবা সাধনসম্পদ কি সাধনার লক্ষ্যকে। < √ যশ্ > ইমশ্ > ঈশ্ (ঈশ্বর হওয়া), প্রভুত্ব করা। তু. √ যজ্ > ইযজ্ > ঈজ্, √ যহ্ > ইয়হ্ > ঈহ্ ] ঐশী শক্তি, ঈশনা, দিব্যশক্তি।

বজ্রসত্ত্ব, আমার বোধনগীতিতে আনন্দে তুমি জেগে ওঠ। নিজেকে নিঙ্ড়ে এই-যে পান-পাত্র পূর্ণ করে রেখেছি আমরা—তুমি তায় পান কর। উৎসর্গের আনন্দের সহস্রধারায় এই-যে তোমায় প্লাবিত করলাম, দেবতা। সব যে তোমায় দিয়েছি,—সেই রিক্ততাকে পূর্ণ করে' এই-যে তুমি ঢেলে দিলে তোমার বজ্রশক্তির অবন্ধ্য ঈশনা :

বোধনগান ভালবাস, হে দেবতা! পান কর আমাদের হৃদয়-নিঙ্ড়ানো আনন্দ ধারা।

অমৃতের অজস্র ধারায় আপ্লুত হচ্ছ এই-যে তুমি!

বজ্রসত্ত্ব, তোমারই - দেওয়া আমাদের ঈশনা।।

৭

অভি দ্যুম্নানি বনিন
ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা
পীত্বী সোমস্য বাবৃধে।।

**দ্যুম্নানি—** [ নিঘন্টুমতে 'ধন' (২।১০); নৈগমকাণ্ডের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন, 'দ্যুম্নং দ্যোততেঃ, যশো বা অন্নং বা (৫।৫)। √ দিব্ > দ্যু (দীপ্তি দেওয়া) + ম্ন] দীপ্তি, শুভ্র ভাবনা।

**বনিনঃ—** যে তাঁকে ভালবাসে বা চায়, তার; সাধকের।

**অক্ষিতা—** [ = অক্ষিতানি ] অজস্র, নিরন্ত। প্রত্যয়ৈকতানতার বর্ণনা।

**পীত্বী—** পান করে'।

বজ্রসত্ত্বের তরে উতলা হয়েছে হৃদয় যার, তার জ্যোতির্ভাবনার শুভ্রধারা নিরন্তর ছুটে চলে তাঁরই পানে, তাঁরই আলোর সমুদ্রে হয় আপনহারা। তার হৃদয়ের জ্যোছনাসুধা পান করেই যে উপচে ওঠে দেবতার বীর্য:

জ্যোতির্ভাবনা যত উতলা সাধকের—

মহেশ্বরকে জড়িয়ে ধরে নিরন্ত হয়ে।

পান করে' তার হৃদয়-সুধা উপচে উঠেছেন তিনি।।

৮

অর্বাবতো ন আ গহি
পরাবতশ্ চ বৃত্রহন্
ইমা জুষস্ব নো গিবঃ।

**অর্বাবতঃ—** [অনুরূপ শব্দ 'অর্বাঞ্চ্' 'অর্বাক'—দুটিতেই আছে √ অঞ্চ্। উপপদ অর্ব, পদপাদে 'অর্বা'। <√ ঋ (চলা)। 'অর' 'অর্পিত' কেন্দ্রানুগ গতি বোঝায়, 'অর্বা' নিঘন্টুমতে 'অশ্ব'; বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'মর্ত্য অশ্ব' বা মর্ত্যপ্রাণ। 'পরার' সঙ্গে প্রতিতুলনায় 'অর্ব' তাহলে বোঝাচ্ছে 'এইখানে' কে, এই আধার বা এই পৃথিবীকে] এইখান থেকে, আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকে।

**পরাবতঃ—** ওপার হতে, দ্যুলোক হতে। তুমি আছ স্বর্গে-মর্ত্যে সব ঠাঁই। জাগ মূলাধারে, নেমে এস সহস্রার হতে।

হে দেবতা, বিদীর্ণ কর অন্ধতমিস্রার আবরণ, লেলিহান হয়ে ওঠ আমাদের মাঝে এই ধরার ধূলি হতে, বিদ্যুৎ-নির্ঝরে নেমে এস ঐ দ্যুলোক হতে। এই-যে অজপার ডালি সাজিয়ে রেখেছি বোধনমন্ত্রে, হে দেবতা, আবিষ্ট হও, নন্দিত হও তাতে :

এইখান থেকে আমাদের মাঝে উঠে এস,—

ঐখান থেকে আবার নেমে এস, হে বৃত্রঘাতী।

এই যে, নন্দিত হও আমাদের বোধনগীতে।।

৯

যদ্ অন্তরা পরাবতম্
অর্বাবতং চ হূয়সে
ইন্দ্রেহ তত আ গহি।।

**পরাবতম্ অর্বাবতং চ অন্তরা** — ওখানকার আর এখানকার মাঝে, প্রাণের অন্তরিক্ষ লোকে, হৃদয়ে। তুমি সেখানেও আছ,—আছ আধারের সব চক্রে, বিশ্বের সর্বত্র।

ঐ-যে দ্যুলোক, আর এই-যে পৃথিবী—দুয়ের মাঝে আছে হৃদ্য-সমুদ্রের টলমল পারাবার। সেখানেও তুমি আছ। জাগ আমার হৃদয়ে উদ্বেল আকূতির ছন্দে,—হে দেবতা, গহন হতে বাইরে এস, সামনে দাঁড়াও :

যখন মাঝখান থেকে দ্যুলোক

আর ভূলোকের তোমায় ডাকি,—

হে বজ্রসত্ত্ব, এইখানে এস তবে সেখান হতে।।

## গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

### একচত্বারিংশ সূক্ত

দেবতার আবাহন। সমস্ত আয়োজন সারা হয়েছে। আসন বিছানো, সোমপাত্র পূর্ণ, স্তোত্র-শস্ত্রে আকাশ মুখরিত। আমায় ভালবাস তুমি, তাই এসো, আমার ভালবাসাকে লজ্জা দিও না। তোমার জ্যোতির্বাহন দুটিকে সঙ্গে এনো।

১

আ তূ ন ইন্দ্র মদ্র্যগ্
ঘুবানঃ সোমপীতয়ে
হরিভ্যাং যাহ্য অদ্রিবঃ।।

**মদ্র্যক্**— [ মদ্ + বি + √ অঞ্চ্ + o ; তু. সধ্র্যঞ্চ্, √দেবদ্র্যঞ্চ্ ] আমার পানে।

**অদ্রিবঃ**— অদ্রি + বস্ অস্ত্যর্থে। 'অদ্রি' যাকে বিদীর্ণ করা যায় না, অভেদ্য। অন্ধতমিস্রাকেও বোঝায়। এখানে বোঝাচ্ছে বজ্রকে, হে বজ্রধর।

**হরিভ্যাম্**— দুটি জ্যোতির্বাহনে বাহিত হয়ে। দুটি বাহন অধিভূতদৃষ্টিতে বজ্র আর বিদ্যুৎ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বীর্য আর প্রজ্ঞা।

মহেশ্বর, সুধাপাত্র পূর্ণ করে এই-যে তোমায় আবাহন জানাই। প্রাণ ও প্রজ্ঞার দুটি জ্যোতির্ধারায় বাহিত হয়ে নেমে এসো আমার মাঝে, তোমার তৃষ্ণা মেটাও, হে বজ্রধর :

এই-যে আমাদের মহেশ্বর, আমার পানে
ডাক শুনে সোম পান করবে বলে
জ্যোতির্বাহন দুটি নিয়ে এসো, বজ্রধর।।

২

সত্তো হোতা ন ঋত্বিয়স্
তিস্তিরে বর্হির আনুষক্
অযুজ্রন্ প্রাতর্ অদ্রয়ঃ।।

**সত্তঃ—** [ √ সদ্ (বসা) + ক্ত ] নিষণ্ণ, আসীন।

**হোতা—** দেবতাকে আবাহন করেন বা তাঁর উদ্দেশে হোম করেন যিনি। দিব্য হোতা এবং ঋত্বিক্ অবশ্য অগ্নি স্বয়ং (১।১।১) ; অধ্যাত্মসাধনায় তিনিই লক্ষ্য।

**ঋত্বিয়ঃ—** [ ঋতু + ইয়, ১.এ ] 'ঋতু' নির্দ্দিষ্ট সময় ; তাকে অনুবর্তন করেন যিনি, তিনি ঋত্বিয়ঃ। সাধনায় কালের অপেক্ষা আছে। মানুষ প্রকৃতির সন্তান ; তার প্রাণ ও মনের ছন্দ নিরূপিত আদিত্যের গতি দিয়ে। বৈদিক সাধনায় জ্যোতিষের গুরুত্ব তাই এত বেশী। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে তবে ব্যক্তির সাধনা শুরু করতে হবে। তন্ত্রে-পুরাণেও এই বিধি। সাধারণভাবে বলতে গেলে অন্তরে আগুন জ্বলে ঠিক সময়টিতে। অগ্নি তাই দিব্য ঋত্বিক্। তু. 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'। (গীতা ৪।৩৮)

**তিস্তিরে—** [√স্তৃ (বিছানো, ছড়ানো) + লিট্ এ। তু. √Lat. Sternere 'to spread out, Scatter, < base, ster—, star—, Str—; Gk. Sternon, 'Surface, breast' ; Goth. Stranjan 'to scatter', Eng 'Strew', Straw] বিছানো হয়েছে।

**বর্হিঃ—** কুশময় যজ্ঞাঙ্গ (দুর্গ)। কিন্তু নিঘন্টুতে 'অন্তরিক্ষ' (১।৩), 'উদক' (১।১২), লক্ষণীয়, একটি প্রাণভূমি, আর-একটি প্রাণের প্রতীক। দৈবতকাণ্ডে আপ্রীসূক্তের দেবতাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাস্ক তাকে কুশময় যজ্ঞাঙ্গরূপেই দেখেছেন, বলছেন 'বর্হিঃ পরিবর্হণাৎ' (৮।৯)। কিন্তু অধিকাংশ আপ্রীদেবতা সম্বন্ধেই দেখা যাচ্ছে শাকপূণি তাঁদের অগ্নিরূপে গ্রহণ করছেন, কিন্তু কাথক্য সবাইকে যজ্ঞাঙ্গরূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। দুর্গও 'বর্হিঃ'কে অগ্নি ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, আপ্রীসূক্তগুলিতে 'বর্হিঃ' সম্পর্কে এই উক্তি পাই: স্তৃণীত বর্হিরাণুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ, যজ্ঞামৃতস্য চক্ষণম্ ১।১৩।৫ (মেধাতিথি কাণ্ব); প্রাচীনং বর্হিরোজসা সহস্রবীর মস্তৃণন্ যত্রাদিত্যা বিরাজথ (অগস্ত্যোমৈত্রাবরুণি) ১।১৮৮।৪, তিস্রো দেবীঃ স্বধয়া বর্হিরেদম চ্ছিদ্রং পান্তু শরণং নিষদ্য ২।৩।৮ (গৃৎসমদ ভার্গব শৌনক); দিবো বা নাভা ন্যসাদি হোতা, স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ৩।৪।৪ (গাথিন বিশ্বামিত্র); ইল়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ, বর্হি সীদন্ত্বস্রিধঃ ৫।৫।৮ (বসুশ্রুত আত্রেয়); সপর্যবো ভরমানা অভিজ্ঞু, প্রবৃঞ্জতে নমসা বর্হিরগ্নৌ (মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ) ৭।২।৪ ; বর্হিঃ প্রাচীনম্ ওজসা পবমানঃ স্তৃণন্ হরিঃ, দেবেষু দেব ঈয়তে ৯।৫।৪ (কাশ্যপ অসিত অথবা দেবল) ; তিস্রো দেবী বর্হিরিদং বরীয় আ সীদত চকৃমা বো স্যোনম্ ১০।৭০।৮ (সুমিত্রো বাধ্র্যস্ব)। দেখা যাচ্ছে, এই বর্হিঃ বা কুশের আসন বিছিয়ে দিতে হয়

আলোকমুখী করে', ওজঃশক্তি দিয়ে এ সহস্রবীর্যের আধার ; সোম বা অমৃতের দেবতার এটি সাধ্য ; এই কুশাসনেই অমৃতকে দেখতে পান মনীষীরা ; দিব্যভাবে তন্ময় হয়ে দ্যুলোকের নাভিতে এই আসন বিছাতে হবে; অন্তরকে নুইয়ে দিয়ে অগ্নির মাঝে আসন পাততে হবে; এই আসনে এসে বসবেন তিনটি দেবী—ইলা, সরস্বতী আর ভারতী অথবা আদিত্যেরা। এই হতে প্রতীক হিসাবে বর্হির গুরুত্ব বোঝা যায়। 'বর্হিঃ' উদ্ভিদ, মাটি ফুঁড়ে ওঠে, তাকে সহজে নির্মূল করা যায় না, তার তীক্ষ্মসূচী দ্যুলোকের পানে উদ্যত হয়ে থাকে ; এই হতে 'বর্হিঃ' বোঝাচ্ছে দ্যুলোকাভিসারী অজর প্রাণের এষণা। নিঘন্টুর 'উদক' অর্থ হতেও এর সমর্থন মেলে। আবার বাইরে যা অন্তরিক্ষ, অন্তরে তা হৃদয়। সুতরাং 'বর্হিঃ' হৃদয়ে পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন। <√ বৃহ্ (বেড়ে চলা) ] কুশ ; উপচীয়মান প্রাণ।

**আনুষক্**— অনুষক্ত করে, গায়ে-গায়ে লাগিয়ে, মাঝে ফাঁক না রেখে। ইঙ্গিত করছে আকূতির নৈরন্তর্যের প্রতি।

**অযুজ্রন্**— [√ যুজ্ (যুক্ত করা) + লুঙ্ অন্ ] যুক্ত করা হল। দ্র. অদ্রিযোগ ৩।১।১। ঋকটিতে হোতা অগ্নি পৃথিবীস্থান, বর্হিঃ প্রাণ বা বায়ুরূপে মধ্যমস্থান, আর শেষপদে অদ্রিযোগ দ্বারা উপলক্ষিত সোম দ্যুস্থান। সুতরাং তিনটি লোকব্যাপী একটি সাধনার ছক পাওয়া গেল।

দেবযানের দিশারী যিনি, সেই অগ্নি জানেন, মিলনের পরম লগ্ন এখন উপস্থিত। তাই আধারে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি জ্বালিয়ে তুললেন অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা। এই-যে নিরন্ত আকূতি দিয়ে প্রাণের আসন বিছানো হয়েছে অন্তরের অন্তরিক্ষে। আঁধার ভাঙ্গা আলোর জোয়ার ঐ এসেছে—এই যে জোড়া হল সোমের পাষাণ রসের ধারাকে উজান বওয়াতে :

আধারে নিষণ্ণ হয়েছেন হোতা আমাদের কালের ছন্দ মেনে,

বিছানো হয়েছে প্রাণের আসন ঘন করে',

জোড়া হল যে সকালবেলা সোমের পাষাণ।।

৩

ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ

ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ

বীহি শূর পুরোল.াশম।।

ব্রহ্ম— [= ব্রহ্মাণি। নিঘন্টুতে 'অন্ন' (২।৭) এবং 'ধন' (২।১০) ; অর্থাৎ সাধনসম্পদ্ ও সিদ্ধি দুইই। যাস্ক এক জায়গায় ব্যাখ্যা করছেন 'পরিবৃল.হং সর্বতঃ' (১।৮)। <√ বৃহ্ (বেড়ে চলা, উপচে ওঠা, Macdonell 'Swell'। মৌলিক অর্থ চেতনার প্রসার বা বিস্তার ; ক্লিষ্ট চেতনার যে-সঙ্কোচ, যাকে ঋষিরা বলতেন 'অংহঃ' তার থেকে মুক্তি। এই মুক্তির অনুভব বোঝাতে আকাশের বৈপুল্যকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। দেবতার আবেশে কবিচেতনায় এই বিস্ফারণ আসে ; তাই 'ব্রহ্ম' অনেক জায়গায় 'মন্ত্র-চেতনা', 'মন্ত্র', 'স্তোত্র'। তাই থেকে পুরাণে ব্রহ্ম 'বেদ'। ব্রহ্ম যখন 'ধন' বা সিদ্ধি, তখন তা বেদান্ত প্রতিপাদিত ঔপনিষদ পুরুষ। এই পুরুষের সগুণ বিভাব হলেন 'প্রজাপতি'—পুরাণে এবং বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি 'ব্রহ্মা'। বেদে ব্রহ্মা 'ব্রহ্মবিদ্'। দেখা যাচ্ছে, 'ব্রহ্ম'শব্দের মৌলিক তাৎপর্য আধ্যাত্মিক, ক্রমে ব্রহ্মাতে তা হয়েছে অধিদৈবত, এবং উপনিষৎ

প্রতিপাদিত 'ব্রহ্মে' অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি ব্যঞ্জনার সাযুজ্য ঘটেছে। এই পরিণাম স্বাভাবিক, কেননা আমার চেতনা আমাকে ছাপিয়ে উঠলেই তা দেবতা হয়ে ওঠে। আমার আত্মাই ব্রহ্ম—এটি বৈদিক সাধনা ও দর্শনের মূল সুর। ] বৃহতের মন্ত্রমালা।

**ব্রহ্মবাহঃ—** [ তু. ত্বায়া হরিশ্চকৃম ব্রহ্মবাহঃ (ইন্দ্র) ১।১০১।৯ ; অর্চামসি বীর ব্রহ্মবাহঃ (ইন্দ্র) ৬।২১।৬ ; সখায়ং কীরিচোদনং ব্রহ্মবাহ শুমং হুবে (ইন্দ্র) ৬।৪৫।১৯, ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবাহসং হুবে (ইন্দ্র) ৬।৪৫।৭ ; সখায়ো ব্রহ্মবাহসে হর্চত প্র চ গায়ত, স হি নঃ প্রমতির্মহী (ইন্দ্র) ৬।৪৫।৪ ; সুনোতন পচত ব্রহ্মবাহসে (ইন্দ্র) ৫।৩৪।১ ; তস্মা উ ব্রহ্মবাহসে গিরো বর্ধন্ত্যত্রয়ঃ (ইন্দ্র) ৫।৩৯।৫। দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই শব্দটি ইন্দ্রের বিশেষণ। স্মরণীয়, কেনোপনিষদের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা—আকাশে হৈমবতী উমাকে দেখে ইন্দ্র শুধালেন, এই যক্ষ কে? উমা বললেন, ইনিই ব্রহ্ম। ঋষি বলছেন, ইন্দ্রই ব্রহ্মকে সবার চাইতে কাছে গিয়ে ছুঁয়েছেন। অধ্যাত্ম ইঙ্গিত সুস্পষ্ট: শুদ্ধ প্রাণমনই তিমির বিদীর্ণ করে' বৃহৎ জ্যোতিকে স্পর্শ করতে পারে। ইন্দ্র তখন স্বয়ং ব্রহ্ম ৬।৪৫।২৭] বৃহতের চেতনাকে বহন করে নিয়ে যান যিনি, অথবা সেই চেতনার দিকে সাধককে বয়ে নেন যিনি।

**বীহি—** [ বী (আস্বাদন করা) + লোট হি ] আস্বাদন কর।

**শূর—** [ √ শূ (ফুলে ওঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া ; ।। √ শ্বা, শ্বি ; তু. Lat. insolent 'puffed up' < base sol < Aryan swel, swl to swell ; cp. OE. swyle < swuli tumour) + র ; প্রত্যয়ের 'র' ধাতুর অঙ্গও হতে পারে। শব্দটি প্রায়ই ইন্দ্রের বিশেষণ। 'বীর' 'শূর' 'ধীর' সাধকের তিনটি পরিচিতির মধ্যে একটা ক্রমিক উন্নয়ন লক্ষণীয় ] উপচে-ওঠা প্রাণের আধার।

**পুরোল.াশম্—** [ তু. পুরোল.া অগ্নে পচত স্তুভ্যং বা ঘা পরিষ্কৃতঃ ৩।২৮।২ ;

পুরোল.া ইৎ তুর্বশো যক্ষুরাসীৎ ৭।১৮।৬ ; অভিপ্রিয়ং যৎ পুরোল.াশম ১।১৬২।৩; অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোল.াশং ৩।২৮।১, ৩-৬ (তার মধ্যে পুরোল.াশের বিশেষণ 'তিরোঅহ্ন্যম্'); ৩।৫২।২, ৩-৬, ৮ (এর মধ্যে অন্যান্য আহুতিদ্রব্যের সঙ্গে সাধারণভাবে পুরোল.াশের নাম আছে) ; আদিৎ শক্তিঃ পুরোল.াশং বিরিচ্যাৎ ৪।২৪।৫ ; ৩২। ১৬; স নো বোধি পুরোল.াশং ররাণঃ ৬।২৩।৭ ; তাঁ আশিরং পুরোল.াশং ৮।২।১১ ; পুরোল.াশং যো অস্মৈ সোমং ররত আশিরম্ ৮।৩১।২ ; পুরোল.াশং নো অন্ধস ইন্দ্র সহস্রমাভর ৮।৭৮।১। < পুরস্ + √ দাশ্ < পুরল. + √ দাশ্। 'সামনে যা ধরে দেওয়া হয়েছে' এই মৌলিক অর্থই অনেক জায়গায় খাটছে। পরে অবশ্য 'পুরোডাশ' চালের পিঠা ] দেবতার সামনে যা দেওয়া হয়েছে ; আহুতি, নৈবেদ্য। এই নৈবেদ্য 'নিষ্ক্রয়', অর্থাৎ নিজের প্রতীক হিসাবে দেবতাকে কিছু দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। অতএব দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ বস্তুত আত্মনিবেদনের সাধনা।

দিশারী, আমার বৃহতের চেতনাকে তুমি বয়ে নিয়ে চলেছ নিরন্ত-উপচীয়মান জ্যোতির সাম্রাজ্যের পানে। তোমারই প্রেষণায় এই-যে আমার কণ্ঠে ফুটছে বৃহতের মন্ত্রমালা। উন্মুখ প্রাণের জ্বালার নিবিড়তায় এই-যে বিছিয়েছি আসনখানি; হে দেবতা, এসো, বসো। সামনে ধরেছি আমার যা-কিছু আছে ; তাকে তোমার করে নাও তোমার উপচিত প্রাণের উল্লাসে :

এই-যে বৃহতের মন্ত্রমালা, বৃহতের হে দিশারী,

হতেছে রচিত। প্রাণের আসনে আসীন হও।

আস্বাদন কর, হে প্রাণোচ্ছল, সামনে যা দিয়েছি।।

৪

রারন্ধি সবনেষু ণ
এষু স্তোমেষু বৃত্রহন্
উক্থেষ্ব্ ইন্দ্র গির্বণঃ।।

**রারন্ধি—** [ √ রন্ (আনন্দ করা) + লোট হি ] আনন্দ কর।

**সবনেষু—** তিনটি সবনে। সোমলতা ছেঁচে রস বার করে দেবতাকে দেওয়া হল 'সবন'। সোমযাগে তিনটি সবন—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়। আদিত্যের বা অদ্বৈতচেতনার গতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। দুপুরের সূর্য মাথার উপরে আসে—উদীয়মান চেতনার সবচাইতে অধিক প্রকাশ তখন। তারপর প্রকৃতির নিয়মে তার হেলে পড়বার কথা। কিন্তু যাজ্ঞিক তাকে হেলতে দেবেন না, জরা ও মৃত্যুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবেন। কী করে? বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের বজ্রশক্তি দিয়ে। মাধ্যন্দিন সবনে ইন্দ্রের অধিকার বিশেষ করে [ দ্র. ৩।৩২।১ টীকা]। ব্রাহ্মণে তিনটি সবনের প্রধান আহুতিগুলি এই : প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব এবং উক্থ্য; মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র; সায়ং সবনে বৈশ্বদেব ও অগ্নিমারুত। আহুতির দেবতার অনুধ্যান করলে বোঝা যায়, মধ্যাহ্নের পর চেতনা ঢলে পড়বে না, ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময় ; জীবন হবে দিব্য, তাতে জ্বলবে আগুন, বইবে প্রাণের আলোর ঝড়। প্রত্যেকটি সবনে নিজের আনন্দ নিঙ্ড়ে দেবতাকে পান করাই : বলি, দেবতা, নন্দিত হও।

**স্তোমেষু, উক্থেষু** — স্তোম সুরের সাধনা, উক্থ বাণীর বা মন্ত্রের। ব্রাহ্মণের বিধি, স্তোত্রগান আর শস্ত্রপাঠ করে সোমের আহুতি দিতে হবে। তন্ত্রের ভাষায় আগে স্তোত্র, তারপর জপ, তারপর যাগ। সুরে পরিবেশ সৃষ্টি হল, জপে এল অন্তর্মুখীনতা, যাগে সাযুজ্য।

রসের ধারা উজান বইছে—মণিপুর হতে উছলে উঠছে হৃদয়ে, হৃদয় হতে ভ্রূমধ্যবিন্দুর উজানে। দেবতা, নন্দিত হও এই সুষুম্ণবাহী সুধাস্রোতের উল্লোলনে, আঁধারের মায়া বিদীর্ণ কর বজ্রের ঘায়ে। বজ্রসত্ত্ব, এই যে তোমায় ঘিরে সুরের কাকলি, মন্ত্রের গুঞ্জন। তুমি যে ভালবাস আমাদের এই বৈতালিকী:

নন্দিত হও আমাদের হৃদয়-নিঙ্‌ড়ানো সুধার ধারায়,

এই-যে সুরের লীলায়, হে বৃত্রঘাতী,—

এই মন্ত্রের শংসনে, হে বজ্রসত্ত্ব, বোধনগীতের হে রসিক।।

৫

মতয়ঃ সোমপাম্ উরুং

রিহন্তি শবসস্পতিম্।

ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ।।

**মতয়ঃ**— [ তু. বসূয়বো মতয়ঃ ১।৬২।১১ ; মতয়োঽশ্বযোগাঃ শিশুং ন গাবস্তরুণং রিহন্তি (উপমাটি এখানে পালটানো) ১।১৮৬।৭; মতয়ঃ স্তোমতস্টাঃ ৩।৪৩।২ ; গিরিজা মতয়ঃ ৫।৮৭।১ ; মতয়ো দেবয়ন্তীর দ্রবিণং ভিক্ষমাণাঃ ৬।১০।৩; গাবো মতয়ো যন্তি সংযতঃ ৯।৭২।৬ ; প্র বিপ্রাণাং মতয়ো বাচ ঈয়তে ৯।৮৫।৭; শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ ৯।৮৫।১১ ; (তু. ১।১৮৬।৭), ৮৬।৩১ ; অংশুং রিহন্তি মতয়ঃ ৯।৮৬।৪৬; অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরণ্ ৯।১০৬।১১ ;

মতয় স্বর্বিদঃ সধ্রীচীঃ···উশতীঃ ১০।৪৩।১ ; যথা যথা মতয়ঃ সন্তি নৃণাম. ১০।১১১।১। মন্ত্রচেতনার একটা রূপ পাওয়া যাচ্ছে : তা আলোর কাঙালী, ফোটে সুরের লীলায় মূর্ধন্যচেতনায়, খোঁজে দেবতার শক্তিসংবেগ, ফোটায় বাণী, আকুল হয়ে খোঁজে স্বর্জ্যোতি, সুযুম্ণা বেয়ে চলে উপরপানে, দেবতাকে সোহাগ করে ইত্যাদি। নিঘন্টুতে 'মতয়ঃ' মেধাবী (৩।১৫), অর্থাৎ তত্ত্বানুপ্রবেশের সামর্থ্য রাখে ] অশ্রান্ত মন্ত্রচেতনা, বহুবচন নৈরন্তর্য বোঝাচ্ছে।

**রিহন্তি**— [ লিহন্তি ] লেহন করে, আদর করে।

**শবসস্পতিম্**— শৌর্যের ভাণ্ডারী।

**বৎসং ন মাতরঃ**— সাধকের মন্ত্রচেতনা হতেই দেবতার জন্ম। তাই দেবতা শিশু, মন্ত্রচেতনা মাতা। এখানে বাৎসল্যের স্ফূর্তি ; অন্যত্র আছে সন্তানভাব।

[ বৎস :: under 'veal']

হৃদয়ের সুধার সঞ্চয় দেবতার তৃষ্ণা মেটালো, আমার আনন্দ তাঁর হল, জাগল চিদাকাশের অনিবাধ বৈপুল্য—অবন্ধ্য প্রাণের উচ্ছ্বাসে টলমল। অসীম তিনি, কিন্তু আমার চেতনায় ধরা দিলেন ছোট্ট শিশুর মতন। আমার অতন্দ্র একাগ্রভাবনা মায়ের উদ্বেলিত সোহাগে যেন তাঁকে ঘিরে রয়েছে অনুক্ষণ :

আমার অতন্দ্র মন্ত্রচেতনা সোমরসিক ব্যাপ্তিদেবকে

লেহন করছে—যিনি প্রাণোচ্ছলতার অধীশ্বর :

লেহন করছে সে ইন্দ্রকে—বৎসকে যেমন করে মায়েরা।।

৬

'স মন্দস্বা হ্য্ অন্ধসো

রাধসে তন্বা মহে।

ন স্তোতারং নিদে করঃ।।

**রাধসে**— ['মহে রাধসে' তু. ইন্দবঃ— ... ত্বা মন্দন্তু মহে চিত্রায় রাধসে (ইন্দ্র) ১।১৩৯।৬ ; এই ঋক্ = ৬।৪৫।২৭ (ঋষি শংযু বার্হস্পত্য) ; স্তুতশ্চ যাস্ত্বা বর্ধন্তি মহে রাধসে নৃম্ণায় (ইন্দ্র) ৮।২।২৯ ; আ বৃবস্ব মহামহ মহে নৃতম রাধসে (ইন্দ্র) ৮।২৪।১০ ; ইহ ত্বা গো-পরীণস্য মহে মন্দন্তু রাধসে ৮।৪৫।২৪ (ইন্দ্র) ; 'মহঃ রাধসঃ'—তু. 'ঈশানাং রাধসো মহঃ (পূষা) ৬।৫৫।২ ; মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ (ইন্দ্র) ৭।২৮।৫; ২৯।৫, ৩১।৫, বিভূতিং রাধসো মহঃ ৮।৫০।৬ ; (ইন্দ্র) ;ত্বং হি বাধস্পতে রাধসো মহঃ (ইন্দ্র) ৮।৬১।১৪ ; প্রযন্তা রাধসো মহঃ (সোম) ৯।৪৬।৫; ভব মঘবা রাধসো মহঃ (সোম) ৯।৮১।৩; ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ ১০।১৪০।৫। নিঘ. 'ধন' (২।১০); অর্থাৎ লক্ষ্য। যাস্কের ব্যাখ্যা 'রাধ্নবন্তি অনেন' (৪।৪)। < রাধ্ || ঋধ্ (সংসিদ্ধ হওয়া, সিদ্ধিলাভ করা)। তু. বৌদ্ধসাধনায় 'ঋদ্ধি' ; যোগে 'বিভূতি' (দ্র. ৮।৫০।৬)। উদ্ধরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, 'মহারাধঃ'-এর সঙ্গে ইন্দ্রের যোগই বেশী। ইন্দ্র 'ব্রহ্মবাহঃ', তাই ] ঋদ্ধির তরে; অমৃত জ্যোতিকে জীবনে সিদ্ধ করবে বলে।

**তন্বা**— তু. কন্যেব তন্বা শাশদানা ১।১২৩।১০ ; তন্বা জর্ভুরাণঃ ২।১০।৪ ; ইত্যাদি। 'তনু' শরীর ও স্বরূপ দুইই বোঝায়—'আত্মার' মত। অর্থাৎ ঋষির দৃষ্টিতে জড় ও চৈতন্যে ভেদ নাই। ভেদ এসেছে সাংখ্যের

বিবেকে। দুয়ে ভেদ নাই বলেই বেদে এবং তন্ত্রে দ্রব্যযজ্ঞ বা দ্রব্যগুণ দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি লাভের কথা আছে। তু. যমের উক্তি : 'অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ (কঠ. উ. ১।২।১০)। এখানে শব্দটির প্রয়োগ ক্রিয়াবিশেষণের মত ] শরীর দিয়ে ; আপনা হতে। ইন্দ্রের তনুর উল্লাস সঞ্চারিত হবে আমার তনুতে ; সামরস্যের তাই রহস্য।

**ন নিদে করঃ**— দুটি অর্থ হতে পারে : (১) নিন্দিত করো না, লজ্জা দিও না লোকের কাছে ; (২) 'নাস্তিক্যবুদ্ধি এনে দিও না'। যারা 'দেবনিদ্', তারা নাস্তিক, দেবতাকে তারা অস্বীকার করে। তু. ১।৪।৫ ; ১।২৪।৪ ; ১।১২৯।৬ ইত্যাদি।

আমার গভীরে রয়েছে যে ভোগবতীর গুপ্তধারা, তোমার তনুর অণুতে-অণুতে তা সঞ্চার করুক চিন্ময় উন্মাদনা—আবার বিবশ তনুতে জাগুক তার বিদ্যুৎ ঝঙ্কার। দেবতা, এই সামরস্যই তো তোমার মহাবিভূতি, আমার পরম ঋদ্ধি। এ-হৃদয়ের তন্ত্রে-তন্ত্রে তোমারই সুর : আমার ভালবাসার গৌরবকে লজ্জিত করো না—এক মুহূর্তের তরেও নিরাকৃতির মূঢ়তা এনো না আমার মাঝে :

তুমি মাতাল হও তবে ভোগবতীর ধারায়

এই তনুতে—আন ঋদ্ধির বৈপুল্য।

তোমার সুরশিল্পীকে নিন্দার ভাগী করো না।।

৭

বয়ম্ ইন্দ্র ত্বায়বো

হবিষ্মন্তো জরামহে

উত ত্বম্ অস্ময়ুর্ বসো।।

**ত্বায়বঃ—** [ ত্বা (তোমাকে) + য (ইচ্ছার্থে) + উ, ১-ব ] তোমাকে চাই আমরা।

**জরামহে—** [ √ জ্ ‖ গৃ (গান গাওয়া) + লট মহে ] বোধনসঙ্গীত গাই।

**অস্ময়ুঃ—** [ অস্ম (আমাদেরকে) + য + উ ] আমাদের চাও তুমি। একাঙ্গী ভালবাসা নয় তোমার আর আমাদের মধ্যে।

**বসো—** [ নিঘ.। 'রশ্মি' (১।৫), 'ধন' (২।১০)। দৈবতকাণ্ডে 'বসবঃ' ; ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন : 'বসবো যৎ বিবসতে সর্বম অগ্নি র্বসুভিঃ বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ ; ইন্দ্রো বসুভিঃ বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ মধ্যস্থানাঃ ; বসবো আদিত্যরশ্ময়ঃ বিবাসনাৎ , তস্মাদ্ দ্যুস্থানাঃ (১২।৪১)'। আলো দেওয়া আর আচ্ছাদন করা দুটি অর্থ একসঙ্গে মিশে গেছে। 'বসু' সুতরাং দেবতাদের সাধারণ নাম, যদিও বিশেষ করে আটজন বসুর উল্লেখও আছে। এমনও বলা যেতে পারে, একই দেবতা পৃথিবীতে 'বসু', অন্তরিক্ষে 'রুদ্র' এবং দ্যুলোকে 'আদিত্য': বাক সবার সঙ্গে বিচরণ করছেন। < বস্ (আলো দেওয়া ; তু. 'বসিষ্ঠ' A.V. বহিশ্‌ত > বেহেস্ত ; Lat. aurora < urere ‖ usere 'to burn' < base us, eus, aus, 'burn, glow', in Lat ausoza 'dawn' Gk. heus < euso 'singe'; OHG. usil-var 'yellow' (flame-colour), O.E. ysle 'Glowing ash'; also cp. Vesuvius) ; তাইতে নিঘন্টুর দুটি অর্থ মিলিয়ে 'জ্যোতিঃ সম্পদ, জ্যোতির্লক্ষ্য' ] আলোর দেবতা, জ্যোতির্ময়।

বজ্রসত্ত্ব, তোমারই তরে উতলা আমরা,—সবকিছু তোমায় দেব বলে বসে আছি তোমার বোধনগান কণ্ঠে নিয়ে।...আর তুমি! তুমিও যে ব্যাকুল আমাদের তরে, ওগো জ্যোতির্ময় :

আমরা যে হে মহেশ্বর, তোমাকেই চাই—

আহুতির উপচার নিয়ে গাই তোমার বোধনগান :

আবার তুমিও যে আমাদের চাও, হে জ্যোতির্ময়।।

৮

মাহহরে অস্মদ্ বি মুমুচো

হরিপ্রিয়া র্বাঙ্ যাহি

ইন্দ্র স্বধাবো মৎস্বেহ।।

**অস্মদ্ আরে**— আমাদের থেকে দূরে।

**মা বি মুমুচঃ**— বিমুক্ত করো না, রথ থেকে খুলে নিও না (বাহন দুটিকে)।

**হরিপ্রিয়**— জ্যোতির্বাহন দুটি তোমার প্রিয়, হে দেবতা।

**স্বধাবঃ**— [ = স্বধা + বস্ (অস্ত্যর্থে)। 'স্বধা'—তু. ক্ব স্যা বো মরুতঃ স্বধাসিদ্ যন্মামেকং সমাধত্তাহিহত্যে (ইন্দ্রের উক্তি) ১।১৬৫।৬ ; অনু স্বধা যমুপ্যতে ১।১৭৬।২ ; অনু স্বধামিতা দশ্মম্ ঈয়তে ৫।৩৪।১ ; আরাদ্ উপ স্বধা গহি (ইন্দ্র) ৮।৩২।৬ ; স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ, তত্র মামামৃতং কৃধি ৯।১১৩।১০ ; স্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ১০।১২৯।৫। নিঘ. 'উদক' (১।১২), 'অন্ন' (২।৭); 'দ্যাবাপৃথিবী'

(৩।৩০)। আসল অর্থ হল 'আপনাতে আপনি থাকা', 'স্বপ্রতিষ্ঠা' 'আত্মশক্তি'। উদ্ধরণগুলিতে 'স্বভাব' অর্থও আসছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা আনন্দ আছে, তাইতে দেবতারা 'স্বধয়া মদন্তি'। নাসদীয় সূক্তে দেখা যাচ্ছে 'স্বধা' প্রতিষ্ঠাভূমি ১০।১২৯।৫। বিশ্বের দুটি মেরুকে তাই নিঘন্টুকার বলছেন 'স্বধা' ; জীবের বেলায় অন্ন আর প্রাণও তাই। অমৃতসূক্তে 'স্বধা' স্বারাজ্যের তৃপ্তি. ৯।১১৩।১০ ] স্বপ্রতিষ্ঠ।

বজ্র আর বিদ্যুতে বাহিত আলোর রথে ছুটে আস তুমি— এই তো তোমার লীলা। সে-বজ্র গর্জে উঠুক, সে-বিদ্যুৎ ঝলসাক্ আমাদের মাঝে, হে মহেশ্বরঃ দূরে রেখোনা, তাদের নিয়ে এসো এইখানে। আমার মাঝে এই-যে সুধার সায়র,—সে তোমায় মাতাল করুক, হে দেবতা।··· তবু জানি, তুমি আপনাতে আপনি অটল,— কে তোমায় মাতাল করবে, বজ্রধর :

আমাদের থেকে দূরে খুলে দিও না বাহনদের—

তাদের তুমি ভালবাস। এইখানে নেমে এস।

মহেশ্বর, স্বধায় অটল! মাতাল হও এই আধারে।।

৯

অর্বাঞ্চং ত্বা সুখে রথে

বহতাম্ ইন্দ্র কেশিনা

ঘৃতস্নূ বর্হির্ আসদে।।

**সুখে রথে**— রথ আধারশক্তি, বাহন প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তি, দেবতা চিৎশক্তি। তিনি যখন জগন্নাথ, তখন এই বিশ্বই তাঁর রথ ; তিনি যখন জীবে অধিষ্ঠিত, তখন এই দেহই তাঁর রথ [ তু. কঠ.উপ.]। সাধকের প্রযত্নশৈথিল্য ও অনবদ্যসমাপত্তিতে দুইই এক হয়ে যেতে পারে [দ্র. যোগসূত্র ]। যেমন বিশ্বে, তেমনি এই যোগতনুতে দেবতা সুখাসীন তু. ১।১৬।২।

**কেশিনা**— [ = কেশিনৌ। তু. ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে ১।১৬৪।৪৪ ; ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনঃ ৮।১।২৪ ; যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী ১।১০।৩ ; ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভির্ ঘৃতস্নুবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব ৩।৬।৬ ; ইন্দ্রমিৎ কেশিনা হরী ৮।১৪।১২; ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা ৮।১৭।২ ; উভা রজী ন কেশিনা ১০।১০৫।২; তমগ্রুবঃ কেশিনীঃ সং হি রেভিরে ১।১৪০।৮ ; আ বাম্ ঋতায় কেশিনীরনূষত ১।১৫১।৬ ; হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ ১।১৬।৪ ; অতস্ত্বা গীর্ভি দ্যুগদ্ইন্দ্র কেশিভিঃ আ বিবাসতি ৮।৯৭।৪ ; সারথিরস্য কেশী ১০।১০২।৬ ; কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী, কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশ্যে, কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ১০।১৩৬।১; কেশী কেতস্য বিদ্বান্ ৬ ; কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণাপিবৎ সহ ৭। ঘোড়ার কেশর আছে, সুতরাং ইন্দ্রের বাহনকে কেশী বলে বর্ণনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অগ্নিশিখার সঙ্গে কেশের তুলনায় ১।১৪০।৮ ; ১।১৫১।৬ ; কেশ হয়ে যাচ্ছে শক্তির প্রতীক। এক জায়গায় বোধনগীতকেও কেশী বলা হচ্ছে ৮।৯৭।৪। আর মুনিসূক্তে জটাধারী মুনি 'কেশী' ; এই লক্ষণ দিয়েই তাঁর ঐশ্বর্যের বর্ণনা করা হয়েছে। মুনির পিঙ্গল কেশ নিশ্চয় অগ্নি-শিখার মতন। অতএব ইন্দ্রের বাহনকে কেশী বলা নিছক স্বভাববর্ণনা নয়। আগুনের হল্কার মত কেশর উড়িয়ে ঘোড়া

দুটি ছুটে আসছে—এ-ছবিতে বীর্যের পরিচয় আছে ] কেশযুক্ত, শিখাযুক্ত।

ঘৃতস্নু— [ 'শ্রমযুক্ত জল প্রস্রবণ যুক্তৌ' (সা)। তু. হিরণ্যত্বচ্ মধুবর্ণো ঘুতস্নুঃ পৃক্ষঃ ৫।৭৭।৩; হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবঃ (সোম) ৯।৮৬।৪৫; অগ্নে ঘৃতস্নুস্ত্রি ঋতানি দীদ্যৎ ১০।১২২।৬ ; যো যো দেবা ঘৃতস্নুনা হব্যেন প্রতিভূষতি ৬।৫২।৮ ; ইমা ধানা ঘৃতস্নুবঃ ১।১৬।২ ; কেশিনা ঘৃতস্নুবা রোহিতা ৩।৬।৬ ; অত্যা বৃধস্নূ রোহিতা ঘৃতস্নূ (অগ্নির) ৪।২।৩ ; যজামহে বাং ঘৃতৈ র্ঘৃতস্নূ (মিত্রাবরুণ) ১।১৫৬।১; ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে ১০।১২।৪; ইমা গির আদিত্যেভ্যো। ঘৃতস্নূঃ জুহোমি ২।২৭।১ ; তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে (অগ্নি) ৫।২৬।২ ; আবার তু. 'ঘৃতস্নাঃ'—তব ত্যে অগ্নে হরিতো ঘৃতস্নাঃ ৪।৬।৯; উত বায়ো ঘৃতস্নাঃ ৬।৪৬।২৮। তা ছাড়া 'বধস্ন' ১।১৬৫।৬ ; ৫।৪১।১৩ ; ৭।৬।৫ ; ৯।৯৭।১৫ এবং 'বধস্নু' ৯।৫২।৩ দুটি রূপই পাওয়া যায়। √ স্না আর √স্নু—দুটির অর্থ কাছাকাছি হওয়া অসম্ভব নয়। যাস্কের মতে 'ঘৃতস্নূঃ ঘৃতপ্রস্রাবিণ্যঃ, ঘৃতসারিণ্যঃ, ঘৃতশালিন্য ইতি বা' ১২।৩৬ ; তার মতে √ সন্ হতেও ব্যুৎপত্তি সম্ভাবিত। (তু. 'স্নু' = সানু ৪।২৮।২; ৪।২৭।৪; ৮।৭।৭...) বস্তুত√ 'স্নু' র একক প্রয়োগ কিন্তু চোখে পড়ছে না সংহিতায়। 'ঘৃত-স্নু' এবং ঘৃত-পৃষ্ঠ দুয়েরই প্রথম পদ উদাত্ত (শুধু ১।১৬।২ আর ৩।৬।৬এ নয়)। সুতরাং 'ঘৃতস্নু' = 'ঘৃত-পৃষ্ঠ' হওয়া খুবই সম্ভব। দুটিরই অর্থ হচ্ছে যার 'সানু' বা 'পৃষ্ঠ-বংশ' 'ঘৃত' কি না দীপ্ত (ঘৃত < √ ঘৃ (গরম হওয়া, গরম করা) তু. Gk. thermos 'warm', Lat formus 'warm', OE, wearm, OHG warm, O. Prussian garme 'heat' < base gW hor-m, gWherm হিন্দী ঘাম 'রোদ')। পৃষ্ঠবংশের দীপ্তিকে তন্ত্রে বলা হয়েছে

সুষুম্ণমার্গে কুণ্ডলিনীর দীপনী। উদ্ধরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, শুধু বাহনেরা নয়, অগ্নি, মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী এঁরাও 'ঘৃতস্নু'; এমনকি বোধনবাণীও 'ঘৃতস্নু'। ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। ইন্দ্রের বাহনেরা দেবতাকে সাধকের সত্তায় নিয়ে আসে যখন, তখন তার সুষুম্ণা পথ দিয়ে আগুন ছোটে। সাধক নিজেই তখন বাহন—যেমন সে নিজেই রথ, নিজেই দেবতা। ] দীপ্তপৃষ্ঠ।

**আসদে**— [ আ + √ সদ্ (বসা) + এ (তুমর্থে) ] বসবার জন্য।

বজ্রসত্ত্ব, এই চিত্রার্পিতবৎ বিশ্বভুবন তোমার রথ—অনন্তসমাপন্ন প্রশান্ত চেতনায় অনায়াস, সুখময়। তাতে জোড়া হয়েছে তোমার জ্যোতির্বাহন দুটি—অগ্নিবীর্যের উদ্দাম শিখা তাদের কেশরে, মেরুতন্ত্রে সর্পিল বিদ্যুৎ। এই-যে এষণাতীক্ষ্ম প্রাণের আসন বিছানো আমার আকাশে ;তারা তোমায় নিয়ে আসুক,— এইখানে তুমি আসীন হবে :

এইখানে তোমায় সুখের রথে

বয়ে আনুক। হে ইন্দ্র, কেশরী তোমার বাহন দুটি

দীপ্ত পৃষ্ঠ—আমার প্রাণের আসনে বসবে বলে।।

# গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
## দ্বিচত্বারিংশ সূক্ত

সোমপানের জন্য আবাহন। সোমের সঙ্গে আছে বাণীর দীপনী, সুরের ঝঙ্কার। এ সোম 'যবাশির', 'গবাশির' 'বর্হিষ্ঠাঃ'। দেবতাকে সে তৃপ্ত করুক—যিনি প্রত্ন, দুর্ধর্ষ এবং ধনঞ্জয়।

১

উপ নঃ সুতম্ আগহি

সোমম্ ইন্দ্র গবাশিরম্
হরিভ্যাং যস্ তে অস্ময়ুঃ।।

**গবাশিরম্**— [ দ্র. ৩।৩২।২। 'আশীর্ আশ্রয়ণাদ্‌বা আশ্রপণাদ বা' (নি. ৬।৮)। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় 'ত্রি-আশিরঃ', ৫।২৭।৫, 'রসাশিরঃ' ৩।৪৮।১। <√ শ্রী (মেশানো)] শুদ্ধসত্ত্বময়।

**হরিভ্যাং যস্ তে**— = হরিভ্যাম্ (আগহি), যঃ (ত্বম্) অস্ময়ুঃ।

মহেশ্বর, এই-যে হৃদয় নিঙড়ে রসের পেয়ালা পূর্ণ করে রেখেছি তোমার তরে, শুদ্ধসত্ত্বের শুভ্রতায় নিষিক্ত এ-ধারা। তুমি এসো তোমার বজ্র ও বিদ্যুৎ বাহিত আনন্দ-রথে, এ-ধারায় তোমার তৃষ্ণা মেটাও। তুমি যে আমাদের চাও, হে দেবতা :

এসো আমাদের হৃদয়ছেঁচা

সুধার কাছে, মহেশ্বর। এ যে আলোমাখানো!

তোমার দুটি জ্যোতির্বাহন নিয়ে এসো—যে তুমি আমাদের চাও।।

২

তম্ ইন্দ্র মদম্ আ গহি

বর্হিষ্ঠাং গ্রাবভিঃ সুতম্

কুরিন্ = স্ব = অস্য তৃপ্নবঃ।।

**বর্হিষ্ঠাম্**— [ অনন্য প্রয়োগ। তু. ইন্দরঃ...বর্হিষদ ৯।৬৮।১। আসলে সোমলতা কিনে গাড়িতে করে এনে ঐষ্টিক বেদির পুব দিকে আহবনীয়ের পাশে কাঠের আসনে রাখা হয়। সোম ছেঁচবার সময়ও 'উপরবে'র উপর কাঠের পিঁড়ি চাপিয়ে তার পরে গরুর চামড়া বিছিয়ে তাকে ছেঁচতে হয়। এইজন্য সোমের এক বিশেষণ 'দ্রুষদ্' (৯।৭২।৫ ; ১০।১১৫।৩ ; অগ্নিকেও একবার বলা হয়েছে 'দ্রুষদ্বা' ৬।৩।৫)। সুতরাং কুশের উপর সোম রাখার কথাটা এখানে রূপক অর্থে নিতে হবে। নিঘন্টুতে বর্হিঃ 'উদক', (১।১২) একথা মনে রাখলে এখানে 'বর্হিঃ' প্রাণস্রোতের বাহন বা নাড়ী বোঝাতে পারে। 'বর্হি'র একটা মুখ্য অর্থ যদি হয় 'অগ্নি' তাহলে 'বর্হিষ্ঠা' বিশেষণে অগ্নিষোমের মিলন বোঝাচ্ছে। **তন্ত্রের ভাষায় বর্হিকে তখন বলতে পারি অগ্নিনাড়ী বা সুষুম্ণা নাড়ী**। রসের ধারা উজান বইছে তার ভিতর দিয়ে। তাই সোম 'বর্হিষ্ঠাঃ'] প্রাণাগ্নিতে স্থিত, সুষুম্ণাসঞ্চারী।

গ্রাবভিঃ— [সোমমণ্ডলে শব্দটির মাত্র চারটি প্রয়োগ। নিঘন্টুতে 'মেঘ' (১।১০). যাস্ক বলেন, 'মেঘ' ও 'পর্বত' দুইই (আ উপর উপল ইত্যেতাভ্যাং সাধারণানি পর্বতনামভিঃ ২।২২ )। ইন্দ্রের বজ্র মেঘকে বিদীর্ণ করে' বার করে জল আর বিদ্যুৎ, পাষাণ বিদীর্ণ করে' আলো আর প্রাণের ধারা। মেঘ অন্তরিক্ষের, পর্বত পৃথিবীর। দুইই তমোবৃত্তি। কিন্তু মেঘের চাইতে পাথর আরও নিরেট। সোম ছেঁচতে তাকেই দরকার—অক্লিষ্ট তমোবৃত্তিরূপে। দৈবতকাণ্ডে আছে 'গ্রাবাণঃ'; যাস্ক বলছেন, 'গ্রাবাণো হন্তে র্বা, গৃহ্নাতে র্বা (দুর্গ পড়ছেন 'গৃণাতে' র্বা) তু. Lat. Gravis, 'heavy, grave,' < Aryan base, gwer, gwr, Scrt. guru heavy, honourable; Gk. barus 'heavy' || Lat. brutus, 'heavy stupid' (cp. Eng. brute); Goth. Kaurus, 'heavy'। সাংখ্যে 'গুরুরাবরকং তমঃ'। ] পাষাণ-নিথর সঙ্কল্প দিয়ে। দ্র. ৩।১।১ 'অদ্রিম্'।

কুরিৎ— [ নিঘন্টু 'বহু' (৩।১); Macdonell 'I wonder'। তু. 'স্বিদ্' 'ক' || ক্বিদ্; হিন্দি 'ক্যা' ] প্রশ্নার্থক অব্যয়।

তৃপ্নবঃ— [ √ তৃপ্ (তৃপ্ত হওয়া) + লেট্ অস্ ] খুসী হবে (কি ?)।

বজ্রসত্ত্ব, এই-যে পাষাণনিথর সঙ্কল্পের নিষ্পেষণে অগ্নিষ্বাত্ত রসের ধারাকে আজ উজান বইয়েছি—আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে তার উন্মাদনা। হে দেবতা, তুমি এসো : এ-সুধারসে কি তোমার তৃষ্ণা মিটবে না? তোমারই তরে যে আমার অমন করে উথলে ওঠা :

বজ্রসত্ত্ব, এসো ঐ উন্মাদন

'বর্হি'-নিহিত সুধার ধারায়—স্থির সঙ্কল্পের পাষাণ দিয়ে যা নিঙ্ড়ে দেওয়া।

তুমি কি আজ এতে তৃপ্ত হবে না?

৩

ইন্দ্রম্ ইত্থা গিরো মমা-
হচ্ছা=গুর্ ইষিতা ইতঃ।
আবৃতে সোমপীতয়ে।।

**ইন্দ্রম্ অচ্ছ অগুঃ**— ইন্দ্রের পানে ছুটল (আমার বোধনবাণীরা)।

**ইষিতাঃ**— প্রেরিত হয়ে।

**আবৃতে**— [ আ √ বৃৎ (মোড় ফেরানো ; তু. Lat. Vertere 'to turn' < base wert ; Gk. rhatane for wrat- < Wrt 'a stirrer, ladle' ; O. Slav. Vruteti 'to turn, twist' OHG. Werdan, OE. weaor 'turnout, become, happen') + এ (তুমর্থে) ] আমার পানে তাঁর মন ফেরাতে।

এ-হৃদয় উথলে উঠেছে তাঁর পানে। তাইতো এর ব্যাকুল এষণা আলোর ছন্দে জাগাল গান—অশ্রান্ত অভিসারে সে-গান চলল তাঁরই অকূলপানে। আমি যে চাই, তাঁকে টেনে আনতে চাই এই হৃদয়ের কূলে—যেখানে তাঁরই তৃষার্ত বাসনার তৃপ্তির তরে বয়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ধারা :

এমনি করেই বোধনগীতিরা আমার ইন্দ্রের
পানে ছুটল—প্রেষণা পেয়ে এইখানকার,
জ্যোছনাসুধা পানের তরে তাঁকে টেনে আনবে বলে।।

৪

ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে

স্তোমৈর্ ইহ হবামহে

উক্থেভিঃ ; কুবিদ্ আগমৎ।।

**স্তোমৈঃ উক্থেভিঃ**— তু. 'রাবন্ধি স্তোমেষু উক্থেষু' ৪১।৪।

এইখানে—এই আধারে বজ্রসত্ত্বকে করি আবাহন—হৃদয় হতে উপচে-ওঠা সুরের লীলায়, বাণীর ছন্দে। এই-যে জ্যোছ্নার আসবে পূর্ণ তাঁর পানপাত্র।··· দুরু-দুরু বুকে আবার ভাবি : তিনি কি আসবেন না?

বজ্রসত্ত্বকে জ্যোছ্না সুধাপানের তরে

সুরের লীলায় এই আধারে করি আবাহন —

আবাহন করি মন্ত্রমালায় ; তিনি কি আসবেন না ?

৫

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে ;

তান্ দধিষ্ব, শতক্রতো,

জঠরে, বাজিনীবসো।।

**জঠরে দধিষ্ব** — [ দ্র. ৩।৩৫।৬ ]।

**শতক্রতু**— [ 'শত' নিঘন্টুতে 'বহু' (৩।১) যাস্ক বলেন 'দশদশতঃ' (৩।১০); cp. Lat. Centum < Aryan K'mtom' 'Group of ten' ; Gk. (he-) Katon 'one hundred' ; O. Slav. seto ; Lith. Szimta O. Irish cet; Welsh cant ; O.E. hund, OHG. hunterit Goth. taihuute-huntt 'decade of tens' (cp. যাস্ক)। শম্বর অবিদ্যার আর এক নাম—শ্নকে আবৃত করে' আছে বলে। আধারে তার নিরানব্বইটি 'পুর' বা খুঁটি আছে। প্রত্যেকটি পুরকে বিদীর্ণ করে' আলো ফোটানো ইন্দ্রের এক-একটি 'ক্রতু'। 'ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্' ৭।৯৯।৫; তু. ১।৫৪।৬ ; ২।১৯।৬; ৩।১২।৬; (নবতিং পুরো দাসপত্নীঃ, ছন্দের অনুরোধে 'নব' বাদ গেছে) ; ৪।২৬।৩; ৫।২৯।৬; ৬।৪৭।২; ৮।৯৩।২; ৯।৬১।১; ১০।৪৯।৮ (এই মণ্ডলে ৯৯টি দিব্যশক্তির কথা আছে)। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক মণ্ডলে এই ব্যাপারটির উল্লেখ আছে। ৯৯টি পুর বিদীর্ণ করে ইন্দ্র যখন পৌছন 'শম্' এ, তখন তিনি শতক্রতু। দেবতার সংখ্যা ৩৩ (ত্রয়স্ত্রিং শতম্ আবহ ১।৪৫।২। প্রত্যেক লোকে বা ভূমিতে ৩৩ করে ধরলে তিনলোকে ৯৯। প্রতিকূল বৃত্রশক্তিও ৯৯। দ্র. কতি দেবীর? বৃহদা. উ ] মহামহেশ্বর।

**বাজিনীবসো**—[নিঘন্টুতে 'বাজিনী' উষার নাম (১।৮); তাঁর মধ্যে আছে তিমির বিদার বজ্রশক্তি। এই বজ্রশক্তিই আবার 'ওজোধাতু'। যে ওজস্বী, যে ব্রহ্মচারী, সেই উষাকে পায়' (উষার 'বাজিনী' নাম ৩।৬।১; ৩।৬১।১; সরস্বতীও বাজিনী ৬।৬১।৬)। তারপর, উষার আলো বা প্রাতিভসংবিৎও হয়ে গেছে 'বাজিনী'। তখন উষা হয়ে গেছেন 'বাজিনীবতী'। ] উষার আলোই যাঁর আলো ; উষার আলো ফোটান যিনি, প্রাতিভজ্ঞানের উন্মেষক।

বজ্রসত্ত্ব, উষার কমলদ্যুতির উন্মেষে আধারে তোমার আবির্ভাবের সূচনা; আর অবন্ধ্য সিসৃক্ষার বেগে আঁধারের চরম বাধাকে বিদীর্ণ করে' তুরীয় ভূমিতে তোমার পরম প্রকাশ। এই-যে জ্যোছনার কলায়-কলায় নিজেকে করেছি তোমার পানে উন্মীলিত ; মহেশ্বর, তোমার অগ্নিবীর্যের সঙ্গে মেলাও আমার ইন্দুসুধা :

বজ্রসত্ত্ব, চন্দ্রকলাদের নিঙড়ে রেখেছি এই-যে ;

তাদের নিহিত কর, 'শতক্রতু',

তোমার মণিপুরে, বজ্রযোগিনীর আলোয় ঝলমল হে দেবতা!

৬

বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়ং

বাজেষু দধৃষং কবে

অধা তে সুম্নম্ ঈমহে।।

**ধনঞ্জয়ম্**— [ তু. ধনঞ্জয়ো রণেরণে ১।৭৪।৩ (অগ্নি); ৬।১৬।১৫ (অগ্নি) ; বিদ্মা হি তা ধনঞ্জয়ম্ ইন্দ্র ৮।৪৫।১৩ ; সং পবস্ব ধনঞ্জয় ৯।৪৬।৫ (সোম); ধনঞ্জয় পবতে কৃত্ব্যো রসঃ (সোম) ৯।৮৪।৫। < ধন্ (দৌড়ানো : তু. ধনয়ন্নস্যধীতিম্ ১।৭১।৩; তু. বিদ্যুন্নাসো ধনয়ন্তে অদ্রিম্ ১।৮৮।৩; নিযুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্য চিদ্ ধনয়ন্ত পারে ১।১৬৭।২); সুতরাং 'ধন' যার পেছনে মানুষ ছোটে, লক্ষ্য। নিঘন্টুতে ধনের নামে এইগুলির উল্লেখ করা হয়েছে : মঘং, বেদঃ, বরিষঃ, রত্নং, ক্ষত্রং, দ্যুম্নং, রয়িঃ, বসু, ব্রহ্ম, স্রবঃ ইত্যাদি। আর্য

সাধনার লক্ষ্য সম্বন্ধে এ হতে একটা আভাস পাওয়া যায়। উদ্ধরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম ঋগ্বেদের এই তিনটি মুখ্য দেবতাই 'ধনঞ্জয়'। বিশেষণটি যে সার্থক অতএব বহুস্মৃত, তা মহাভারতে অর্জুনের ধনঞ্জয় নাম হতে বোঝা যায়। ] লক্ষ্যকে বা আলোর সম্পদকে জয় করে আনেন যিনি।

**বাজেষু—** [ নিঘন্টুতে বাজঃ 'অন্ন' (২।৭), 'সংগ্রাম' (২।১৭); অশ্বের এক নাম 'বাজী' (১।১৪; যাস্কের ব্যাখ্যা 'বাজী বেজনবান' ২।২৮); তিনটি ঋভুর একজন 'বাজঃ' (নি ১১।১৭); উষা 'বাজিনী' (নিঘ.১।১৮)। <√ বজ্ (সমর্থ হওয়া, শক্তি প্রকাশ করা) তু. Lat. Vegere, to be active, Eng Vigor Q.V.|| 'ওজঃ' চরম ধাতু। তু. 'বজ্র' ইন্দ্রের তিমির-বিদার শক্তি ; 'উগ্র' ভয়ঙ্কর। সাধনায় ওজস্বিতার প্রয়োজন; তাই 'বাজঃ' সংগ্রাম এবং আদি সাধনসম্পদ। তু. নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ] সাধনসমরে, বীর্যের সাধনায়।

**দধৃষম্—** [অনুরূপ শব্দ : 'দধৃষি', 'দধৃষ্বন্' 'দধৃষ্বাণ'। তু. দধৃক্ স্তোমৈর্মনামহে ৫।৬৬।৩ ; পিবা দধৃগ্ যথোচিষে (ইন্দ্র) ৮।৮২।২, দধৃগ বিধক্ষ্যন্ (অগ্নি) ১০।১৬।৩। < √ ধৃষ্ (ধর্ষণ করা, পরাভূত করা, ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া ] ধর্ষক, অধৃষ্য। অথচ তিনি 'কবি'। অন্তরিক্ষের কুরুক্ষেত্রকে ছাপিয়ে ফোটে দ্যুলোকের প্রসন্নতা।

**সুম্নম্—** [ নিঘন্টুতে 'সুখ' (৩।১৬)। < সু (উপসর্গ) + ম্ন (তু. 'নিম্ন'), যা সুষম, সহজ, অনায়াস ; অথবা < √ সু (নিংড়ানো) + ম্ন || 'সোম' <√ সু + ম। এই শেষের ব্যুৎপত্তিই সম্ভাবিত। এই হতেই 'সুষুম্ণ' (রুদ্র ৬।৪৯।১০; ইন্দ্র ১০।১০৪।৫; 'সুষুম্না ইষিতত্বতা যজামসি : এখানে সাধনসম্পদ্ ১০।১৩২।২; 'দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্না সিন্ধুবাহসা'—এখানে উজানস্রোতের উল্লেখ সুস্পষ্ট ৫।৭৫।২; দ্যাবাপৃথিবী ৬।৫০।৩; সূর্যরশ্মি (বাঃসঃ ১৮।৪০)। আবার 'সুষোমা'

একটি নদীর নাম ; নদী নাড়ীর প্রতীক (দ্র. অয়ং তে শর্যণাবতি [=মূলাধারে] 'সুষোমায়াম্ অধি প্রিয়ঃ, আর্জীকিয়ে [=ব্রহ্মরন্ধ্রে] মদিন্তমঃ ৮।৬৪।১১; ১০।৭৫।৫; নদীর নাম; সুষোমে শর্যণাবতি আর্জীকে পস্ত্যাংতি যযু র্নিচক্রয়া নরঃ [ মরুতেরা ] —নাড়ীর ভিতর দিয়ে প্রাণের গতি ৮।৭।২৯)। দেখা যাচ্ছে 'সুযুম্ন' দেবতার আনন্দময় আবেশ হতে ক্রমে নাড়ীবাহিতা আনন্দধারায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই 'সুম্ন'কে সোমের সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত ] আনন্দধারা। দেবতাকে যখন দিই, তখন তা 'সোম' ; প্রসাদরূপে আমি যখন সম্ভোগ করি তখন 'সুম্ন'।

**ঈমহে—** [ √ঈ || ঈ (য) (চলা) + লট্ মহে ; নিঘন্টুমতে 'যাচঞাকর্ম' ৩।১৯] (আনন্দের পানে) যাই, তাকে চাই।

জানি, তুমি দূরের লক্ষ্যকে ছিনিয়ে আন আঁধারের কবল হতে, বজ্রশক্তির উন্মাদনায় বৃত্রের অধৃষ্য ধর্ষক তুমি। অথচ তুমি কবি—ঝঞ্ঝা-উত্তরণ আদিত্যদীপ্তির প্রসন্নতা। হে দেবতা, এবার আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাও তোমার আনন্দধারার উজানটানে :

জানি যে তোমায় সুদূরের লক্ষ্যজিৎ,—

বজ্রযোগে বৃত্রের ধর্ষক তুমি, হে কবি।

তাই তোমার আনন্দধারাকে চাই।।

৭

ইমম্ ইন্দ্র গবাশিরং

যবাশিরং চ নঃ পিব

আগত্যা বৃষভিঃ সুতম্।।

**যবাশিরম্**— [ দ্র. ৩।৩২।২, ৩।৪২।১। তু. যত্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে ১।১৮৭।৯, ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং…সোমমপিবৎ ২।২২।১; ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ ৮।৯২।৪। < যব + আণশ্রী ; বা যো + আণশ্রী (তু. 'গবাশীঃ') যব <√ যু (যুক্ত হওয়া বা করা, সঙ্গত হওয়া, সমর্থ হওয়া : তু. 'যোঃ' শক্তিবীজ, 'যো-নি', 'যো-ষা' 'যু-বন্', Lat. Juvenis, 'Young' Juvencus' bullock' Lith. Jaunas, O.slav. yunu. 'Young', OHG. Jung. Goth 'juggs', 'young'। সুতরাং 'যব' তারুণ্যের প্রতীক ] যবের ছাতু মেশানো ; তারুণ্যে আপ্লুত। সোম জরানাশক।

**বৃষভিঃ**— [ এই প্রসঙ্গে তু. ৫।৪০।১-৩; যেখানে ইন্দ্র, মরুৎ, সোম, গ্রাবা, মদ সবাই 'বৃষ' ; তাইতে ইন্দ্র 'বৃত্রহন্তম'। 'বৃষন্' <√ বৃষণ্ (বর্ষণ করা, নিষেক করা)] রসনিষেকে সমর্থ পাষাণ দিয়ে ;আত্মবীর্য দিয়ে।

বজ্রসত্ত্ব, এই-যে আমাদের হৃদয়ছেঁচা রসের ধারা—তারুণ্যে টলমল, প্রাতিভদ্যুতির বিচ্ছুরণে ঝলমল : এ-আসবে তোমার তৃষ্ণা মেটাও। এসো দেবতা, আপ্যায়িত ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে নিঙড়ে রেখেছি এই ঊর্ধ্বস্রোতা অমৃতধারা তোমারই তরে :

এই-যে, ইন্দ্র, আলোমাখানো

তারুণ্যে অভিষিক্ত আমাদের রসের ধারা—একে তুমি পান কর

এসে ; পরিপূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে এই-যে নিংড়ে রেখেছি।।

৮

তুভ্যেদ্ ইন্দ্র স্ব ওক্যে

সোমং চোদামি পীতয়ে,—

এষ রারন্তু তে হৃদি।।

**তুভ্য ইৎ**— তোমারই তরে।

**স্বে ওক্যে**— [ তু. জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ (সোম) ৯।৮৬।৪৫, অনুপূর্বাণি ওক্যা ৮।২৫।১৭ ; সোম রারন্ধি নো হৃদি…মর্য ইব স্বওক্যে ১।৯১।১৩; ইন্দ্র ওক্যং দিধিষন্ত ধীতয়ঃ ১।৩২।৫; আনো ন বজ্রিন্ ওক্যং সরঃ ৮।৪৯।৩; তে জানত স্বম্ ওক্যম্ ৮।৭২।১৪; অস্মিন্ ৎসু তে সবনে অস্তু ওক্যম্ ১০।৪৪।৯। দেখা যাচ্ছে 'ওক্য' কোথাও বিশেষণ,—কোথাও বিশেষ্য। যখন বিশেষ্য, তখন অর্থ 'ওকঃ' (ওক ইতি নিবাসনামোচ্যতে. নি. ৩।৩) <√ উচ্ (অভ্যস্ত হওয়া? ; তু. 'উচিত')] স্বধামে। ইন্দ্রের স্বধাম ভ্রূমধ্য—বৃত্রঘাতের আগে, এবং সহস্রার — বৃত্রবধের পরে। তারই পানে তাকে।

**চোদামি**— পাঠিয়ে দিচ্ছি, ধারাকে উজান বওয়াচ্ছি। এ তোমার হৃদয়ে থেকে তোমাকে নন্দিত করুক ( ররন্তু)। হৃদয় হল সৌম্য আনন্দের স্থিরাসন। সেখান থেকে তা উজান বয়ে যাক মূর্ধন্যচেতনার পানে বা

নীচে নেমে আসুক মণিপুরে—তার নীচে নয়। বৌদ্ধ সাধনায় মণিপুরে 'আনন্দ', অনাহতে 'পরমানন্দ', ভ্রূমধ্যে 'বিরমানন্দ' আর সহস্রারে 'সহজানন্দ'। এই সহস্রারই ইন্দ্রের 'স্ব ঔক্য' ; এইখানেই তিনি শতক্রতু।

মহেশ্বর, ভ্রূমধ্যবিন্দুর ওপারে পরমব্যোমে তোমার আপনধাম। আমার অগ্নিষ্বাত্ত আনন্দ-ধারাকে উজান পাঠাই সেইখানে—আমার সকল সম্ভোগ সার্থক হোক তোমার চিন্ময় পরিতর্পণে। এ-ধারা আপনাকে হারাক তোমার হৃদ্য-সমুদ্রে, উথলে তুলুক তার আনন্দ :

তোমারই তরে, হে ইন্দ্র, তোমার আপন ধামে
আমার আনন্দধারাকে পাঠাই—তুমি পান করবে বলে :
এ নন্দিত করুক তোমার হৃদয়ে থেকে।।

৯

ত্বাং সুতস্য পীতয়ে
প্রত্নম্ ইন্দ্র হবামহে
কুশিকাসো অবস্যবঃ।।

প্রত্নম্— [ (তু. প্রত্ন রাজন্, ইষঃ পিন্ব (ইন্দ্র) ৬।৩৯।৫ ; ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন…প্রত্ন রাজন্ ১০।৪।১; প্রত্নো হোতা বিবাসতে বাম্ ১।১১৭।১; প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ (অগ্নিঃ) ২।৭।৬; হোতা

যক্ষাৎপ্রত্নঃ ৬।৬২।৪; প্রত্নঃ...ঈড্য...হোতা (অগ্নি) ৮।১১।১০; পিতৈষ প্রত্নঃ অভিবাযতি ব্রতম্ ৯।৭৩।৩; সং দূতং প্রত্নমিন্ধতে (অগ্নে) ১।৩৬।৪; ৩।৯।৮; ৫।৮।১; প্রত্নং সখ্যম্ ৬।১৮।৫; শবিষ্ঠং প্রত্নম্ (ইন্দ্র) ৬।২২।৭; ৪৫।১১; (অগ্নি) ৮।২৩।২০, ২৫; প্রত্নং হোতারং (অগ্নি) ৮।৪৪।৭; প্রত্নং কাব্যম্ ৯।৬।৮; প্রত্নং পয়ঃ ৯।৪২।৪; প্রত্নমস্য পিতরমা বিবাসতি ৯।৮৬।১৪; দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং (সোম) ৯।১০৭।৫; প্রত্নম্ ঋত্বিজম্ (অগ্নি) ১০।৭।৫; প্রত্নজাতং জ্যোতির্যদস্য (ইন্দ্রস্য) ১০।৫৫।২; (অগ্নি) ১০।৮৮।১৩; প্রত্নস্য ওকস্য ১।৩০।৯; প্রত্নস্য পিতুঃ জন্মনা বদামসি ১।৮৭।৫; প্রত্নস্য রেতসঃ ৩।৩১।১০; প্রত্নস্য ধেনুঃ (দেব বা পিতা) ৩।৫৮।১; আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্, পরো যদিধ্যতে দিবা ৮।৬।৩০; অনু প্রত্নস্য ওকস্য...এবাম্ ৮।৬৯।১৮; প্রত্না আহুতিঃ ১।১০৫।৫; পরানি প্রত্না ত ইন্দ্র শ্রুত্যা ৬।২১।৬; দস্রা প্রত্না (অশ্বিনৌ) ৬।৬২।৫; দ্বারা মতীনাং প্রত্নাঃ ৯।১০।৬; প্রত্নাৎ মানাৎ ( =womb? ) ৯।৭৩।৬; প্রত্নানি সখ্যা শিবানি ১।১০৮।৫; প্রত্নাভিরূতিভিঃ ৮।১৩।২৪; ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্ ৮।৯৫।৫; প্রত্নামনুদ্যুতম্ ৯।৫৪।১; ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১।৬১।২; (অগ্নি) ১০।৯১।১৩;...নঃ পিতর প্রত্নাসঃ ৪।২।১৬; প্রত্নাসঃ ঋষয় ৪।৫০।১; প্রত্নাস ঋতায়বঃ ৫।৮।১; (ইন্দ্রের) প্রত্নাসঃ সখায়ঃ ৬।২১।৫; প্রত্নাস আয়বঃ ৯।২৩।২; প্রত্নাসঃ সোমাঃ ৯।৯৮।১১; রোদসী প্রত্নে মাতরা ৬।১৭।৭; প্রত্নেন যুজ্যেন সখ্যা বজ্রেণ ৬।২১।৭; অহং প্রত্নেন মন্মনা গিরং শুম্ভামি কণ্ববৎ ৮।৬।১১; অগ্নি প্রত্নেন মন্মনা শুম্ভানঃ ৮।৪৪।১২; ইন্দ্রং প্রত্নেন মম্মনা হবামহে ৮।৭৬।৬; এষঃ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ ৯।৩।৯; এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যষ্পরি

ধারয়া পবতে সুতঃ ৯।৪২।২; এষ প্রত্নেন বয়সা পুনানঃ (সোম) ৯।৯৭।৪৭; তব প্রত্নেভিরধ্বভিঃ সহস্রধারঃ (সোম) ৯।৫২।২; প্রত্নেভিঃ রুশদ্ভিঃ (অগ্নির) ১০।৩।৬; তদিদ্ রুদ্রস্য চেততি যহ্বং প্রত্নেষু ধামসু ৮।১৩।২০।) নিঘন্টুমতে 'প্রত্ন' পুরাণ (৩।২৭)। <প্র (তু. Gk. pro-before in place and time) + ত্ন। দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে : প্রাচীন এবং নিত্য। প্রাচীন হলেন 'পিতরঃ' 'ঋষয়ঃ' 'আয়বঃ' 'ঋতায়বঃ'—যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ। আর নিত্য হলেন, অগ্নি ('প্রত্নঃ হোতা', 'প্রত্নঃ দূতঃ', 'প্রত্ন ঋত্বিক্'), ইন্দ্র ('প্রত্নঃ পতিঃ' অথবা শুধুই 'প্রত্ন'), সোম একজায়গায় অশ্বিদ্বয়, একজায়গায় রোদসী। সবার উপরে হলেন 'প্রত্নঃ পিতা'—যিনি বিশ্বের মূলাধার; তাঁরই সঙ্গে সম্পৃক্ত, 'প্রত্নং রেতঃ' আর 'ধেনুঃ', 'প্রত্নং মানম্', 'প্রত্নম্ ওকঃ', 'প্রত্নং জ্যোতিঃ' 'প্রত্না দ্যুৎ', 'প্রত্নং ধাম'। আবার আমাদেরও আছে 'প্রত্না ধীঃ' 'প্রত্নং মন্ম' (প্রণব), 'প্রত্নং বয়' ইত্যাদি নিত্য সাধনসম্পদ্ ; আর আছে দেবতার সঙ্গে 'প্রত্নং সখ্যং' বা 'প্রীত্ পুরানী' (মীরা)। এই থেকে নিত্যলোকের সুন্দর একটি ছবি পাওয়া যায়। ] নিত্য, চিরন্তন, বিশ্বমূল।

**অবস্যবঃ**— [অবস্ + য (চাওয়া বোঝাতে)= √ অবস্য। + উ (কর্তায়)। 'অবস্' <√ অব্ (ধাতুপাঠে তার উনিশটি অর্থ:) নিঘন্টুমতে 'অন্ন'; অর্থাৎ আগাগোড়া এইটিই সাধনাকে বহন বা পোষণ করবে ; সাধনার চরম প্রাপ্তি যে সোম, তাও অন্ন (দ্র. অগস্ত্যের অন্নসূক্ত ১।১৮৭)। √ অব্ থেকে দুটি শব্দ : 'অবঃ' আর 'উতিঃ' ; একটি ক্লীবলিঙ্গ আর একটি স্ত্রীলিঙ্গ—'ব্রহ্ম' আর 'বাকের' মত। একটিতে দেবশক্তির তটস্থ প্রকাশ, আর-একটিতে স্ফুরত্তা। 'অবঃ'কে বলা যেতে পারে আলোর প্রসাদ—যা সবসময় ঘিরে আছে ] প্রসাদকামী।

মহেশ্বর, তুমি চিরন্তন, শতধার বিশ্বনির্ঝরের আদিম উৎস তুমি। নিজেকে নিংড়ে সুধাপাত্র পূর্ণ করে রেখেছি তোমার তরে : ডাকছি তোমায়, তুমি এসো। আর-কিছু চাই না, —শুধু চাই তোমার আলোর প্রসাদ, তুমি যে ঘিরে আছ তারই অতন্দ্র অনুভব :

> নিংড়ে-রাখা এই সোমের ধারা পান করবে, তাই
> চিরন্তন তোমায়, হে মহেশ্বর, আহ্বান পাঠাই
> আমরা কুশিকেরা—তোমার আলোর প্রসাদের ভিখারী।।

# গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

## ত্রয়শ্চত্বারিংশ সূক্ত

সোমপানের জন্য ইন্দ্র আর বাহনদের আবাহন। দেবতার পরিচয় স্পষ্টতর : তিনি 'বন্ধুরেষ্ঠাঃ'—দেহের চক্রে-চক্রে সমাসীন; তাঁর বাহনদের দীপ্তি আকাশ ছায়; সাধকের তিনি সখা। যজ্ঞ 'নমোবৃধ্'—নিজেকে লুটিয়ে দিতে পারলেই তার সার্থকতা। সাধকের হৃদয়ে আছে উজ্জ্বল প্রেম, দেবতার অমৃতসম্ভোগের শরীক সে। সে চায় 'গোপা' হতে, 'রাজা' হতে, 'ঋষি' হতে, জ্যোতির্ময় অমৃতের অধিকারী হতে। সুপর্ণ সে-অমৃতকে আনে অলখের তুঙ্গতা হতে: তাইতে ইন্দ্র আলোর অন্ধকারকে করেন বিদীর্ণ।।

১

আ যাহ্য = অর্বাঙুঙ্ = উপ বন্ধুরেষ্ঠাস্,—

তবেদ্ অনু প্রদিবঃ সোমপেয়ম্।

প্রিয়া সখায়া বি মুচোপ বর্হিস্

ত্বাম্ ইমে হব্যবাহো হবন্তে।।

**বন্ধুরেষ্ঠাঃ**—[ তু. ক্ব ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য, ক্ব ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীলাঃ (অশ্বিদ্বয়ের) ১।৩৪।৯; অহং তষ্টেব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা মতিম্ (ইন্দ্র) ১০।১১৯।৫, যঃ সূর্যাং বহতি বন্ধুরায়ুঃ (রথ) ৪।৪৪।১; আ

বন্ধুরেব তস্থতু র্দুরোণে (উষা আর সন্ধ্যা) ৩।১৪।৩; অধি বাং স্থাম বন্ধুরে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে (অশ্বিদ্বয়ের) ১।১৩৯।৪; বরিষ্ঠে ন ইন্দ্র বন্ধুরে ধাঃ ৬।৪৭।৯; আ বন্ধুরেষ্ব মতি (জ্যোতি) র্ন দর্শতা ১।৬৪।৯। উত্তরপদরূপে : 'ত্রিবন্ধুর' (অশ্বিদ্বয়ের রথ) ; 'পূর্ণবন্ধুর' (ইন্দ্রের বিশেষণ) ১।৮২।৩; 'সুপ্রবন্ধুরঃ' (অশ্বিদ্বয়ের রথ) ১।১৮১।৩; 'হিরণ্যবন্ধুর' (ইন্দ্রবায়ুর রথ ৪।৪৬।৪; অশ্বিদ্বয়ের ৮।৫।২৮ ; উভয়ত্র এই রথ 'দিবিশ্ছক্'); 'অষ্টাবন্ধুরং রথম্' (অগ্নির ১০।৫৩।৭)। শব্দটি নিঘণ্টু বা নিরুক্তে ধরা হয়নি। ইউরোপীয়ানরা অর্থ করেছেন 'seat' কিন্তু ব্যুৎপত্তি ? √ বন্ধ্ || বন্ধ (একলা 'বন্ধু'রের চেয়ে উত্তরপদরূপে শব্দটির প্রয়োগ বেশী; তখন প্রাকৃতের প্রভাবে বর্গীয় 'ব' অন্তঃস্থ হওয়া অসম্ভব নয়, কেননা প্রাকৃতে পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জনের লোপ পাওয়ার ঝোঁক আছে; অন্তঃস্থ ব ব্যঞ্জন আর স্বরের মাঝামাঝি। সমস্ত প্রয়োগ রহস্যার্থের বাহন এবং প্রাচীন; তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একক প্রয়োগ, তাইতে বর্গীয় 'ব'-এর অন্তঃস্থ পরিণাম দেখছি। তু. Lat. of-fend-ix 'knot, band' < Aryan bhend. Gk. pentheros father-in-law < phenth lith bend-ras 'companion,' OE. bindan bind) + উ +র। মৌলিক অর্থ বন্ধ, গ্রন্থি। গাড়িতে দুটি ঈষা এসে জোয়ালের সঙ্গে যেখানে বাঁধা পড়ে, *এমনি একটি গ্রন্থি পড়ে সেখানে। এই হতে দেহরথে নাড়ীর মিলন-স্থান 'বন্ধুর'। হৃদয়ে এসে সব নাড়ীরা মিলেছে। স্থান 'বন্ধুর'। হৃদয়ে এসে সব নাড়ীরা মিলেছে, একথা উপনিষদে আছে। হিরণ্যবন্ধুর দ্যুলোককে ছুঁয়ে আছে, দেখছি; স্পষ্টতই সহস্রার। অগ্নির 'অষ্টবন্ধুর' রথ আটটি চক্রের ইঙ্গিত করছে। ] গ্রন্থিতে স্থিত; ভ্রূমধ্যে বা সহস্রারে আসীন। সেইখান থেকে নীচে নেমে এস, সমস্ত আধারকে প্লাবিত কর।

**প্রদিবঃ অনু**—[ দ্র. ৩।৩৬।২] প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত।

**সোমপেয়ম্**— সোমপানের অধিকার।

**বর্হিঃ উপ**— বর্হিরাসনের কাছাকাছি; হৃদয়াসনের কাছাকাছি। হৃদয়ে নামুক বজ্র আর বিদ্যুৎ।

**হব্যবাহঃ**— আহুতি বয়ে এনেছে যারা। আবার অগ্নিও 'হব্যবাট্'—যখন নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চারিত হয় সমর্পণের আকূতি। লক্ষণীয়, ইন্দ্র 'ব্রহ্মবাহঃ' সাধক 'হব্যবাট্'; নিজেকে রিক্ত করলে তবে বৃহতের চেতনা নেমে আসে।

দেবতা, আমার মূর্ধন্যচেতনায় দ্যুলোকপ্লাবী হিরণ্যজ্যোতিতে তুমি অধিষ্ঠিত। সেইখান থেকে নেমে এস আধারের চক্রে-চক্রে। এই-যে হৃদয় নিংড়ে সোমপাত্র পূর্ণ করে রেখেছি তোমার তরে। সেই সৃষ্টির উষাকাল হতে আজ পর্যন্ত আমার এ-সুধার সঞ্চয়ে একমাত্র তোমারই যে অধিকার। ভালোবাসো তুমি বজ্র আর বিদ্যুতের লীলা, তারা তোমার নিত্য সহচর। এই-যে উৎশিখ প্রাণের আসন পাতা ;তার মধ্যে নামুক শক্তি, নামুক আলো। আমার অগ্নিস্বত্ত তনুর নাড়ীতে-নাড়ীতে এই-যে জ্বলছে উৎসর্গ আর আকূতির ঊর্ধ্বশিখা : শোন তাদের আহ্বান, ওগো এসো :

এস এইখানে, কাছে এস; রয়েছ জ্যোতিঃছন্দে সমাসীন;

তোমারই তরে আদিকাল হতে আজপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে সোমপানের অধিকার।

প্রিয় নিত্যসাথী বাহনদুটিকে মুক্ত কর এই 'বর্হিরাসনের' কাছে;

তোমায় এই হব্যবাহীরা করে আবাহন।।

২

আ যাহি পূর্বীর্ অতি চর্ষণীর্ আঁ

অর্য আশিষ উপ নো হরিভ্যাম্

ইমা হি ত্বা মতয়ঃ স্তোমতষ্টা

ইন্দ্র হবন্তে সখ্যং জুষাণাঃ।।

**পূর্বীঃ চর্ষণীঃ**— [ 'চর্ষণিঃ' নিঘন্টুতে 'মনুষ্য' (২।৩)। 'বিশঃ' 'ক্ষিতয়ঃ' 'কৃষ্টয়ঃ' 'চর্ষণ্যঃ' পরপর চারটি শব্দ ধরা আছে, প্রত্যেকটি স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন এবং প্রত্যেকটির সম্পর্ক মাটির সঙ্গে ; 'বিশ্' মাটির দখল নেয়, 'ক্ষিতি' বাসা বাঁধে, 'কৃষ্টি' চাষ করে, 'চর্ষণি' চাষ করে বা এগিয়ে চলে। সম্ভবত প্রজাশব্দের যোগে শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু এ-প্রকল্প সব জায়গায় খাটে না। ঋগ্বেদে 'চর্ষণি'র একবচনে ব্যবহার একটি মাত্র : 'পিতা কূটস্য চর্ষণিঃ' ১।৪৬।৪; নিঘন্টুর নৈগমকাণ্ডে এটিকে আলাদা করে ধরা হয়েছে এবং ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন 'চায়িতা আদিত্যঃ' (৫।২৫)। আর একটি মাত্র দ্বিবচনে প্রয়োগ আছে : 'প্র চর্ষণী মাদয়েথাং সুতস্য ১।১০৯।৫; লক্ষ্য ইন্দ্রগ্নী। এখানেও যাস্কের 'চায়িতা' বা দ্রষ্টা অর্থ খাটতে পারে। যাস্কের এ-ব্যাখ্যার মূলে, নিঘন্টুর দুটি শব্দ—'বিচর্ষণি' আর বিশ্বচর্ষণি' যার অর্থ করা হয়েছে 'দ্রষ্টা' (নিঘ. ৩।১১)। এ-দুটিই দেবতার বিশেষণ, সুতরাং 'সাক্ষী' অর্থও খাটে। আর-একটি শব্দ আছে 'রথচর্ষণ' ৮।৫।১৯; সেখানে কিন্তু অর্থ, 'রথের পথ'। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'শরীরং মে বিচর্ষণম্' (১।৪।১) বলক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছে। সুতরাং নিঘন্টুর 'দ্রষ্টা' অর্থকে নিরুক্তিসঙ্গত মনে করা চলে না। ঋগ্বেদের একবচনান্ত এবং

দ্বিবচনান্ত দুটি প্রয়োগকে 'চরিষ্ণু' বা dynamic অর্থ করলেও কোনও বাধা নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈব' উপদেশ মনে রাখলে সাধকের 'চর্ষণি' সংজ্ঞা খুবই খেটে যায়। সাধক সূর্যের মতই অশ্রান্ত পথিক।] (সত্যের পথে) প্রাক্তন পথিকদের। তাঁদের অতিক্রম করে তুমি আমাদেরও কাছে এস। শুধু তাঁরাই তোমাকে পেয়েছেন, তা নয়; আমরাও পেতে চাই।

**অর্যঃ—** [ নিঘ. 'ঈশ্বর' (২।২২)। পাণিনি : 'স্বামী' এবং 'বৈশ্য'। < ঋ (ছন্দে বা নিয়মে চলা) || রি || অর্, cp. Lat. oriri 'to rise'. orient 'rising', Gk. ernos 'shoot', < or to move; also OE eorl, OHG erl, ON. garl, one who is quick, active, keen) + য ] ছন্দে চলেন যিনি; বিধাতা।

**নঃ আশিষঃ উপ**— আমাদের আশা বা আকাঙ্ক্ষার কাছে।

**স্তোমতষ্টাঃ মতয়ঃ**—[ দ্র. ৩।৩৯।১] হৃদয়ের সুর রূপ দিয়েছে যে মন্ত্রমালাকে। সুর হতে বাণীর সৃষ্টি : দ্র. 'Origin of language. Science News 20. 1951'। মন্ত্রমালায় যে হৃদয়ের আকৃতি, তারাই পূর্বঋকের 'হব্যবাট্'। এখানেও তারাই 'হবন্তে'।

**সখ্যং জুষাণাঃ**— তোমার সাযুজ্যে নন্দিত তারা। আমাদের বাণীতে তোমার চিদাবেশ।

যুগ হতে যুগে উত্তরায়ণের কত-না অতন্দ্র পথিক তোমায় বেঁধেছে প্রেমের ডোরে। বঁধু, আশা-আকাঙ্ক্ষায় দুরু-দুরু হৃদয়খানি আজ আমরাও যে মেলে দিয়েছি তোমার পানে। ওগো ছেঁড়া বাঁধন, এসো এইখানটিতে : আনো তোমার বজ্রের দহন, বিদ্যুতের দীপনী। হৃদয়ে জেগেছে আজ সুর, অস্ফুট বাণীকে মন্ত্রের ছন্দে তারাই করেছে ছন্দিত। মহেশ্বর, শোন আজ সেই মন্ত্রচেতনার আকুল আহ্বান। তোমারই চিন্ময় সাযুজ্যের আবেশে বিস্ফারিত নন্দিত সে-চেতনা :

এস প্রাক্তন পথিকদের বাঁধন ছিঁড়ে, এস

বঁধু, আমাদের আশার কূলে—নিয়ে তোমার আলোর বাহন দুটি

এই-যে তোমার ডাকে আমাদের মন্ত্রমালা, সুরের ছোঁয়ায় রূপ নিয়ে—

মহেশ্বর, ডাকে তোমায়,—তোমারই সাযুজ্যে নন্দিত।।

৩

আ নো যজ্ঞং নমোবৃধং সজোষা

ইন্দ্র দেব হরিভির্ যাহি তূয়ম্

অহং হি ত্বা মতিভির্ জোহবীমি

ঘৃত প্রয়াঃ সধমাদে মধূনাম্।।

**নমোবৃধম্**— [ তু. উরুশংসা নমোবৃধা (ইন্দ্রাবরুণ) ৩।৬২।১৭; সখায়স্তে ইন্দ্র বিশ্বহ স্যাম নমোবৃধাসঃ ৭।২১।৯; নমোবৃধেরবস্যুভিঃ সুতে রণ (ইন্দ্র) ৮।১৩।৯। বৃধ্ উত্তরপদ অনেকগুলি শব্দে; তার মধ্যে লক্ষ্যণীয়—সদাবৃধ, সুবৃধঃ, সুগেবৃধঃ, শেবৃধঃ, সদ্যোবৃধম্, সাকংবৃধা, গিরাবৃধম; আবার, মধুবৃধম্ এবং সোমবৃদ্ধঃ, মদবৃদ্ধ, যজ্ঞবৃদ্ধম্ ইত্যাদি। √ বৃধ্ এবং √ বির্ধয় দুটি ধাতুরই প্রয়োগ পাওয়া যায়। বৃধ্-উত্তরপদ শব্দগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অণিজন্ত অর্থই সম্ভব। তু. ত্বা হিণ্বন্তি...পবমা ন গিরাবৃধম্ ৯।২৬।৬; নমোবৃধ্ শব্দের উপপদও এমনিতর তৃতীয়ান্ত। ] প্রণতিতে যা বাড়ে। যজ্ঞের বিশেষণ। প্রণতি আত্মনিবেদনের ব্যঞ্জক। যজ্ঞ উৎসর্গের সাধনা।

অহঙ্কার উৎসর্গের বিরোধী। সাধনার সার্থকতা যে-সাযুজ্যে, তা আসে প্রণতি বা আত্মনিবেদন থেকেই।

**সজোষাঃ—** [ কখনও বা 'সজোষসঃ'। নিরুক্তের ব্যাখ্যা 'সহজোষণঃ'। দুর্গ বলেন সমানপ্রীতিঃ (৮।৮; ১১।১৫)। শুধু 'জোষ' শব্দের প্রয়োগও আছে: দ্র. ১।৭৭।৫; ২।২১।৩; ৩০।২; ৪।২৭।২ ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ, তৃপ্তি, সৌষম্য, খুশি, আনন্দ (দ্র. ৩।১।১ 'জুষস্ব')। 'সজোষাঃ' x 'অজোষাঃ'—বোঝায় বৈষম্য, নিরানন্দ ইত্যাদি। 'সজোষাঃ' প্রায়ই দেবতাদের বিশেষণ। চিৎশক্তির উদ্বোধনে আধারে ছন্দ জাগে, জাগে আনন্দ। ] সৌষম্য বা আনন্দের ছন্দ নিয়ে। আধারে যাতে কোথাও বেসুর না বাজে।

**হরিভিঃ—** [ নিঘন্টুতে 'হরী ইন্দ্রস্য' অর্থাৎ ইন্দ্রের দুটি বাহনের নাম 'হরি' (১।১৫); আবার 'হরয়ঃ' 'মনুষ্যাঃ' (২।৩)। নৈগমকাণ্ডে 'হরঃ' শব্দ আছে। ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন, 'হরো হরতেঃ'। জ্যোতিঃ হর উচ্যতে, উদকং...লোকাঃ হরাং স্যুচ্যন্তে, অসৃগহনী হরসী উচ্যেতে (৪।১৯)। তার ঠিক আগে 'রজঃ' শব্দেরও অনুরূপ ব্যাখ্যা। শব্দটির ব্যুৎপত্তি √ ভৃ কিংবা √ ঘৃ হতে ; দুটোটেই 'ঘ' বা 'ভ' 'হ' হয়ে যেতে পারে। হরি শব্দের মধ্যে দুটি ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। 'যা জ্বলে' (< √ ঘৃ. তু. 'ঘৃতস্নূ ' ৩।৪১।৯) এবং যা বহন করে' (<√ হৃ, cp. Skt. bharati, Lat. fero 'I bear', Gk. phirein 'carry, bringforth', O. Slav. bera 'I collect' < Ar. base ber, baer, bar, bor, bur) তাই 'হরি' বা ইন্দ্রের সোনালী রঙের ঘোড়া (তু. Av. Zairi 'yellowish', Lat. helvus 'tawny' Lith. Zelvus 'greenish', O. Slav. Zelenu 'Green', Gk. Khloros 'green') ] জ্যোতির্বাহনদের নিয়ে। সাধারণত দুটি বাহনের উল্লেখ থাকে। বহুবচন বোঝাচ্ছে দেবতার ঐশ্বর্য। বাহনেরা

চিন্ময় অথচ প্রাণময় বৃত্তি। যাস্কের ব্যাখ্যা 'অসৃগহনী' (রক্ত এবং দিনের আলো) প্রণিধান যোগ্য।

**তূয়ম্—** [ নিঘ. 'ক্ষিপ্র' (২।১৫) ব্যু ? ] তাড়াতাড়ি, শিগগির করে। বেগে।

**ঘৃতপ্রয়াঃ—** [অনন্যপ্রয়োগ, 'ঘৃত' (দ্র. ৩।৪১।৯); 'প্রয়ঃ' (নিঘ. 'অন্ন' ২।৭); <√প্রী, 'আনন্দ করা', আনন্দ দেওয়া, ভালবাসা)। অনুরূপ শব্দ 'হিতপ্রয়স্' ৮।২৭।৭; ৬০।১৭; ৬৯।১৮; ১০।৬১।১৫; ১১২।৭ (অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ, তাছাড়া সর্বত্র যজমানের বিশেষণ)] প্রদীপ্ত প্রীতির উপচার আছে যার; আলোমাখা ভালবাসা, জ্বলন্ত প্রেম আছে যার।

**সধমাদে—** [দ্র. ৩।৩৫।৪ একসঙ্গে আনন্দ করবার জন্য। আনন্দ আসবে 'মধু' বা অমৃতের সম্ভোগ হতে। ] দেবতা ও সাধকের সামরস্যের ব্যঞ্জনা।

মহেশ্বর, সাযুজ্যের সাধনা তিলে-তিলে সার্থক হয়ে উঠছে তোমার কাছে সমস্ত অন্তর আমাদের লুটিয়ে দিয়ে। সত্তার গভীরে নেমে এসো হে জ্যোতির্ময়—আনো সেখানে সহস্র বিদ্যুতের ঝলক, আনো দেবতার তর্পণে মানুষের জীবনে সৌষম্যের ছন্দ। এসো অতর্কিত ঝঞ্ঝার দমকে।...আমি যে আকুল হয়ে ডাকছি তোমায়—আমার অতন্দ্র মন্ত্রচেতনার অনাহত গুঞ্জরণে। এই যে আমার আলোয়-নাওয়া ভালবাসার শুভ্রমঞ্জরী, এই-যে হৃদয়ের কানায়-কানায় ভরা সুধার সঞ্চয়। হে দেবতা, এসো, তৃষ্ণা মেটাও—নন্দিত হও, নন্দিত কর সামরস্যের অসমোর্ধ্ব মাধুরীতে :

এই-যে আমাদের উৎসর্গের সাধনা প্রণতিতে শ্রীমন্ত হল। আনন্দের ছন্দে,

হে মহেশ্বর, হে জ্যোতির্ময় তোমার জ্যোতির্বাহনদের নিয়ে এস ক্ষিপ্রগতিতে।

আমি যে তোমায় অতন্দ্র মন্ত্রচেতনায় করি আবাহন

আমার দীপ্ত প্রেম নিয়ে—অমৃতমাধুরীর সম্মিলিত-উন্মাদনায়।।

৪

আ চ ত্বাম্ এতা বৃষণা বহাতো
হরী সখায়া সুধুরা স্বঙ্গা।
ধানাবদ্ ইন্দ্রঃ সবনং জুষাণঃ
সখা সখ্যুঃ শৃণবদ্ বন্দনানি।।

**আ বহাতঃ—** [ আ√বহ্ + লেট্ তঃ ] এইখানে বয়ে আনুক।

**সুধুরা—** [ √ 'ধুরঃ' = সুধুরো, অঙ্গুলী (নিঘ. ২।৫); যাস্কের ব্যাখ্যা : 'ধূর্ ধূর্বতে র্বধকর্মণঃ। ইয়মপীতরা ধূরেতস্মাদেব বিহন্তি বহম্, ধারয়তের্বা (৩।৯)। তু. Lat. 'herba' a crowd < herbare 'confuse, bewilder'। আসলে 'ধুর্' বোঝা, স্তূপ। তাই থেকে ঘোড়া বা গরুর কাঁধের জোয়াল। কিন্তু আঙ্গুলের সম্বন্ধ বোঝা যাচ্ছে না ] অনায়াসে জোয়াল বয়ে নিয়ে চলেছে যারা।

**স্বঙ্গা—** শোভনাঙ্গ। এই দুটি বিশেষণ দিয়ে ঘোড়ার বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রূপকের সঙ্গে তথ্যের মিলন ঘটেছে এইখানে।

**ধানাবৎ সবনম্—** তু. ৩।৫২; এইখানে সোমের সঙ্গে কী-কী দেওয়া হত তার উল্লেখ আছে; ধানা, করম্ভ, অপূপ, পুরোডাশ ; আরও তু. ৮।৯১।২। ধানা ঘিয়ে-ভাজা যব; করম্ভ, দইয়ে মাখা যবের ছাতু;অপূপ পিঠা; পুরোডাশ চালের পিঠা। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক সবনেই 'ধানা' দেবার ব্যবস্থা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (?) সবনীয় পশুযাগে পুরোডাশ ছাড়া ধানা করম্ভ পরিরূপ আর পয়স্যা আহুতির কথা আছে। পরিরূপ ঘিয়ে ভাজা মুড়ি; পয়স্যা দুধে দই মেশানো। ঋগ্বেদে পরিরূপ

কিংবা পয়স্যার উল্লেখ নাই। যাস্ক বলেন, 'ধানা প্রাষ্ট্রে হিতা ভবন্তি, ফলে (চাটুতে) হিতা অবন্তীতি বা; হর্যোরস্য স ভাগো ধানাশ্চেতি (৫।১২)। যব যদি তারুণ্যের প্রতীক হয়, ধানা তাহলে অগ্নিস্বাত্ত তারুণ্য। স্মরণীয়, সহজিয়াদের উপদেশ, 'শুষ্ককাষ্ঠের সম আপন দেহকে করিতে হয়।'

**সখা সখ্যুঃ শৃণবদ্ বন্দনানি**— [ 'সখা' √ সচ্ (সঙ্গী হওয়া), Lat. sociare 'to accompany' < base Sokw 'to follow' in gradational relation to Lat. sequi 'to follow'; Lat. Socius 'acompanion' Gk. hepomai 'I follow'] দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সখ্যের বা সাযুজ্যের—এইটিই ঋগ্বেদের মূল সুর। ইন্দ্র আর কুশিক একই রথে অধিষ্ঠিত; দুটি পাখি—সযুক্ সখা তারা—একই গাছকে আশ্রয় করে আছে ১।১৬৪।২০; ইতিহাস পুরাণে নর আর নারায়ণ একই রথে সমাসীন এবং পরস্পরের সখা। এই ভাবটিরই দার্শনিক রূপ দেখি ব্রহ্ম আর আত্মার তাদাত্ম্যে। তু. অমর্ত্যেণ মর্ত্যেনা সযোনিঃ ১।১৬৪।৩০।

দুটি তোমার জ্যোতির্বাহন—প্রজ্ঞা আর বীর্য; নিত্যযোগে যুক্ত তারা, জ্যোতিঃশক্তির নিষেকে আধারের বন্ধ্যাত্ব করে দূর। তারা আজ অনায়াসে তোমায় বয়ে আনুক এইখানে—বজ্রের দীপনীতে আমার আকাশে ছড়িয়ে পড়ুক ঐন্দ্রী চেতনার প্রচ্ছটা। ... এই-যে আমার অগ্নিস্বাত্ত তারুণ্যের নৈবেদ্য, এই-যে আধারের পর্বে-পর্বে নিঙ্ড়ে দেওয়া রসের সঞ্চয়—তাঁরই তৃপ্তির তরে এই আয়োজন। বঁধুর প্রণয়ারতি বঁধুর তরে : তা কি তিনি শুনবেন না?

এইখানে তোমায় বয়ে আনুক এই বীর্যবর্ষী

জ্যোতির্বাহন দুটি : তারা নিত্যযুক্ত, স্বচ্ছন্দবাহী, রম্যাঙ্গ।

'ধানা'র সঙ্গে নিঙ্ড়ে-দেওয়া রসে নন্দিত হলেন ইন্দ্র :

সখা কি শুনবেন সখার বন্দনা?

৫

কুবিন্ মা গোপাং করসে জনস্য

কুবিদ্ রাজানং মঘবন্ন ঋজীষিন্

কুবিন্ ম ঋষিং পপিবাংসং সুতস্য

কুবিন্ মে বস্বো অমৃতস্য শিক্ষাঃ।।

**গোপাম্—** [ তু. ৫।১১।১; সেখানে অগ্নিকে বলা হয়েছে 'জনস্য গোপাঃ'। < গো + √ পা (আগলে থাকা), গোরক্ষক। কিন্তু গোর সঙ্গে রশ্মি বা অন্তর্জ্যোতির সম্বন্ধ আছে, মনে রাখতে হবে। ] আলোর রাখাল, দিশারী। 'গোপাং এবং 'রাজানং' দুয়েরই অন্বয় 'জনস্য'র সঙ্গে। 'গোপা' দিশারী, 'রাজা' প্রশাস্তা; একজনের ব্রহ্মভাব, আর একজনের ক্ষত্রভাব। ঋষি চাইছেন দুয়েরই শক্তি।

**করসে—** [ √ কৃ + লেট্ সে (সম্ভাবনায়) ] করবে কি?

**ঋজীষিন্—** [ দ্র. ৩।৩৬।১০] (শরের মত) ঋজু গতি যাঁর, ক্ষিপ্রসঞ্চারী।

**সুতস্য পপিবাংসম্ ঋষিম্—** দেবতার সঙ্গে অমৃতরস পান করেছে যে। যার সকল আনন্দ দেবতার প্রসাদ, সেই ঋষি।

**অমৃতস্য বস্বঃ**— অমৃত জ্যোতির। তু. ৯।১১৩।৭,৯।

**শিক্ষাঃ**— [ √শক্ (সমর্থ হওয়া, শক্তি প্রকাশ করা) + স (ইচ্ছায়) + লেট্ স্ (সম্ভাবনায়) ] শক্তি সঞ্চার করবেন কি?

হে দেবতা, অবন্ধ্য তোমার শক্তি, শরের মত ক্ষিপ্র ঋজুতায় বিদ্ধ কর তুমি আধারকে। অভীপ্সার শিখা লেলিহান জ্বলছে আমার অন্তরে : আমি চাই তোমার সাযুজ্য। তোমারই মতন আমায় কি করবে তুমি নিখিলের জ্যোতিঃপথের দিশারী, ঋতছন্দের প্রশাস্তা? ঋষির দুর্লভ মর্যাদা দেবে আমায় তোমারই সুধাপাত্রের শরিক করে? তোমার সার্থক শক্তিপাত অমৃতজ্যোতির অনির্বাণ শিখাকে কি ছড়িয়ে দেবে আমার শিরায়-শিরায়?

আমায় কি রাখাল করবে তুমি নিখিলজনের,

করবে কি রাজা,—হে শক্তিধর, হে ক্ষিপ্রসঞ্চারী।

করবে কি আমায় ঋষি—পিয়েছে যে সোমের ধারা তোমার সাথে?

করবে কি আমার মাঝে অমৃত জ্যোতির শক্তিসঞ্চার?

৬

আ ত্বা বৃহন্তো হরয়ো যুজানা

অর্বাগ্ ইন্দ্র সধমাদো বহন্তু

প্র যে দ্বিতা দিব ঋঞ্জন্ত্য=আতাঃ

সুসং মৃষ্টাসো বৃষভস্য মূরাঃ।।

**বৃহন্তঃ হরয়ঃ**— 'বৃহৎ' বিশেষণ আর বহুবচন বোঝাচ্ছে চিদ্‌বৃত্তির ঐশ্বর্য। তারা 'সধমাদঃ' অর্থাৎ একটি আনন্দকন্দে সংহত। বাহনেরা যদি ইন্দ্রিয় হয়, তাহলে রূপক ভাঙ্‌লে বোঝাবে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত অতএব 'বৃহৎ', সংযত অতএব 'যুক্ত', পরস্পরের অবিবোধী অতএব সৌষম্যের আনন্দে সংহত।

**দ্বিতা**— [ নিঘ. নৈগমকাণ্ডে যাস্ক বলেন, 'দ্বৈধং' (৫।৩)। তু. যৎ সীমনু দ্বিতা শবঃ ১।৩৭।৯; দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে্ ১।৬২।৭; দ্বিতা যদীম্ উপবোচন্ত ভৃগবঃ ১।১২৭।৭; ত্বং ভা অনুচরো অধ দ্বিতা ৮।১।২৮ ইত্যাদি। মৌলিক অর্থ 'দুবার করে', 'দুরকমে'; তাই থেকে 'বিশেষ করে'। প্রকরণ বুঝে অর্থ করতে হবে। এখানে] বিশেষ করে।

**দিবঃ আতাঃ**—[ 'আতাঃ'—নিঘ. 'দিক' (১।৬)। তু. অতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা ১।৫৬।৫, ব্যঞ্জিভি র্দিব আতাস্বদ্যৌৎ ১।১১৩।১৪; < আ √ তন্ (বিস্তারে) ] দ্যুলোকের প্রান্তভাগ, চক্রবাল। দ্র. ৩।৪।৭।

**ঋঞ্জন্তি**— [ নিঘ. নৈগমকাণ্ডে ; যাস্ক—'ঋঞ্জতিঃ' প্রসাধন কর্মা (৬।২১)। <√ ঋজ্ (সোজা নিয়ে যাওয়া, চালানো) || রাজ্ (শাসন করা), তু. Lat. regere 'to stretch, lead in a straight line, direct, conduct, rule < base, reg to 'straighten, direct, rule',; Skt. rajas 'light' (Yaska 4.19) < 'flash of light', 'red light', 'dawn'; raja, 'ruler') আলোর ঝলক সোজা চলে; তাই থেকে √ ঋজ্ (বিদ্যুতের মত ঝল্‌কে ওঠা)। দ্র. ৪৪।৫। এই অর্থে: ঋঞ্জতঃ স্বরোচিষঃ (মরুতঃ) ৫।৮৭।৫; ঋঞ্জতী শরুঃ ১।১৭২।২; নি যামন্ চিত্রম্ ঋঞ্জতে (মরুতঃ) ১।৩৭।৩; বনা নি ঋঞ্জতে (অগ্নিঃ) ১।১৪৩।৫; অগ্নিং সমিধান ঋঞ্জতে ১।১৪৩।৭; (causative) ; ২।১।৮ ইত্যাদি। এখানে ] ঝলমলিয়ে তোলে। আপ্যায়িত ইন্দ্রিয়ের দীপ্তিতে চিদাকাশ ভাস্বর হয়ে ওঠে।

**সুসংমৃষ্টাসঃ**— সুমার্জিত; শুদ্ধ।

**মূরাঃ**— [তু. পরেহি অস্তং, নহি মূর মাপঃ (পুরুরবার প্রতি উর্বশী) ১০।৯৫।১৩; বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু ৭।১০৪।২৪; আ জিহ্বয়া মূর দেবান্ রভস্ব ১০।৮৭।২ (অগ্নি); পরার্চিষা মূরদেবান্ শৃণীহি ১৪; অত্রা পুরন্দিরজহাদ্ অরাতীর্মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ ৪।২৬।৭; মা ত্বা মূরা...আদভন্ ৮।৪৫।২৩, মা তে অমাজুরো যথা মূরাস ইন্দ্র সখ্যে ৮।২১।১৫ ; মূরা অমূর ন বয়ং চিকিত্বো মহিত্বমগ্নে ত্বমঙ্গ বিৎসে ১০।৪।৪; মূরা অমূরং পুরাং দর্মাণম ১০।৪৬।৫। 'অমূর' শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। যাস্ক : 'মূঢ়' (৬।৮)। <√ মূর্ (জমাট বাঁধা) > মূর্তি। তাই থেকে 'মূরদেব' মূর্তিপূজক। 'নিরেট' এই অর্থ থেকে যাস্কের 'মূঢ়'। বুদ্ধির দিক থেকে। এখানে ] দৃঢ়াঙ্গ; অবিচল। কঠোপনিষদে ২।৩।১১ স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলা হয়েছে।

**'বৃষভস্য মূরাঃ'**— দেবতা শক্তিপাতী, অতএব উচ্ছল, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরা নিশ্চল।

বজ্রসত্ত্ব, এ-আধারে চাইছি তোমার আবির্ভাব,—অন্তরাবৃত্ত চিদ্‌বৃত্তিরা তার বাহন হোক্। তারা অক্লিষ্ট, আলোর ঔদার্যে ঝলমল, একাগ্রভাবনায় যোগযুক্ত, সৌষম্যের আনন্দে ছন্দোময়। অসঙ্কুচিত তাদের দীপ্তি বিদ্যুতের ঝলকে উদ্ভাসিত করছে চিদাকাশের প্রত্যন্ত। তারা সুমার্জিত, নির্মল, —তোমার অবন্ধ্য শক্তিপাতের প্রতীক্ষায় নিশ্চল :

তোমায় বৃহৎ জ্যোতির্বাহনেরা যোগযুক্ত হয়ে

এইখানে, হে বজ্রসত্ত্ব, সৌষম্যের আনন্দে বয়ে আনুক।

তারা কী-যে দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে তুলছে দ্যুলোকের প্রত্যন্ত;

তারা সুমার্জিত,—বীর্যবর্ষী দেবতার নিশ্চল বাহন।।

৭

ইন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণ

আ যং তে শ্যেন উশতে জভার।

যস্য মদে চ্যাবয়সি প্র কৃষ্টীর্

যস্য মদে অপ গোত্রা ববর্থ।।

**বৃষধূতস্য বৃষ্ণঃ**—[ তু. ৩।৩৬।২ ] অগ্নি যাকে কাঁপিয়ে তুলছে সহস্রারের পানে, আবার সেইখান থেকে যা ঝরে পড়ছে। অগ্নি আর সোম দুইই এখানে 'বৃষ'।

**শ্যেনঃ**— [ তু. আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভার, আ মহ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ (অগ্নিযোম ;অথচ উৎপত্তির প্রকারে বিপর্যাস দেখা যাচ্ছে) ১।৯৩।৬; অধা মে শ্যেনো মঘবা জভার (বামদেবের উক্তি) ৪।১৮।১৬; ৪।২৬।৪-৭ (শ্যেনের অমৃত আহরণের বিস্তৃত বর্ণনা); ৪।২৭।১, ৩, ৪ (দেবতা শ্যেন = বৈদ্যুতাগ্নি; এই সূক্তটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য) ; রঘু শ্যেনঃ পতয়দ্ অন্ধ অচ্ছা ৫।৪৫।৯; যং তে শ্যেনঃ পদাভরৎ ৮।৮২।১ ; ১০।১৪৪।৫; সোমকে শ্যেনের সঙ্গে তুলনা—(৯।৩৮।৪; ৫৭।৩; ৬১।২১; ৬২।৪; ৬৫।১৯; ৬৭।১৪; ১৫; ৭১।৬; ৮২।১; ৮৬।৩৫; ইত্যাদি। শ্যেনো যদন্ধো অভরৎ পরাবতঃ ৯।৬৮।৬; যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দ্ ইষিতস্তিরো রজঃ ৯।৭৭।২; শ্যেনো গৃধানাং (শ্যেনের পরিচয়) ৯।৯৬।৬; বির্ অভয়দ্ ইষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে ১০।১১।৪; ইত্যাদি। নিঘন্টুতে 'শ্যেনাসঃ' অশ্ব ১।১৪; দৈবতকাণ্ডে, যাস্কের মন্তব্য—ঐন্দ্রে চ সূক্তে সোমপানেন চ স্তুত স্তুস্মাদ্ ইন্দ্রং মন্যতে (১১।২); অনত্র ব্যুৎপত্তি

দিচ্ছেন, 'শংসনীয়ং গচ্ছতীতি (৪।২৪)। যাস্কের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, শ্যেনকে প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে ক্ষিপ্রগতির জন্য; নিঘন্টুর অর্থও তাই সমর্থন করে। কিন্তু শ্যেনের ব্যুৎপত্তি <√ শ্বি || শ্বিৎ || √ শ্যি (সাদা হওয়া, ঝলমল করা : তু. Skt. শ্বিত্র, শ্বেতঃ white, light; শ্যেতঃ (১।৭১।৪ [অগ্নি]; ৫।৩৩।৮ [অশ্ব]; ৭।৪।৩ [অগ্নি]; O.Slav. Svetu 'light'; Lith. Szvaihjih 'to brighten'; O.S. hwit, O.H.G. hwitz, O.N. hwitr, Goth hwcits. 'white')। শাদা আগুন হচ্ছে বিদ্যুৎ ; মূলাধার হতে এই বিদ্যুৎ সহস্রারে গিয়ে শিবশক্তির সামরস্যের আনন্দকে নামিয়ে আনে—এটি তন্ত্রের বর্ণনা। বেদের বর্ণনা—'শ্যেন' 'পরাবৎ' থেকে, দ্যুলোক থেকে, 'সানু' থেকে সোমকে নামিয়ে আনে। ব্রাহ্মণে এই শ্যেন হয়েছে শ্যেনী বা সুপর্ণী ; সে গায়ত্রীর প্রতীক। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ। ঋগ্বেদে এক জায়গায় আছে, 'মানুষকে লেহন করে অগ্নি তার মধ্যে তারুণ্য আধান করেন যখন, তখন, আশ্চর্য, একটা নতুন শাদা পথ (অথবা শাদা কুন্ডলী 'শ্যেনী বর্তনীঃ') তাঁর পেছনে পেছনে চলে ১।১৪০।৯। পুরাণে এই শ্যেন গরুড় ; বিমাতা কদ্রুর দাসী হয়ে আছেন মাতা বিনতা, তাঁর দাসীত্ব মোচন করার জন্য সে ছুটল অমৃত আহরণ করতে। লক্ষ্মণীয়, কদ্রু নাগমাতা, বৃত্রমাতার সঙ্গে তার তুলনা চলে। তন্ত্রে শঙ্খচিল (শাদা) শক্তির প্রতীক, বিহারে ভগবতী বলে পূজিতা ] অভীপ্সার বিদ্যুৎ।

**উশতে—** [ √ বশ্ (চাওয়া) + শতৃ + ৪-এ ] উতলা তোমার কাছে। দ্যুলোকের আনন্দ আমার আধারে নির্ঝরিত হলে দেবতা তাকে পান করবেন, এই জন্যই তাঁর ব্যাকুলতা।

**জভার—** [ √ হৃ || ভৃ (বয়ে আনা) + লিট্ অ ] বয়ে এনেছে।

**প্র চ্যাবয়সি**—[ তু. গব্যন্ত ইন্দ্রং...আ চ্যাবয়ামঃ ৪।১৭।১৬; সহস্রা তে শতা বয়ং গবাম্ আ চ্যাবয়ামসি ৪।২৩।১৮। নিঘণ্টুতে 'চ্যবানা' বাহু (২।৪), 'চ্যবতে' গতিকর্মা (২।১৪), 'চ্যৌত্নম্' বল (২।৯); নৈগমকাণ্ডে 'চ্যবনঃ' চ্যবনো ঋষির্ভবতি চ্যাবয়িতা স্তোমানাং চ্যবানম্ ইত্যপ্যস্য নিগমা ভবন্তি (নি. ৪।১৯)। < √ চ্যু (চলা, বিচলিত করা; শিথিল করা; সক্রিয় করা); এই শেষের অর্থে সাধকমাত্রেই 'চ্যবন' ] সমুখ পানে চালাও।

**কৃষ্টীঃ**— [ দ্র. চর্ষণীঃ ১।৪৩।২। < √ কৃষ্ ‖ √ কৃ (ষ্) (চাষ করা ; তু. Lat. Colere to till, tend (the soil); to dwell, inhabit < base Kwel 'turn, revolve; turning one's hand to, get busy' also cp. Gk. kuklos 'ring, circle, circular motion', Skt চক্রম্, <Kw + Kwlo-) ] যারা চাষ করে; অতন্দ্র সাধক।

**গোত্রা**— [= গোত্রাণি। দ্র. ৩।৩০।২১। নিঘন্টুতে পৃথিবী (১।১), 'পর্বত ও মেঘ' (১।১১)। পৃথিবী অগ্নিগর্ভা, পাষাণেও আগুন আছে, মেঘে আছে বিদ্যুৎ; সুতরাং ওরা প্রত্যেকে আলোর কুণ্ডলী (coil) ] গোষ্ঠ; আলোর কারাগার ; চেতনার গ্রন্থি।

**অপ ববর্থ**— [ অপ √ বৃ (ঢাকা) + লিট থ ] অপাবৃত করেছ, খুলে দিয়েছ।

মহেশ্বর, এ-আধারের মর্মমূলে উৎশিখ হয়েছে অভীপ্সার আগুন, তার জ্বালা টলিয়েছে ঐ দ্যুলোকের অমৃতনির্ঝর। এই-যে আমার শিরায়-শিরায় তার মুক্ত-ধারা; হে আকুল, হে তৃষার্ত, এবার তোমার তৃষ্ণা মেটাও। আমারই এষণার শুভ্রবিদ্যুৎ পাখা মেলেছিল ঐ দ্যুলোকের তুঙ্গতার পানে, তোমারই তরে এই আধারের সোমপাত্রে নামিয়ে এনেছে যে জোছনার মাধুরী। এরই উন্মাদনায় অন্ধকুহরে তুমি জ্বলে ওঠ বজ্রের দীপ্তিতে: অতন্দ্র সাধকের আলোর অভিযানে আন দুর্দম ক্ষিপ্রতা, আঁধারের কুণ্ডলী ভেঙে আলোর বন্যাকে মুক্তি দাও তুমি আমারই উৎসর্গের সৌম্যসুধার উন্মাদনায় :

মহেশ্বর, পান কর এই সৌম্যধারা, অগ্নির সামর্থ্যে যা আন্দোলিত, যা আনন্দের
নির্ঝর,—

যাকে তৃষার্ত তোমারই তরে বিদ্যুৎ-শ্যেন এনেছে দ্যুলোক হতে;

যার উন্মাদনায় প্রচোদিত কর তুমি অতন্দ্র সাধকদের,

যার উন্মাদনায় আলোর কুণ্ডলীদের করেছ অপাবৃত।।

৮

ধুয়া ৩।৩০।২২

## গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
### চতুশ্চত্বারিংশ সূক্ত

এ-সূক্তটিতে একটি জ্যোতির্ময় অনুভূতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। ঋষি দেখছেন, দেবতার রথ, বাহন সব জ্যোতির্ময়, যে-সোম তাঁকে আহুতি দেওয়া হয়েছে, তাও। দেবতা আনন্দে উছলে উঠে ফুটিয়েছেন উষার আলো, সূর্যের দীপ্তি,—তিনি বিবেকী, তিনি বিদ্বান্, নবশ্রীতে নিত্য উপচীয়মান। দ্যুলোক-ভূলোক সব আলোময়, তার মধ্যে দেবতা চলেছেন আলোর ছটা হয়ে। বিশ্বকে পূর্ণ করেছেন আলোতে; তার বজ্রও জ্যোতির্ময়। অমৃতের দুয়ার মুক্ত করে তিনি এনেছেন আলোর বন্যা।।

১

অয়ং তে অস্তু হর্যতঃ
সোম আ হরিভিঃ সুতঃ।
জুষাণ ইন্দ্র হরিভির্ ন আ গহ্য
আ তিষ্ঠ হরিতং রথম্।।

**হর্যতঃ—** [তু. হর্যতো বৃষা (ইন্দ্র) ১।৫৫।৪; আ হর্যতো যজতঃ সান্বস্থাৎ (অগ্নি) ৩।৫।৩; পুনানো যাতি হর্যতঃ (সোম) ৯।২৫।৪; সোমের বিশেষণ (৯।৪৬।১; ৩; হর্যতো হরিঃ ৬৫।২৫; ৮৬।২৬; ৪২; স্বর্ণ হর্যতঃ ৯৮।৮; ১০৬।১৩; আ হর্যতো অর্জুনে অৎকে অব্যত ৯।১০৭।১৩; ১৬); (অগ্নি) ১০।১১।৬; (পূষা) ১০।২৬।৭;

(হরিঃ) দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতঃ ১০।৯৬।৪; এই সূক্তটিতেও বর্তমান সূক্তের মত আলোর খেলা বোঝাতে নানা ভাবে হৃ ধাতুর প্রয়োগ ; তু. (১, ৫, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২); (সোম) ২।২১।১;৯।২৬।৫; ৯৬।১৭; - ৯৮।৭; (অগ্নি) ৮।৭২।১৮; একমাসীনং হর্যতস্য পৃষ্ঠে (ইন্দ্র ; 'হর্যত' = ধাম) ৮।১০০।৫; সমুদ্রাদূর্মিদুয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি (বেনঃ=সূর্যঃ, এখানেও আনন্দধাম বা জ্যোতির্লোক) ১০।১২৩।২; (ইন্দ্রের বাহন) হর্যতা হরী ৮।১২।২৫-২৮; ৮।৬।৩৬; (ইন্দ্র) ১।১৩০।২; (সোম) ৯।৯৯।১। দেখা যাচ্ছে, দু-একটি জায়গা বাদে শব্দটি অগ্নি, ইন্দ্র (এবং তার বাহন) ও সোমের বিশেষণ। তিনজনই বৈদিক সাধনার প্রধান দেবতা—যেমন তন্ত্রের ত্রিমূর্তি অগ্নি-সূর্য-চন্দ্র। শব্দটি যে < √ হৃ < ঘৃ (দীপ্তি দেওয়া), তার প্রমাণ 'স্ব র্ণ হর্যতঃ' এই উক্তিটিতে (স্বর্লোকের মত ঝলমল) ৯।৯৮।৮। বর্তমান সূক্তে আর হরিসূক্তে (১০।৯৬) শব্দটির ছড়া-ছড়ি দেখেও তাই মনে হয়। কিন্তু নিঘন্টুতে 'হর্যতি' < √ হর্ অর্থ 'চাওয়া' (২।৬), 'চলা' (২।১৪); হিরণ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতে গিয়ে যাস্ক বলছেন 'হর্যতের্বা স্যাৎ প্রেসাকর্মণঃ' (২।১০), যদিও 'হিরণ্য' স্পষ্টতই < √ হৃ < ঘৃ। ধাতুর অর্থ, 'চাওয়া' হতে 'পাওয়া', 'তৃপ্ত হওয়া', 'আনন্দ করা' হয়েছে অনেক জায়গায়। 'হর্যত' শব্দের অর্থে তার ছোঁয়াচ আছে; তা অসঙ্গতও নয়, কেননা আলো আর আনন্দ দুটি কাছাকাছি। সুতরাং] আনন্দে ঝলমল।

**হরিভিঃ সুতঃ**—[ পঞ্চম ঋকে আছে 'হরিভি হদ্রিভিঃ সুতম্' ; সুতরাং 'হরি' এখানেও অদ্রির বিশেষণ। তু. 'উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ৮।৯৩।৩১, ৩২, ৩৩। 'হরিভিঃ' দ্র. ৩।৪৩।৩] জ্যোতির্ময় পাষাণদ্বারা নিষ্পিষ্ট। পাথর 'স্থিতৌ যত্নঃ' বা অটুট সম্বন্ধের প্রতীক (দ্র. ৩।১।১ 'অদ্রিম')। এ-সঙ্কল্প চিন্ময়, তাই পাষাণও জ্যোতির্ময়।

**হরিতম্**— [ 'হরিৎ' কিংবা 'হরিত' দুটি রূপই আছে। নিঘন্টুতে 'হরিতঃ' (দিক (১।৬), নদী (১।১৩), আদিত্যের অশ্ব (১।১৫)। শেষের অর্থটি অবশ্য বোঝাচ্ছে কিরণকে। নদী নাড়ীর প্রতীক হলে জ্যোতির্ময় প্রাণের বাহন, এই অর্থে হরিৎ। আবার দিক বা দিগন্ত বোঝাতে হরিৎ হালকা সবুজ, সোনালী, সাদা, তিনটিই বোঝাতে পারে। হালকা সবুজ থেকে হরিৎ 'হলদে' হয়ে গেছে। শ্যাম বলতে নবদুর্বাদলের উপমা দেওয়া হয়। তা সোনালীর কাছ-ঘেঁষা। শ্যাম কালো ছিলেন কিনা, বলা শক্ত। ওদেশে যেমন blonde আর brunette এর মধ্যে তফাৎ, এদেশেও তেমনি গৌর আর শ্যামে তফাৎ। সুতরাং হরিতও গাঢ় সবুজ নয়, সোনালী সবুজ অথবা সোনালী। আর্যেরা রংকানা ছিলেন, এমন অপবাদ আছে।] হিরণ্ময়, সোনালী। 'হরিৎ রথ' সাধকের শুদ্ধ সত্তা ; দেবতাকে বলা হচ্ছে তাতে অধিষ্ঠিত থাকতে।

প্রত্যাহৃত চেতনায় চিন্ময় সঙ্কল্পের অটুট পাষাণ দিয়ে এই-যে তোমার তরে নিঙ্ড়ে রেখেছি আনন্দঝলমল ঊর্ধ্বস্রোতা সোমের ধারা। বজ্রসত্ত্ব, এ-ধারা তোমায় নন্দিত করুক,—এসো আমাদের আধারে তোমার জ্যোতিঃশক্তিতে বাহিত হয়ে। এই-যে সত্ত্বতনুর জ্যোতির্ময় রথ। দেবতা, এ-রথে আসীন থাক :

তোমারই হোক এই আনন্দঝলমল

সোমের ধারা—আলোর পাষাণে নিংড়ে-দেওয়া।

তায় নন্দিত হয়ে, বজ্রসত্ত্ব, জ্যোতির বাহনে আমাদের কাছে এস—

অধিষ্ঠিত থাক আলোর রথে।।

২

হর্যন্ন্ উষসম্ অর্চয়ঃ

সূর্যং হর্যন্ন্ অরোচয়ঃ

বিদ্বাংশ্-চিকিত্বান্ হর্যশ্ব বর্ধস

ইন্দ্র বিশ্বা অভি শ্রিয়ঃ ।।

**হর্যন্** — [ দ্র. 'হর্যতঃ' ] আনন্দে ঝলমল হয়ে।

**অর্চয়ঃ** — [ √ অর্চ < ঋচ্ || রুচ্ || রুশ (দীপ্তি দেওয়া, উজ্জ্বল করা; তু. Lat. russ-(us) 'red', 'Lith. rusvas' reddish brown', O. Slav. rusu 'fair') + ণিচ্ + লঙ্ স্। নিঘন্টুতে 'অর্চতি' গায়, স্তব করে, উজ্জ্বল করে ইত্যাদি (৩।১৪); 'অর্চিঃ' জ্বলন্ত (১।১৭), 'অর্ক' অন্ন (২।৭) বজ্র (২।২০), নৈগমকাণ্ডে যাস্ক : 'অর্কো দেবো ভবতি...মন্ত্র...অন্নং... বৃক্ষঃ' (৫।৪), 'হরিতে'র সঙ্গে যেমন হাল্কা সবুজ বা হলদের সম্পর্ক, তেমনি 'অর্চি'র সঙ্গে লাল আভার। গৌরবর্ণ হলদের দিকে বা লালের দিকে ঘেঁষে। তাই থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর বৈশ্যের গায়ের রঙের কল্পনা। তার বাইরে কালো; তা শূদ্রের রং। কালো অন্ধকার ফুটে আলো বেরুচ্ছে—আকাশের কোল লাল, তার উপরে শাদার আভাস, নীচে সোনালী সবুজ। এই ভোরের ছবি থেকে ত্রিবর্ণ ত্রিগুণের কল্পনা। লাল রংটা মাঝামাঝি, তাই রজঃ বা অন্তরিক্ষ।] রাঙিয়ে তুললে। উষা প্রাতিভজ্ঞানের অরুণ ছটা, তাঁর বাহনেরা 'অরুণ্যো গাবঃ' (নিঘ. ১।১৫) ; সূর্য বিজ্ঞানের দীপ্তি।

**বিদ্বান্ চিকিত্বান্**—[ তু. এতা চিকিত্ব...মর্তাংশ্চ বিদ্বান্ (অগ্নি) ১।৭০।৩; স বিদ্বাঁ আ চি পিপ্রয়ঃ, যক্ষি চিকিত্ব অনুষক্ (অগ্নি) ২।৬।৮; হোতাশ্চিকিত্ব ...প্রজানন্ বিদ্বান্ (অগ্নি) ৩।২৯।১৬; সেদু দুত্যং চিকিত্বাঁ অন্তরীয়তে, বিদ্বাঁ আরোধনং দিবঃ ৪।৮।৪; যোধি বিদ্বাঁন্.....কদা চিকিত্বাঁ অভি চক্ষসে ন ৫।৩।৯; যজ্ঞস্য বিদ্বান্ পরুষশ্চিকিত্বান্ ১০।৫৩।১। 'চিকিত্বান্ চেতনাবান্' (নি. ২।১২)। 'চিকিত্বস্' < √ চি ‖ চিৎ ‖ কিৎ ‖ চিন্ত্ (বেছে নেওয়া ; খুঁটিয়ে দেখা ; বিচার করা)।] সুতরাং যাঁর সামান্যজ্ঞান আছে তিনি 'বিদ্বান' ; যাঁর বিশেষজ্ঞান আছে তিনি 'চিকিত্বান্'।

**হর্যশ্ব**— জ্যোতির্ময় বাহন যাঁর।

**শ্রিয়ঃ**— দ্র. ৩।১।৫ শ্রী তন্ত্রের ষোড়শী আনন্দপূর্ণিমা; উষা-সূর্য-শ্রী উন্মেষক্রম লক্ষণীয়।

হে দেবতা, এ কী জ্যোতিরুৎসব আজ আমার চেতনায়! আনন্দে ঝলমল তুমি, প্রাতিভসংবিতের অরুণ আলো ফুটিয়ে তুললে ঐ আমার দিগন্তে, আনন্দের আর-এক দোলায় বিস্ফারিত করলে তাকে বিজ্ঞানের সৌরদীপ্তিতে। তোমার জ্যোতিঃশক্তিতে বাহিত হয়ে নেমে এসেছ আমার মাঝে,—জেনেছ আমায়, নিয়েছ আমার মর্মের সকল রহস্যের পরিচয়। সেই জানার আলোতে এই আধারে উপচিত হয়ে চলেছ তুমি নিত্যকল্যাণের ষোড়শকলা পূর্ণিমার পানে :

আনন্দে ঝলমল হয়ে উষাকে রাঙিয়ে তুললে,

সূর্যকে আনন্দে ঝলমল হয়ে তুললে ফুটিয়ে।

জানি, খুঁটিয়ে দেখ সব তুমি, হে জ্যোতির্বাহন ;এই-যে উপচে চলেছ

মহেশ্বর, নিখিলব্যাপিনী শ্রীর পানে।।

৩

দ্যাম্ ইন্দ্রো হরিধায়সং
পৃথিবীং হরি বর্পসম্
অধারযদ্ = ধরিতো ভূরি ভোজনং
যযোর্ অন্তর্ হবিশ্ চরৎ।।

**হরিধায়সম্**—[ অনন্য প্রয়োগ। অনুরূপ উত্তরপদ : 'কারুধায়ঃ', 'বিশ্বধায়ঃ', 'ভূরি-ধায়ঃ' 'গো-ধায়ঃ'; প্রত্যেকটির পূর্বপদে উদাত্তস্বর। অসমস্ত 'ধায়স্' শব্দ: 'ধায়োভির্জ যো যুজ্যেভিরর্কৈর্ বিদ্যুন্ন দবিদ্যোৎ (অগ্নি) ৬।৩।৮; প্র ক্ষোদস্য ধায়সা সস্র এবা (সরস্বতী) ৭।৯৫।১। তু. 'ধাম' 'ধামানি ত্রয়ানি ভবন্তি—স্থানানি, নামানি, জন্মানি ইতি (নি. ৯।২৮)'। ধামের সঙ্গে আলোর সম্পর্ক আছে; 'light-abode' (Falk)। তুমর্থে চতুর্থ্যন্ত 'ধায়সে'র অনেক প্রয়োগ। মোটের উপর, 'ধায়স্' স্থির প্রতিষ্ঠা, স্থিতি, শক্তির নিষ্পন্দরূপ। ] জ্যোতির্ময় স্থৈর্য বা প্রশান্তি যার মধ্যে।

**হরিবর্পসম্**—[ তু. আ ত্বা বিশন্ত হরিবর্পসং গিরঃ (ইন্দ্র) ১০।৯৬।১। নিঘন্টুতে 'বর্পঃ' রূপ (৩।৭); 'বৃণোতি ইতি' (নি ৫।৮)। < √ বৃপ্ < √ বৃ (তু. √ সৃ ‖ সৃপ্, √ কৃ ‖ ক্লৃ প্), আবৃত করা ; তু. Eng. wrap। 'বর্পস্' > 'রূপ' (বর্ণবিপর্য্যাস) জ্যোতির্ময় রূপ যার। ] দ্যুলোকে অব্যাকৃত শান্তি, ভূলোকে ব্যাকৃতির ঐশ্বর্য। দুটিকেই ইন্দ্র ধরে আছেন 'হরিতঃ' হয়ে ; দুটিই আমাদের।

**ভূরি ভোজনম্**—অজস্র ভোগের ক্ষেত্র, উচ্ছল আনন্দধাম। আকাশের অরূপ আনন্ত্য, আর পৃথিবীতে রূপের বৈচিত্র্য—দুয়েতেই ঋষির অফুরন্ত উল্লাস।

হরিঃ— [ ইন্দ্র জ্যোতির্ময়, তাই তিনি 'হরিঃ'। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় হরি-সূক্ত ১০।৯৬, যার সঙ্গে এই সূক্তটির ভাব ও ভাষায় অনেক সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্র ঋগ্বেদে প্রধান দেবতা, ঈশ্বরস্থানীয়; বরুণ ব্রহ্মস্থানীয়। ইন্দ্র আর বিষ্ণু দুইই আলোর দেবতা, দুইই সৌর (পুরাণে বিষ্ণু 'উপেন্দ্র')। যখন বিষ্ণু এসে ঈশ্বরের জায়গা দখল করলেন, তখন ইন্দ্রের এই 'হরি' বিশেষণটি রয়ে গেল অনেকটা ব্রহ্মবাচী হয়ে। আধুনিক ভারতে উপাসিত তিনটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই এই শব্দটির যোগ আছে : বিষ্ণু 'হরিঃ', শিব 'হরঃ' শক্তি 'হ্রীং'। বিষ্ণুর 'হরি'নামটির ব্যঞ্জনা এখনও ব্রহ্মের মত অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক। ] আলোর দেবতা। দ্যুলোক-ভূলোকের তিনি 'ধৃতি' আবার দুয়ের মাঝে গতিও।

মাথার উপরে ঐ দ্যুলোকবিথার—আনন্ত্যের দ্যুতি জমাট বেঁধেছে তার মধ্যে; আর পায়ের তলায় এই শ্যামলা পৃথ্বী—আলোর কত-যে চিত্রলেখা তার অঙ্গে-অঙ্গে! দুইই আমাদের অফুরন্ত আনন্দের পসরা। বজ্রসত্ত্ব তাঁর হিরণ্যদ্যুতিতে নিশ্চল স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছেন দুয়ের মাঝে; আবার মহাকুণ্ডলীর বিদ্যুৎবিসর্পরূপে তিনিই প্রাণের দীপনী হয়ে চলেছেন দুয়ের মাঝে :

বজ্রসত্ত্ব জ্যোতির্ময় স্থৈর্যের আধার দ্যুলোককে

আর জ্যোতির্ময় রূপের পসরা এই পৃথিবীকে

ধরে রয়েছিলেন হিরণ্ময় হয়ে ; তারা দুটিই আমাদের অজস্র সম্ভোগের ক্ষেত্র :

তাদের মাঝেই আবার আলোর দেবতা চলছেনও, দেখলাম।।

৪

জজ্ঞানো হরিতো বৃষা
বিশ্বম্ আ ভাতি রোচনম্
হর্যশ্বো হরিতং ধত্ত আয়ুধম্
আ বজ্রং বাহ্বোর্ হরিম্।।

**জজ্ঞানো**— [ জন্ (জন্ম নেওয়া বা দেওয়া ; তু. Lat. gignere 'to beget, bear', Gk. gignomai 'to become, to be born' < Aryan base g (e) ne, g(e)no, gn 'to beget, to bring forth') + শানচ্ + ১-এ ] জন্ম নিয়েই। সাধকের চেতনায় দেবতার আবির্ভাবই তাঁর জন্ম। দেবতারা জন্মান, কিন্তু মরেন না—কেননা তাঁদের জন্ম আমাদের চেতনায়, কিন্তু চিৎস্বরূপে তাঁরা নিত্য।

**রোচনম্**— [ দ্র. 'অর্চয়ঃ' ] আলোয় ঝলমল।

**আয়ুধম্** — [ নিঘন্টুতে 'আয়ুধানি' উদক (১।১২) বা প্রাণশক্তি ।] দেবতা নিত্যযুযুৎসু, জড়ত্বের বাধাকে তাঁর ভাঙ্‌তে হচ্ছে প্রাণের শক্তিতে, চেতনার শক্তিতে। তারাই তাঁর আয়ুধ। ইন্দ্রের আয়ুধ বজ্র—যা দেহের দিক থেকে ওজঃশক্তি, আবার ওদিক থেকে চিদ্বীর্য। আয়ুধের কল্পনা ফলাও হয়েছে তন্ত্রে এবং পুরাণে। তন্ত্রের অস্ত্রবীজ হল 'ফট্'—বিস্ফোরণের শব্দানুকৃতি।

আমার চেতনায় দেবতার সেই প্রথম আবির্ভাব। তাঁর হিরণ্যদ্যুতিতে সব সোনা হয়ে গেল, আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘুচল তাঁর শক্তির ধারাসারে ;— আমার সব-কিছু যে আজ ঝলমল করছে তাঁর বিদ্যুতের ঝলকে-ঝলকে। আলোর শক্তিরা তাঁকে বয়ে এনেছে এখানে—শুধু আমারই কান্তরূপে নয়, তিমিরবিদার রুদ্রের রূপে। তাঁর দুটি হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে ঐ জ্বলছে হিরণ্ময় প্রহরণ, আঁধারের মর্মভেদী ঐ আলোর বজ্র—আমারই ঊর্ধ্বস্রোতা ওজঃশক্তির নির্মল দান :

যখন জন্মান হিরণ্ময় শক্তির নির্ঝর,—

সবকিছুকে আভায়িত করেন, করেন ঝলমল।

জ্যোতির্বাহন ধারণ করেন হিরণ্ময় প্রহরণ—

বজ্র ধরেন দুটি বাহুতে—আলোয় ঝলমল।।

৫

ইন্দ্রো হর্যন্তম্ অর্জুনং

বজ্রং শুক্রৈর্ অভীবৃতম্

অপাবৃণোদ্ = ধরিভির্ অদ্রিভিঃ সুতম্

উদ্ গা হরিভির্ আজত।।

**হর্যন্তম্**— [দ্র. 'হর্যণ'] আনন্দে ঝলমল। বজ্রের বিশেষণ। বজ্রের আনন্দ ওজঃ শক্তির উজান বওয়ার আনন্দ; তাই তে 'ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্'।

**শুক্রৈর্ অভীবৃতম্**—[তু. শুক্রের শোদ্ভিরর্চিভিঃ ৫।৭৯।৮। এখানেও 'অর্চি'র অধ্যাহার করা চলে] শুভ্র ছটায় ছাওয়া। এরপর 'অদধাৎ' (ধরেছিলেন) উহ্য আছে ধরে নিতে হবে।

**অপাবৃণোৎ**—['আবরণ রহিতামকরোৎ। তথা চ মন্দ্রবর্ণঃ—'পূষা রাজানম্ আঘৃণিরপগূল্হম্ গুহাহিতম্। অবিন্দৎ।' ১।২৩।১৪; — সায়ণ।] অপাবৃত করলেন, নির্মুক্ত করলেন। কাকে?

**হরিভিঃ অদ্রিভিঃ সুতম্**— শুদ্ধসঙ্কল্প শক্তির দ্বারা নিষ্পিষ্ট ও নিষ্কাসিত রসের ধারাকে। প্রত্যাহার শক্তিতে রস-চেতনা সংহত হয়, ধারা উজান বইতে থাকে, আনন্দের সব আয়োজন পূর্ণ হয়; তবু দেবতার ছোঁয়ার অপেক্ষা থাকে—নইলে বিদ্যুতের ঝলক জাগে না। এইটুকু দেবতার বজ্রের দান, আনন্দের শেষ ঢাকনাটি খুলে দেওয়া। তু. শিবের মাথার 'বজ্র'।

**হরিভিঃ গাঃ উদ্ আজত**—[তু. আ গা আজদ্ উশনাঃ কাব্যঃ সচা (ইন্দ্র) ১।৮৩।৫; উদ গা অজদ্ অভিনদ্ ব্রহ্মণা বলম্ (ব্রহ্মণস্পতি) ২।২৪।৩; বৃহস্পতি-রুস্রিয়া বাবশতীরুদাজৎ ৪।৫০।৫; উদ্ গা আজদ্ অঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহাসতীঃ। অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ (ইন্দ্র) ৮।১৪।৮; ১০।৬৮।৫ (এই ব্যাপারেরই একটি কাব্যময় বর্ণনা);উদ্ উস্রিয়া পর্বতস্য ত্মনাজৎ (বৃহস্পতি) ১০।৬৮।৭; বৃহস্পতির্বিশ্বরূপাম্ উপাজত ১।১৬১।৬; উদুস্রা আজন উষযো হুবানাঃ (মনুষ্যাঃ পিতরঃ) ৪।১।১৩। মূল কাহিনীটা এই : পণিরা (কিম্বা বলাসুর) গো-যূথকে নিয়ে পাথরের খোঁয়াড়ে বন্দী করে রেখেছে; ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বজ্রের দ্বারা বা ব্রহ্মের দ্বারা সে-অবরোধ ভেঙে তাঁদের মুক্ত করছেন। রূপকটা সহজবোধ্য। একজায়গায় দেখছি, পিতৃগণ এবং তারই অনুসরণে মনুষ্যেরা এমনি করে আলোকে মুক্তি দিচ্ছে—সেখানে আলাদা করে দেবতার উল্লেখ নাই ৪।১।১৬। একটি বিষয় লক্ষণীয়, অপ্ ধাতুর উপসর্গ প্রায় সর্বত্রই 'উৎ'। উদজ্ ধাতুর অর্থ তাহলে দাঁড়াচ্ছে 'উষার দিকে ঠেলে দেওয়া'। আলোর স্রোত ঊর্ধ্বগামী হবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। 'হরিভিঃ' কারা? নিশ্চয় ইন্দ্রের বাহনেরা, যারা চিন্ময় সাধনসম্পদের প্রতীক। 'উদ্ আজত' < উৎ √ অজ্ (তাড়ানো, খেদানো; তু. Lat. agere 'to move, drive,' Gk. ago. 'drive, lead') + লঙ্ ত।]

বাহনদের নিয়ে ধেনুদের উপরপানে ঠেলে দিলেন; চিৎশক্তির সহায়ে আলোর ধারাকে উজান বওয়ালেন।

অর্জুনং— [ √ অর্জ্ < √ ঋজ্ ( ঝক্ ঝক্ করা; তু. 'ঋঞ্জন্তি' ৩।৪৩।৬; Skt. ঋজ্রঃ 'red, glowing', Lat. argentum 'the white metal, silver'. Gk. arges 'white' argos 'shining, bright, glistening'] ঝক্‌ঝকে, শুভ্র।

দেখলাম মহেশ্বরকে, তিমিরবিদার শুভ্র বজ্র তাঁর হাতে—উর্ধ্বস্রোতা আনন্দের দ্যুতিতে সে ঝলমল, শুদ্ধ-সত্ত্বের শুভ্রচ্ছটার মেরুতন্ত্র সে। আমার শুভ্র প্রত্যাহার শক্তির নিষ্পেষণে সুষুম্ণতন্তুতে যে-ধারা উজান বইছিল, দেবতার ঐ বজ্রের স্পর্শে সাগর-সঙ্গমের প্রাক্-ক্ষণে সহস্রদলকমলের আনন্দে অপাবৃত হল তার সঙ্গোপন ঐশ্বর্য, তাঁর চিৎশক্তির সংবেগে আধারের পর্বে-পর্বে ঘটল উত্তরবাহিনী কিরণমালার বিচ্ছুরণ :

মহেশ্বর ধরে আছেন আনন্দে-ঝলমল শুভ্র

বজ্রকে—শুক্ল-চ্ছটায় ছাওয়া।

অপাবৃত করলেন তিনি আলোর পাষাণ দিয়ে নিংড়ে-দেওয়া আমার আনন্দকে—

উপরপানে কিরণমালাকে জ্যোতিঃশক্তির সংবেগে দিলেন ঠেলে।।

## গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
## পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত

এই সূক্তটিতে ইন্দ্রের আবাহন আছে, কিন্তু সোমপানের আমন্ত্রণ নাই। আছে তাঁর বৃত্রঘাতী, তিমিরবিদার পুরন্দর শৌর্যের বর্ণনা। সমুদ্রগম্ভীর তাঁর প্রজ্ঞা আর বীর্য। তাঁর কাছে আমরা চাই দুর্ধর্ষ সর্বজিৎ প্রাণের সংবেগ, চাই কল্পতরুর সুচিরবাঞ্ছিত ফল। আমাদেরই ওজঃশক্তিতে সংবর্ধিত হয়ে তিনি হোন্ পরাবাণীর ভান্ডারী এই চাই। সূক্তটিতে কয়েকটি সুন্দর উপমা আছে।

১

আ মন্দ্রৈর ইন্দ্র হরিভির্
যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কেচিন্=নি যমন্, বিং ন পাশিনো
হতি ধন্বেব তাঁ ইহি।।

**মন্দ্রৈঃ—** [√মদ্ (মাতাল হওয়া, আনন্দ করা ; তু. 'মধু' : অন্তব্যাপত্তির্ভবতি...মধু ইতি, নি. ২।২)।। মন্দ্ + র ] যারা আনন্দে মাতাল, তাদের নিয়ে বা তাদের দ্বারা বাহিত হয়ে। দেবতার আগমনে আলো আর আনন্দের তুফান বইবে, সমস্ত সত্তা টলমল করে কাঁপবে।

**ময়ূর-রোমভিঃ**—[অনন্যপ্রয়োগ। কিন্তু আর-একটি শব্দ আছে, 'ময়ূর শেপ্যা'— ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে, 'আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা শিতিপৃষ্ঠা বহতাং' ৮।১।২৫। তা ছাড়া আর-একবার মাত্র বিষহারিণী সাতটি ময়ূরীর উল্লেখ আছে, ১।১৯১।১৪। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : ময়ূর সাপের শত্রু। পুরাণে দেবসেনাপতি স্কন্দ বা কার্তিকেয় ময়ূর-বাহন। ইন্দ্রশত্রু বৃত্র অহি বা সাপ (ইডেন উদ্যানে শয়তান সাপের রূপ ধরেছিল)। তন্ত্রে আকাশতত্ত্বের রং হচ্ছে ময়ূরকণ্ঠী। বেদে এবং পুরাণে শৌর্যের দেবতা দুজনেই বলতে গেলে ময়ূরবাহন, তন্ত্রের ভাষায় আকাশতত্ত্বে অধিষ্ঠিত। ময়ূর সাপের শত্রু, এ-বিশ্বাস দেখছি ঋগ্বেদের যুগেও ছিল। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ; রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা, ওটা যোনিচিহ্ন। তাহলে ব্যুৎপত্তি √ ময়্ || মি || মা (নির্মাণ করা) ; অনুরূপ একটি শব্দ 'ময়ূখ', নিঘন্টুতে 'রশ্মি' (১।১৪)। যেমন করেই হোক, দেখা যাচ্ছে ময়ূরের সঙ্গে চিৎশক্তির যোগাযোগ আছে। ] ময়ূরের রোঁয়ার মত গায়ের রং যাদের, তাদের নিয়ে।

**মা নি যমন্**— কেউ যেন তোমার পথ না আটকায়।

**বিম্**— [ যাস্ক, < √ বি (চলা, ওড়া। ২।৬; তু. Lat. avis 'a bird', also Gk. aietos, aetos 'eagle' (for awjetos)] পাখিকে। পাখিকে পাশ দিয়ে ব্যাধ যেমন আটকাতে পারে না, তেমনি।

**ধন্বা ইব তান্ অতি ইহি**—[ 'ধন্বন্' মরুদেশ (নিঘ. 'অন্তরিক্ষ' ১।৩, নৈগমকাণ্ডে, যাস্ক ধন্বান্তরিক্ষং ধন্বন্তি অস্মাদীপঃ ৫।৫; নিঘ. 'ধন্বতি' গতিকর্মা ২।১৪) < ধন্ (দৌড়া, চলা) || হন্। বস্তুত 'ধন্বন' মরীচিকা, যার পেছনে তৃষার্ত মানুষ ছুটে বেড়ায়; তাই থেকে 'মরুভূমি' (তু. 'ধন' লক্ষ্য), 'ধনুঃ' তীরকে যে ছোটায়)। তু. ত্রী ধন্ব ১।৩৫।৮; ১০।১৮৭।২। শব্দটির অনেক প্রয়োগ। ] মরুভূমির মত তাদের পার হয়ে এসো। 'পাশ' আর 'উষরতা' দুটিকে এড়াতে হবে।

বজ্রসত্ত্ব, বিদ্যুতের বেগে নেমে এস এই আধারে দ্যুলোকের ওপার হতে। তোমার জ্যোতির্ময় বাহনেরা আমাদের বুকে তুলুক আনন্দের ঝড়, কলাপের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় ঝলমলিয়ে তুলুক আমার মূর্ধন্যচেতনা। তুমি পাখির মত পাখা মেলে দাও, আমার চিত্তের কোনও ক্লেশ কোনও সঙ্কোচ যেন তোমার স্বচ্ছন্দগতিকে ব্যাহত না করে। অনেক ধূসর ঊষরতা হয়তো আছে, তাদের শ্যামল করে' নেমে এসো গুপ্তশত্রুর সব ছলনা এড়িয়ে :

বজ্রসত্ত্ব, আনন্দে-মাতাল আলোর বাহনদের নিয়ে
এসো! আহা, ময়ূরকণ্ঠী তাদের গায়ের রং।
তোমায় কেউ যেন না আটকায়—পাখিকে আটকায় যেমন পাশহাতে ব্যাধেরা;
ঊষর ভূমির মত তাদের এড়িয়ে এসো তুমি।

২

বৃত্রখাদো বলং রুজঃ
পুরাং দর্ম অপাম্ অজঃ।
স্থাতা রথস্য হর্যোর অভিস্বর
ইন্দ্রো দৃল্‌হা চিদ্ আরুজঃ।।

বৃত্রখাদঃ— [ তু. ৩।৫১।৯, ১০।৬৫।১০ ] বৃত্রকে বিনাশ করেন যিনি।

**বলংরুজঃ**— বলকে যিনি ভাঙেন। বল অবিদ্যার আবরণ [<√বৃ (ঢাকা) নি. ৬।২] বল আর বৃত্র একই ধাতু থেকে। মনে হয়, বৃত্র সাধারণ সংজ্ঞা, বল বিশেষ সংজ্ঞা। যাস্ক বলছেন, 'তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ॥ ত্বাষ্ট্রোঽসুরইতি ঐতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাব কর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে। তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি। অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ। বিবৃদ্ধ্যা শরীরস্য স্রোতাংসি নিবারয়াঞ্চকার। তস্মিন্ ইতে প্রসস্যন্দিব আপঃ।...বৃত্রো বৃণোতের্বা, বর্ততে র্বা, বর্ধতে র্বা; এই বলে ব্রাহ্মণ থেকে তিনটি ব্যুৎপত্তির সমর্থন দিচ্ছেন (২।১৭)। বৃত্র আর বল দুইই নিঘন্টুতে 'মেঘে'র নামে ধরা আছে (১।১০); কিন্তু বল আবার পাহাড়কেও বোঝাতে পারে (নিঘ. ২।২১)। এদিকে বৃত্রকে 'ধনে'র নামেও ধরা হয়েছে (নিঘ. ২।১০)। 'শ্রবঃ'র পাশেই 'বৃত্র'; 'শ্রবঃ' যদি বাক্ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তাহলে তার ওপারে বৃত্র। এই 'বৃত্র' তখন 'অসৎ' বা 'শূন্য', কেননা সেও অন্ধকার, অথচ লক্ষ্য। এই থেকে বৃত্রের সংজ্ঞা যে সাধারণ, তা বোঝা যায়।

**পুরাং দর্মঃ** [ নিরানব্বুইটি অবিদ্যার পুরীকে বিদীর্ণ করে ইন্দ্র হন 'শতক্রতু' দ্র. ৩।৪২।৫ 'শতক্রতু'। দর্ম < √ দৃ (বিদীর্ণ করা) + ম ] পুরন্দর।

**অপাম্ অজঃ**— [ 'অজঃ' : দ্র. 'উজ আজত' ৩।৪৪।৫ ] প্রাণের ধারাকে উৎসারিত বা মুক্ত করেন যিনি। চারটি বিশেষণে মোটামুটি ইন্দ্রশক্তির পরিচয় দেওয়া হল।

**রথস্য স্থাতা**— দেহরথের অধিষ্ঠাতা।

**অভিস্বরে**— [ তু. চতুষ্পাদ এতি দ্বিপদামভিস্বরে ১০।১১৭।৮; অভিস্বরা নিষদা গা অবস্যবঃ ২।২১।৫; নেমিং নমন্তি চক্ষসা, মেষং বিপ্রা অভিস্বরা ৮।৯৭।১২; যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগম্ অনিমেষং বিদথাভি স্বরন্তি ১।১৬৪।২১। < অভি √ স্বর্ (শব্দ করা, ডাকা), কাউকে লক্ষ্য

করে ডাকা। রহস্যার্থ, মন্ত্ররব ; তু. অনাহত ধ্বনি। ইন্দ্র 'বলং বি চকর্তা রবেণ' ১০।৬৭।৬ ; বৃহস্পতি ও তাই করেছেন ১০।৬৭।৫। মন্ত্রশক্তিতে অবিদ্যার আবরণ বিদীর্ণ করা মন্ত্রশাস্ত্রের গোড়ার কথা। এখানে অভিস্বর উচ্চারণ করছে ইন্দ্রের দুটি বাহন। সাধারণ অর্থে, ইন্দ্রের বাহন দুটি হ্রেষাধ্বনি করে উঠল, আর অমনি পাষাণ চৌচির হয়ে গেল। রূপক সহজেই বোঝা যায় ] হ্রেষায়; নাদধ্বনিতে।

**দৃল্‌হা চিদ্ আরুজঃ**— যা অনড় তারও ভঞ্জক।

এই আধারেই দেবতার নিত্যজাগ্রত অধিষ্ঠান আঁধারের আড়াল ভেঙে জাগায় প্রাণ, ফোটায় আলো। অচিত্তির হিমস্পর্শে জীবন আড়ষ্ট, প্রাণ কুণ্ঠিত, চেতনার পর্বে-পর্বে বাসা বেঁধেছে অবিদ্যার অন্ধতমিস্রা। দেবতা আসেন ; তাঁর দুটি আলোকবাহন ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের পুঞ্জে-পুঞ্জে, গর্জে ওঠে বজ্রের নির্ঘোষে। আঁধার কেঁপে ওঠে, অদিব্যের অনড় বাধা খান্-খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে। তাঁর স্পর্শে অবরুদ্ধ প্রাণের স্রোত হয় উত্তরবাহিনী ; তার স্বচ্ছন্দ উৎসারণের পথে আর তো বাধা নাই—দেবতার বজ্রের হানায় পাষাণের বাঁধ ভেঙেছে, বিদীর্ণ হয়েছে অবিদ্যার আবরণ, নিঃশেষে নির্মূল হয়েছে তার অন্তিম ছলনা :

বৃত্রকে গ্রাস করেন, ভাঙেন তার আবরণ ;

অসুর-পুরীকে বিদীর্ণ করে প্রাণের ধারাকে উজান বওয়ান্।

অধিষ্ঠাতা তিনি এই দেহ-রথের ; দুটি জ্যোতির্বাহনের মন্ত্রধ্বনিতে

বজ্রসত্ত্ব কঠিনকেও করেন বিচূর্ণ।।

৩

গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব
ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা
হ্রদং কুল্যা ইবাশত।।

**গম্ভীরান্ উদধীন্ ইব**— [ 'উদধি'র তিনটি মাত্র প্রয়োগ : আভোগং হন্মনা হতম্ উদধিং হন্মনা হতম্ (ইন্দ্রাগ্নী ; বলাসুরকে বোঝাচ্ছে) ৭।৯৪।১২; নিস্ত্রীণি সাকম্ উদধেরকৃন্তৎ (বৃহস্পতি) ১০।৬৭।৫, এ দুটি উদাহরণে সমুদ্র বোঝাচ্ছে না, শুধু বোঝাচ্ছে 'জলাশয়'। এখানেও তাই। 'গম্ভীর' || 'গভীর', গহ্বর, গহন < √ গহ্ || গাহ্ || গাধ্ (সায়ণ)।] গভীর জলাশয়ের মত। ইন্দ্রের 'ক্রতু'র উপমা ; আর-একটি উপমা গাঃ ইব।

**গাঃ ইব**— গভীর জলাশয় রহস্যময়, উষার আলো স্বচ্ছ। দেবতার 'ক্রতু' বা চিন্ময় সামর্থ্যও তাই।

**সুগোপাঃ**— [ অশ্বিদ্বয় ১।১২০।৭, ব্রহ্মণস্পতি ২।২৩।৫ ; যজমানঃ ইন্দ্র স্যাম সুগোপাঃ ৫।৩৮।৫ ; পরমদেবতা ৫।৪৪।২; বিশ্বেদেবাঃ ৬।৫১।১১, পণিরা ১০।১০৮।৭। এখানেও যজমানেরাই 'সুগোপাঃ'। পণিদের সঙ্গে তুলনীয়: তারা আলোর সম্পদকে লুকিয়ে রেখেছিল ] (দেবতাকে) হৃদয়ে আগলে রেখেছে যারা।

**যবসম্**— [ < √ যু (সামর্থ্য দেওয়া) ] পশুর খাদ্য।

**কুল্যাঃ**— [ তু. স্যন্দিস্তাং কুল্যাঃ বিষিতাঃ পুরস্তাৎ ৫।৮৩।৮; সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্ ১০।৪৩।৭। নিঘন্টুতে 'নদী' ১।১৩। ব্যুৎপত্তি তু.

Lat. cursere < curs ‘to run’, Eng. horse] জলের ধারা।
ইন্দ্রই পুষ্টি, ইন্দ্রই নির্বাণ।

**আশত**— (ইন্দ্রের কাছে) পৌঁছল, তাঁকে পেল।

মহেশ্বর, অপ্রমেয় তোমার মহিমা। তোমার সৃষ্টির প্রজ্ঞা আর বীর্য বুদ্ধির কাছে যেমন রহস্যে গভীর, বোধির কাছে তেমনি উষার আলোর মতন স্বপ্রকাশ। তোমার স্পর্শকে হৃদয়ের গোপনে সঞ্চিত রেখেছে যারা, তোমার পথের তারা অতন্দ্র পথিক; তারা পেয়েছে তোমায় প্রাণের আরামরূপে, পেয়েছে তোমায় কূলহারা তটিনীর সাগরসঙ্গমের আনন্দে :

গভীর জলাশয়ের মত

সৃষ্টির প্রজ্ঞা আর বীর্যকে ধরে আছ—উষার আলোর মত।

মমতায় তোমায় আগলে রেখেছে যারা,—তৃণের পানে ধেনুর মত,

হ্রদের পানে জলধারার মত ছুটে চলেছে তোমার পানে, পেয়েছেও।।

৪

আ নস্ তুজং রয়িং ভরা
ংশং ন প্রতিজানতে।
বৃক্ষং পক্বং ফলম্ অঙ্কীব ধূনুহী
-ন্দ্র সংপারণং বসু।।

**তুজং রয়িং**— [ 'তুজং' : দ্র. ৩।৩৪।৫ ; cp. Lat. ducere. O. Lat. doucere < Douk, deuk 'to draw ; to lead.' O.E. here-toga 'army- leader' < Gmc. tuga, weak grade of teux; Eng. tug 'to pull' < Gmc. type, tug, of base, teug teuh 'to draw, drag, pull'; Eng. duke,Germ.Herzog. 'রয়ি'ং : দ্র. ৩।৩৬।১০ ] ক্ষিপ্রসঞ্চারী বা ক্ষিপ্রসঞ্চারক সংবেগ।

**অংশং ন প্রতিজানতে**— [ 'প্রতিজানতে' অনন্যপ্রয়োগ; ' ব্যবহারজ্ঞায় পুত্রায়' (সায়ণ)। তু. 'প্রজানন্' 'বিজানন্'। সুতরাং 'প্রতিজানন্' অভিজ্ঞ, যে সব জানে। তু. 'প্রতিক্ষ' ] তোমায় যে জানে তার ন্যায্য অংশ যেন (এই সংবেগ)।

**বৃক্ষং**— [ = বৃক্ষাৎ ; দ্বিতীয় কর্ম ] গাছ থেকে।

**অঙ্কী**— [ 'অঙ্ক' < √ অঞ্চ্ (এঁকে বেঁকে চলা) নি. ২।২৮; তু. 'পথাম্ অংকাং সি' ৪।৪০।৪; পথাং কুটিলানি (নি. ২।২৮), 'অঙ্কুশ' Lat. ancora, Gk. agkura 'anchor' < agkon 'a bend', agkulos 'crooked' 'curved'; Lat. uncus 'hook'] হাতে আঁকশি যাঁর। অনন্যপ্রয়োগ।

**সংপারণম্**— [ অনুরূপ, : 'সুপারম্' ] যা আঁধারের ওপারে আমাদের নিয়ে যাবে। অনন্যপ্রয়োগ।

হে দেবতা, আনো আমাদের মাঝে মুক্তপ্রাণের সেই ক্ষিপ্র-সংবেগ, যা অশ্রান্ত অভিযানে সমুখপানে আমাদের নিয়ে যাবে। এ-সম্পদে আমাদের অধিকার আছে, কেননা আমরা চোখের সামনে তোমায় দেখেছি। কল্পতরুর মূলে এসে দাঁড়িয়েছি আজ,—ঝরাও তার সুপক্ক ফল, ভরাও আমাদের অঞ্জলি; বজ্রসত্ত্ব, তমিস্রার প্লাবনে নিত্য-উত্তরণ যে জ্যোতির প্রসাদ, তাই আজ আমাদের দাও :

আমাদের মাঝে আনো ক্ষিপ্রসঞ্চারী সংবেগ—

ও যেন তার ন্যায্যভাগ, প্রত্যক্ষ তোমায় জেনেছে যে!

গাছ থেকে পাকা ফলের মত অঙ্কুশ হাতে নিয়ে ঝরাও

মহেশ্বর, এ-পার হতে ওপারে নিয়ে যাওয়া সেই আলো।।

৫

স্বয়ুর্ ইন্দ্র স্বরাল্. অসি

স্মদ্দিষ্টিঃ স্বয়শস্তরঃ।

স বাবৃধান ওজসা পুরুষ্টুত

ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ।।

**স্বয়ুঃ**— [ আর একটি মাত্র প্রয়োগ : স্বয়ুরগোপা ঃ (অগ্নি) ২।৪।৭; সেখানে সায়ণের ব্যাখ্যা 'স্বয়মেব গচ্ছন্' কিন্তু তু. 'অস্ময়ুঃ' আমাদের চান যে দেবতা। দেবতা নিজেকেই যখন চান, তখন তিনি 'স্বয়ুঃ' ] আপ্তকাম, আত্মারাম।

**স্বরাট্**— [ ইন্দ্র ৮।৬৯।২৭; ১।৬১।৯; ৮।৮১।৪; সম্রাল্‌ন্যঃ স্বরাল্ অন্য উচ্যতে বাম্ ৭।৮২।২; ইন্দ্র ১।৫১।১৫; ৮।৪৬।২৮; ৮।১২।১৪; অগ্নি ১।৩৬।৭; ১০।১৫।১৪; অশ্বিদ্বয়ের বাহন ১।১৮১।২; বরুণ ২।২৮।১; ইন্দ্র ৩।৪৯।২; ৩।৪৬।১; ৮।৬১।২; মরুদ্‌গণ ৮।৯৪।৪; ৫।৪৮।১; আদিত্যগণ ৭।৬৬।৬; গোত্র ১০।১২০।৮; পর্জন্য ৭।১০১।৫; ইন্দ্রের স্বরাজ্যের স্তুতি ১।৮০ সুক্তের ধুয়া ; ঐ

১।৮৪।১০-১২, অগ্নির স্বরাজ্য ২।৮।৫; যজমানঃ যতেমহি স্বরাজ্যে ৫।৬৬।৬; সবিতার স্বরাজ্য ৫।৮২।২; ইন্দ্রের স্বরাজ্য ৮।৯৩।১১। দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রের স্বরাজ্যের উল্লেখই সব চাইতে বেশী ; এমন-কি ইন্দ্রই যে 'স্বরাট্', একথার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এক জায়গায় ৭।৮২।২। এই প্রসঙ্গে তু. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (২।২৪), সেখানে সোমযাগের এক-একটি সবনের ফলে এক-একটি লোকদ্বার খুলে যাওয়া এবং যজমানের এক-একটি ভূমিলাভের কথা আছে। ভূমিগুলির নাম—রাজ্য, বৈরাজ্য, স্বারাজ্য, সাম্রাজ্য। এই উপলক্ষে দ্র. ঋগ্বেদে 'দেবীর্দ্বারঃ'র বর্ণনা : বিরাট্ সম্রাট্ বিভ্বীঃ প্রভ্বীঃ বহ্বীশ্চ ভূয়সীশ্চ যাঃ, দুরো ঘৃতান্যক্ষরন্ ১।১৮৮।৫ আরও দ্র. তস্মাদ্ বিরাল্ অজায়ত (১০।৯০।৫; এই বিরাটই বিশ্বচেতনা)। স্বারাজ্যের দেবতা সেখানে আদিত্য, সাম্রাজ্যের, বিশ্বদেব। ইন্দ্রও আদিত্য ; বিশ্বদেবকে বলা চলে বরুণের জ্যোতির্ভাগ ; এখানে ইন্দ্র-বরুণের সম্পর্কও বেদান্তের ঈশ্বর আর ব্রহ্মের মতন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে স্বারাজ্যের স্থান হবে আজ্ঞাচক্রে, তার ঊর্ধ্বে সাম্রাজ্য।]

**স্মদ্দিষ্টিঃ**—[ তু. অশ্ব ৭।১৮।২৩ (দানস্তুতি) ; ঐ ৬।৬৩।৯; যদু ও তুর্বশু ১০।৬২।১০। 'স্মৎ' < 'সুমৎ' সহার্থক অব্যয় (তু. স্মৎ সূরিভি স্তবশর্মন্ত্স্যাম ১।৫১।১৫); যাস্ক বলেন, 'সুমৎ স্বয়ম্ ইত্যর্থঃ (৬।২২)। 'স্মদ্দিষ্টি' তাহলে 'সহদিষ্টিঃ' বা 'স্বয়ং দিষ্টিঃ'। অন্যান্য বিশেষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে শেষের অর্থটিই সঙ্গত মনে হয়। দিষ্টি 'দেশনা, পরিচালনা'। ] নিজেই নিজেকে পরিচালনা করছেন যিনি, যাঁকে আদেশ করবার কেউ নাই।

**স্বয়শস্তরঃ**— সহ-জ ঈশনায় যিনি অতুলন।

**সুশ্রবস্তমঃ**—[ তু. সোম ১।৯১।১৭; ইন্দ্র ১।১৩১।৭; ৮।১৩।২; ৪৫।৮; মরুতঃ ৮।২০।২০; সুশ্রবসং জনম্ ১।৪৯।২; সুশ্রবসং তাম্ অনুমদেম সোম ১।৯১।২১, 'সুশ্রবাঃ' রাজার নাম ১।৫৬।৯, ১০। দেখা যাচ্ছে বিশেষণটি কেবল ইন্দ্র, মরুৎ আর সোমের, তার মধ্যে আবার

বিশেষ করে ইন্দ্রের। এক জায়গায় উপচারবশত যজমানও 'সুশ্রবাঃ'। নিঘন্টুতে 'শ্রবঃ' ধন (২।১০); যাস্ক : 'প্রশংসা' (৯।১০), 'অন্ন নাম শ্রূয়তে ইতি সতঃ (১০।৩), 'শ্রবনীয়ং যশঃ (১১।৯)। ইউরোপীয় ব্যাখ্যাতারা এই শেষের অর্থটি নিয়েছেন, সায়ণ অধিকাংশ জায়গায় বলেছেন 'অন্ন'। বস্তুত ঋগ্বেদে অধিদৈবত দৃষ্টিতে যা 'বাক্', অধ্যাত্ম অনুভবে তাই 'শ্রবঃ'। দেবতাকে আকাশে বাকরূপে অনুভব করা 'শ্রবঃ'। এই শ্রবঃই উপনিষদের ওঙ্কার, পুরাণের স্ফোট, তন্ত্রের নাদ। দেবতা তখনই 'সুশ্রবাঃ', যখন হৃদয়াকাশে অনাহতধ্বনির ছন্দে তাঁর সত্তাকে শুনতে পাই ; আমিও তখন সুশ্রবাঃ। লক্ষণীয়, অমৃতসিদ্ধির উপান্তে মহাশূন্যে যে তিনটি দেবতার সার্থক আবির্ভাব ঘটে, তাঁরাই 'সুশ্রবস্তমঃ'। 'শ্রবঃ'র অনেক বিশেষণ আছে—চিত্র, দ্যুম্ন, প্রথম, উপম, বৃহৎ, পৃথু, বাজ ইত্যাদি।] শ্রুতি বা নাদানুসন্ধানের চরম সার্থকতা যাঁর মধ্যে।

মহেশ্বর, তুমি আপ্তকাম, তুমি আত্মারাম, তুমিই তোমার রাজা, তুমিই তোমার দিশারী, তোমার ঈশনা তোমারই 'পরে—কেননা বিশ্বভুবনে তুমি ছাড়া কিছুই যে নাই। তোমার এই নিটোল পূর্ণতার ভিখারী আমরা, হৃদয়ের তন্ত্রে তাই তোমারই সুরের গুঞ্জরণ। শুদ্ধ আধারে জ্বলে উঠেছে বজ্রের শিখা, সব নিগড় ভাঙ্‌ল, অনিবাধ বৈপুল্যে তুমি ছড়িয়ে পড়লে আমাদের চিদাকাশে, এইবার শুনি তোমার সহস্রাক্ষরা সত্তার অনুপম ঝঙ্কার :

আপনাকেই চাও তুমি, মহেশ্বর ; স্বরাট তুমি—

চলেছ আপন দেশনায়, আপন ঈশনায় অনুপম।

সেই তোমার অভ্যুদয় আমার ওজঃশক্তিতে, হে 'পুরুষ্টুত':

হও আমাদের কাছে সহজশ্রুতির পরমতন্ত্র।।

## গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
### ষট্চত্বারিংশ সূক্ত

দেবতার গুণকীর্তন। তিনি যুযুৎসু, স্বরাট্, নিত্যতরুণ, দুর্ধর্ষ, সর্বজিৎ। তিনি অদ্বিতীয়, বিশ্বভুবনের তিনিই রাজা ; তিনি অপ্রমেয়, অপ্রতীত, বিপুল, গভীর, বিশ্বব্যাপ্ত। পৃথিবী আর দ্যুলোকের গভীরে যে আনন্দধারা, সাগরসঙ্গমে নদীর মত তারা তাঁরই পানে ছুটে চলেছে।।

১

যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজ
উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ
অজূর্যতো বজ্রিণো বীর্যাহণী
(ই) ন্দ্র শ্রুতস্য মহতো মহানি।।

**যুধ্মস্য—** দেবতা নিত্যযুযুৎসু, আঁধারের সঙ্গে তাঁর অতন্দ্র সংগ্রাম।

**উগ্রস্য—** [ √ বজ্ + র + ৬-এ ] বজ্রসত্ত্বের।

**স্থবিরস্য—** [ তুঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ (ইন্দ্র) ১।১৭১।৫; স্থবিরঃ প্রবীরঃ (ইন্দ্র) ১০।১০৩।৫; মহৎ তদ্ উল্বং স্থবিরং তদাসীৎ ১০।৫১।১; মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ১।৫৪।৮; ইন্দ্র ৬।৪৭।৮; ৪।১৮।১০; ৬।৩২।১; বজ্রং স্থবিরং ৪।২০।৬; স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ ৬।১৮।১২; ইন্দ্রো বাজস্য স্থবিরস্য দাতা ৬।৩৭।৫; বাজস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ ৭।৯৩।২;

বিষুও ৭।১০০।২; স্থবিরা গীঃ ১।১৮১।৭; স্থবিরাসো অশ্বাঃ ৭।৬৭।৪; বাজৈঃ স্থবিরেভিঃ ৬।১।১১। সর্বত্রই অর্থ 'স্থির'—বৃদ্ধ নয় ; < স্থূর || স্থূল তু. 'স্থূণা' beam। < √ স্থা। ] অচল, অটল। অথচ তিনি 'ঘৃষ্বিঃ' [ আর এক রূপ 'ঘুষু' ] অর্থাৎ ধর্ষক।

**অজূর্যতঃ—** [ ন + √কৃ (জরাগ্রস্ত হওয়া, বুড়িয়ে যাওয়া) + শতৃ +৬-এ] অজর দেবতার।

তুমি বজ্রসত্ত্ব, তুমি বজ্রধর। আধারে অন্ধ বৃত্রশক্তির সাথে নিত্য সংগ্রাম তোমার—সে সংগ্রামে তুমি দুর্ধর্ষ, গুঁড়িয়ে দাও শত্রুর যত স্পর্ধা। আবার তুমি স্বরাট্, নিত্য অচঞ্চল, অজর তারুণ্যে শক্তির নিরন্ত নির্ঝর। মহেশ্বর, তুমি মহান, মহৎ তোমার বীর্য। ভক্তের কণ্ঠে, হৃদয়ের তন্ত্রে শুনি তোমার সামের গুঞ্জন :

যোদ্ধা তুমি, তুমি শক্তির নির্ঝর, তুমি স্বরাট্ ;

তুমি বজ্রসত্ত্ব, তুমি তরুণ, অচল-অটল ধর্ষক তুমি।

তুমি জরাহীন, তুমি বজ্রধর—

হে মহেশ্বর, তুমি নিত্যশ্রুত, তুমি মহান্; মহৎ তোমার বীর্য।।

২

মহাঁ অসি মহিষ বৃষ্ণ্যেভির্

ধনস্পৃদ্ উগ্র সহমান অন্যান্

একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা

স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্।।

মহিষ— [ অনুরূপ : 'মহিষ্বৎ' ৭।৬৮।৫। নিঘন্টুতে 'মহৎ' (৩।৩)। অথচ মূল 'মহঃ' উদক্ (১।১২) তু. ইন্দ্র ১০।১২৮।৮; ১।১২১।২; ৪।১৮।১১; ১০।৫৪।৪; ২।২২।১; সোম ৯।৬৯।৩; —৮৬।৪০; — তিগ্মো শিশানো মহিষো ন শৃঙ্গে ৮৭।৭; —মৃগো ন মহিষো বনেষু ৯২।৬; মহিষো মৃগাণাম্ ৯।৬।৬;—তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্...তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ১৮, ১৯; —৯৭.৪১; অগ্নি ১০।১৪০।৬; ১০।৮।১; ব্যখ্যন্ মহিষো দিবম্ ১০।১৮৯।২ (সূর্য); স (ইন্দ্র) পক্ষন্ মহিষং মৃগং ৮।৬৯।১৫; তং মর্মৃজানং মহিষং ন সানা (সোম ; বোঝাচ্ছে আলোকে) ৯।৯৫।৪; সোম ৯।১১০।৩; তন্যতু (?) ১০।৬৬।১০; মৃগস্য ঘোষং মহিষস্য ১০।১২৩।৪; বিরোচমানম্ মহিষস্য ধাম (অগ্নিকে ; কিন্তু মহিষ দ্যুলোকে বা সূর্য?) ১।৯৫।৯; মহিষস্য বর্পসঃ ১।১৪১।৩; সোম ৯।৮২।৩; মহিষা ক্রত্বা ৫।২৯।৭; অশ্বিদ্বয়ের উপমা ৮।৩৫।৭-৯;—১০।১০৬।২; অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণত (দেবতারা) ৬।৮।৪; শৃণ্বন্তু বিশ্বে মহিষা অসূরাঃ ৭।৪৪।৫; মহিষা অহেষত ৯।৭৩।২;—৮৬।২৫; ইন্দুং রিহন্তি মহিষা অদব্ধাঃ ৯।৯৭।৫৭; সং জগ্মিরে মহিষা অর্বতীভিঃ ১০।৫।২; অপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্ (অগ্নিকে) ১০।৪৫।৩; বনানি মহিষা ইব ৯।৩৩।২; ত্রী যছূতা মহিষাণাম্ অঘঃ (ইন্দ্র) ৫।২৯।৮; পচ্ছৃতং মহিষাঁ ইন্দ্র তুভ্যং ৬।১৭।১১; সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ (ইন্দ্র) ৮।১২।৮; শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকম্ ওদনং বরাহমিন্দ্র এমূষম্ ৮।৭৭।১০; যো জনান্ মহিষাঁ ইবাতিতস্থৌ পরীরবান্ ১০।৬০।৩; বরুণ ১০।৬৫।৮; মহিষাসো মায়িনঃ (মরুদ্গণ) ১।৬৪।৭; { কুমারং...মহিষী জজান ৫।২।২; মহিষীব ত্বদ্ রয়িঃ ৫।২৫।৭; মহিষীমিষিরাম্ ৫।৩৭।৩ ।} দেখা যাচ্ছে মূল 'বিশাল' অর্থে বিশেষণটি প্রযুক্ত হচ্ছে দেবতাদের বেলায়, বিশেষ করে ইন্দ্রের উদ্দেশে। তার পরেই আসছে 'মহিষ মৃগে'র কথা ; সে

আরণ্যক, গৃহপালিত নয়,—দুর্ধর্ষতার জন্য কতকটা ভয়ের বস্তু। এই মহিষের সঙ্গে মেঘের উপমা সহজেই মনে আসে। মেঘ অন্তরিক্ষচারী, অন্তরিক্ষ প্রাণলোক; সুতরাং অবিদ্যাচ্ছন্ন দুর্ধর্ষ প্রাণের প্রতীক হল মহিষ। ইন্দ্র এই মহিষদের পাক করছেন, খাচ্ছেন—এমন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে (৫।২৯।৮, ৬।১৭।১১; ৮।১২।৮; ৮।৬৯।১৫; ৮।৭৭।১০)। এই হতে পুরাণে মহিষাসুরের কল্পনা। লক্ষণীয়, চণ্ডীতে দেবীর মহিষাসুরবধ তাঁর মধ্যম চরিত্র ; অর্থাৎ ব্যাপারটা অন্তরিক্ষের বা প্রাণলোকের। আবার পুরাণের যম 'মহিষবাহন' ; মহিষ অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণশক্তি আগেই বলেছি (স্মরণীয়, কঠোপনিষদে যমের উক্তি:...পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে ১।২।৬)। মহিষের সঙ্গে অন্তরিক্ষের সম্পর্ক প্রমাণিত হয় নিঘন্টুতে 'মহঃ' শব্দের 'উদক' অর্থ করা থেকেও। মহিষ যখন দেবতার বিশেষণ, তখন তার অর্থে আলোর ব্যঞ্জনা আছে (তু. ৯।৯৫।৪; ১০।১৮৯।২)।] হে বিপুল প্রাণ।

**বৃষ্ণ্যেভিঃ—** [ তু. যো বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ (ইন্দ্র) ১।১০০।১; যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্ (ইন্দ্র) ৬।২২।১। বৃষ্ণ্য 'ক্ষত্রের' বিশেষণ ১।৫৪।৮। যখন বিশেষণ, তখন 'বর্ষণকারী' ; যখন বিশেষ্য তখন 'বর্ষণশক্তি'। এখানে বিশেষ্য (= বৃষ্ণ্যৈঃ) ; তু. 'বৃষ্ণ্যাবতঃ বর্ষ কর্মবতঃ' (নি. ১০।১১; ঋ ৫।৮৩।২)। ] শক্তির নির্ঝরণ হেতু। আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে এই শক্তিপাতে।

**ধনস্পৃৎ—** [ তু. অগ্নি ৫।৮।২; ১।৩৬।১০; তোক-তনয় ১।৬৪।১৪; ইন্দ্র ১০।৪৭।৪; ৬।১৯।৮; তুর্বশং যদুং যেন কণ্বং ৮।৭।১৮; মহঃ ৮।৫০।৬; সোম ৯।৬২।১৮ । আর-একটি শব্দ 'কিল্বিষস্পৃৎ' ১০।৭১।১০। √ স্পৃ (জয় করা, ছিনিয়ে নেওয়া) : উতালব্ধং স্পৃণুহি জাতবেদঃ যাতুধানাৎ ১০।৮৭।৭; স্পৃণবাম রগ্মভিঃ শবিষ্ঠং বাজম্ ৫।৪৪।১০। ] দূরের লক্ষ্যকে জয় কর তুমি, তুমি ধনঞ্জয়।

**একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা**— একা তুমি নিখিল ভুবনের রাজা। এই হল বৈদিক অদ্বৈতবাদের নিদর্শন—পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা যার নাম দিয়েছেন henotheism। তাঁরা একে অদ্বৈতবাদ বলে স্বীকার করবেন না, কেননা তাঁদের অদ্বৈতবাদ বস্তুত একেশ্বরবাদ, যার মধ্যে আছে বিশ্ববিবিক্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা। এদেশে অদ্বৈতবাদের দুটি ধারা—একটি আরোহক্রমে, আর-একটি অবরোহক্রমে। অবরোহক্রমের উদাহরণ 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ১।১৬৪।৪৬; যাঁরা সেমিটিক একেশ্বরবাদের অনুরূপ বাদ খোঁজেন, বলতে গেলে এই একটি মন্ত্রই তাঁদের পুঁজি। আরোহক্রমের অদ্বৈতবাদ হল, দেবতার বিভূতি হতে তাঁর লোকোত্তর মহিমায় পৌঁছনো। যেমন দেখছি এইখানে। এইটিই ভারতবর্ষের লোকায়ত সাধনধারা। বাইরে থেকে দেখা যাবে অনেক দেবতা, কিন্তু সবই গিয়ে পৌঁছেছে সেই একে। একে আর বহুতে কোনও ভেদ নাই, কেননা তিনিই এই যা-কিছু সব হয়েছেন। আসলে ঈশ্বর পরাক্‌বৃত্ত নন, প্রত্যক্‌বৃত্ত। যা-কিছুকে ধরেই তাঁতে পৌঁছানো যায় ; চেতনার বিস্ফারণ (তু. 'ব্রহ্ম') নিয়ে হল কথা। আপন ইষ্টকে যে বিশ্বভুবনময় দেখছে, সেই অদ্বৈতবাদী। সে ইষ্ট যদি নানা জনের নানারকম হয়, তাতে কি আসে যায়। 'সব দেবতাই আমারই ইষ্টের বিভূতি', প্রকৃত ভক্তমাত্রেরই এ উদার বুদ্ধি থাকে। এই হল এদেশের অদ্বৈতবাদের একটা মূল ধরণ। কোনও ইষ্ট নাই, কিন্তু সব দেবতার পায়েই মাথা ঠেকাচ্ছি—এ হচ্ছে কামুকের বা নির্বোধের স্বভাব, ভক্তের নয়। শুধু creed হিসাবে যারা এক ঈশ্বর মানে, তাদেরই মত এরাও নাস্তিক।

**যোধয়া**— [ যদ্ যোধয়া মহতো মন্যমানান্, সাক্ষাম তান্ বাহুভিঃ শাশদানান্ ৭।৯৮।৪ ] যুদ্ধের প্রেরণা আনো মানুষের মাঝে। কেননা 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

**ক্ষয়য়—** [ অনন্যপ্রয়োগ। < √ ক্ষি (বাসকরা) + ণিচ্ + লোট্ হি ] মানুষকে বাসা বাঁধতে দাও। স্মরণীয় পতঞ্জলির 'লব্ধভূমিকত্ব'।

হে দেবতা, অন্তরিক্ষের কুরুক্ষেত্রে তুমি জ্যোতির্ময় বিশাল প্রাণ, তোমার সার্থক শক্তির অজস্র বর্ষণে মহান্ তুমি। বজ্রের হানায় উত্তরায়ণের সকল বাধাকে নুইয়ে দিয়ে লোকোত্তর জ্যোতিঃসম্পদকে তুমি যে ছিনিয়ে আন আমাদেরই তরে। তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়, তোমারই প্রশাসনে এই বিশ্বভুবন। বিশ্বের ঈশান তুমি, মানুষের মাঝে আনো দুর্দম যুযুৎসা, জীবনের প্রতিসংগ্রামে বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক তারা নিজেদের অক্ষোভ্য অধিকার :

মহান্ তুমি, হে বিপুল প্রাণ, অবন্ধ্য শক্তির নির্ঝরণে,—
দূরের লক্ষ্যকে ছিনিয়ে আন, হে বজ্রসত্ত্ব, নুইয়ে দিয়ে আর-সবাইকে।
এক তুমি, এই নিখিল ভুবনের রাজা,—
দাও যুযুৎসা, আপন ধামে প্রতিষ্ঠিত কর মানুষকে।।

৩

প্র মাত্রাভী রিরিচে রোচমানঃ
প্র দেবেভির্ বিশ্বতো অপ্রতীতঃ
প্র মজ্‌মনা দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যাঃ
প্ররোর্ মহো অন্তরিক্ষাদ্ ঋজীষী।।

**মাত্রাভিঃ—** [ তু. পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধানঃ ৭।৯৯।১; মাত্রয়া বিশ্রয়ধবম্ ১০।৭০।৫; যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ ১০।৭১।১১; মা মাত্রা শারি অপসঃ পুর ঋতোঃ ২।২৮।৫; সং মাত্রাভি র্মমিরে যেমুর্ উর্বী ৩।৩৮।৩। যাস্ক : 'মাত্রা মানাৎ' (৪।২৫)। < √ মা || মি (মাপা; পৃথক্ করা, সীমা দেওয়া ; নির্মাণ করা, গড়া : তু. ৭।৯৯।১ এবং এখানে 'পরিমাণ' ; ১০।৭১।১১ 'গড়ন, রূপ' ; ২।২৮।৫ 'সীমা'; Skt. মেথিঃ 'post'; মিৎ 'pillar'; উপমা 'তুল্যরূপ' ; Lat. meta 'conical or pyramidical figure; goal, end, boundary; column, pillar'; M.Ir. methos 'boundary mark',? Aryan base Mej, Me (i) 'Stake, post', Gk. Metron 'measure', Goth 'mitan' 'to measnre'; Skt. মাতা 'যে রূপ দেয়, সৃষ্টি করে')। অতিরেক বোঝাতে তৃতীয়া; তু. 'পরো মাত্রয়া' ৭।৯৯।১; পরের ছত্রেই 'দেবেভিঃ প্র (রিরিচে)'। ] সব রকমের মাপে ; অনিঃশেষে।

**প্র রিরিচে—** [ < √ রিচ্ (ছাড়িয়ে যাওয়া) ] ছাড়িয়ে গেছেন।

**অপ্রতীতঃ—** [ ন + প্রতি √ ই (সামনে যাওয়া) + ক্ত +১-এ ] যাঁর সামনে কেউ যেতে পারে না, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলন।

**প্র—** [ + (রিরিচে) ]।

**মজ্মনা—** [ শুধু এই তৃতীয়ান্ত রূপটিই পাওয়া যায়। নিঘন্টুতে 'মজ্মনা ইতি বলনাম' (২।৯)। < √ মহ্ || মজ্ (বিপুল হওয়া, সমর্থ হওয়া; তু. Lat. magnus 'great', Gk. megas 'large', Goth mikils O.E. mycel 'large', Lat. Majestas 'dignity, grandeur') + মন্ ] বিপুল সামর্থ্যে।

**ঋজীষী—** [ দ্র. ৩।৩৬।১০ ] তীরের মত বা বিদ্যুতের মত এষণা বা ক্ষিপ্র গতি যাঁর।

মহাকাশে স্ফুরন্ত জ্যোতির বিচ্ছুরণ তিনি, তিনি অপ্রমেয়—চিৎশক্তির চরম উচ্ছ্রয়কে ছাড়িয়ে গেছেন। লোকোত্তর হিমশুভ্রতায় নিঃসঙ্গ তিনি,—কে তাঁর নাগাল পাবে? বৈপুল্যের যে-বীর্য সংহত হয়ে আছে এই পৃথিবীর মাঝে, নিঃশব্দ মহিমায় ছড়িয়ে পড়েছে ঐ দ্যুলোকের নীলে, প্রাণের তরঙ্গে উচ্ছলিত হয়ে চলেছে ঐ অন্তরিক্ষের পারাবারে, স্বধার সামর্থ্যে তাকেও তিনি ছাড়িয়ে গেছেন,—অথচ সত্যসঙ্কল্পের বিদ্যুৎসায়ক হয়ে বিদ্ধ করেছেন অস্তিত্বের মর্মমূলে :

সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন তিনি—দীপ্তিতে ঝলমল ;

ছাড়িয়ে গেছেন দেবতাদের—নিখিলের সান্নিধ্যের অতীত।

ছাড়িয়ে গেছেন সামর্থ্যে দ্যুলোককে এই মহেশ্বর, আর পৃথিবীকে...

ছাড়িয়ে গেছেন মহাবিপুল অন্তরিক্ষকে—বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রসঞ্চারী।।

৪

উরুং গভীরং জনুষাভ্যুগ্রং

বিশ্বব্যচসম্ অবতং মতীনাম্।

ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ

সমুদ্রং ন স্রবত আ বিশন্তি।।

**জনুষা অভিউগ্রং**—[ 'উরু' এবং 'গভীর' এ-দুটি বিশেষণের সঙ্গেও 'জনুষা'র অন্বয় হতে পারে। ] জন্ম হতেই যিনি অতি উগ্র। চেতনায় দেবতার আবির্ভাবই তাঁর জন্ম। চেতনা তখন বিপুল হয়। গভীর হয়। বৈপুল্য

বিশ্বযোগের লক্ষণ, তার গভীরতা আত্মোপলব্ধির। পরের দুটি বিশেষণে এই ভাবটি স্ফুট হয়েছে।

**বিশ্বব্যচসম্**— [ অনন্যপ্রয়োগ। একই উত্তরপদ তার তিনটি বিশেষণে—উরুব্যচস্, দেবব্যচস্, সমুদ্রব্যচস্। তারমধ্যে প্রথমটির প্রয়োগই সব চাইতে বেশী। 'সমুদ্রব্যচস্' এর একটি মাত্র প্রয়োগ, ইন্দ্রের বিশেষণরূপে ১।১১।১। § 'ব্যচ'ঃ—দ্র. সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ১।৩০।৩; ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচঃ (ইন্দ্র) ১।৫২।১৪; ঋতস্য হি প্রসিতি র্দ্যোরুরু ব্যচঃ ১০।৯২।৪। 'ব্যচস্বতীঃ ব্যঞ্জনবত্যঃ' (নি. ৮।১০)। < বি √ অচ্ (দিকে-দিকে যাওয়া, ছড়িয়ে পড়া)। ব্যাপ্তি। ] বিশ্বব্যাপ্ত।

**অবতং মতীনাম্**—[ § 'অবত'—নিঘন্টুতে 'কূপ' (৩।২৩); 'অবাতিতঃ ভবতি' (নি ৫।২৬)। < অব (নীচু) +৩; গর্ত, কুয়ো। § 'মতি'—একাগ্রভাবনা, যা হতে মন্ত্রচৈতন্য হয় ; মনন ] মন্ত্রচেতনার গভীর আধার। তাঁকে ভাবতে গিয়ে সাধক নিজের মধ্যেই তলিয়ে যায়।

**স্রবতঃ**— [ নিঘ. 'স্রবন্ত্যঃ' নদী (১।১৩) স্রোত। তিনিই বিশ্বের আনন্দধাম। এই ভাবটিই উপনিষদে 'রসো বৈ সঃ' মন্ত্রে ফুটেছে। ইন্দ্রচেতনার এই আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় বৌদ্ধের 'সহজানন্দ'।

মানুষের চেতনায় তাঁর আবির্ভাবেই বৃত্রের যত বাধা ভেঙ্গে পড়ে বজ্রের হানায়, তার অন্তরাবৃত্ত ভাবনা ডুবে যায় সত্তার গভীরে, ছড়িয়ে পড়ে মূর্ধন্য-আকাশের বৈপুল্যে। দেবতাকে তখন আমরা অনুভব করি বিশ্বের সব ঠাঁই। তখন দেখি, যুগ-যুগ ধরে ধ্যানীর ধ্যান বার-বার নিলীন হয়ে গেছে তাঁরই মহাশূন্যের অতলে, অনাদিকাল হতে উৎসর্গের আনন্দধারা সমুদ্রের বুকে নদীর মত মিলিয়ে গেছে তারই লোকোত্তর আনন্দের পারাবারে :

তিনি বিপুল, গভীর, জন্ম হতেই অতি 'উগ্র',

বিশ্বে ব্যাপ্ত যিনি—অতল আধার মন্ত্রচেতনার,

আদিকাল হতে এই ইন্দ্রের মাঝে নিঙ্ড়ে দেওয়া আনন্দধারারা

সমুদ্রে স্রোতের মত আবিষ্ট হয়ে এসেছে।।

৫

যং সোমম্ ইন্দ্র পৃথিবীদ্যাবা

গর্ভং ন মাতা বিভৃতস্ ত্বায়া

তং তে হিন্বন্তি তম্ উ তে মৃজন্ত্য=

অধ্বর্যবো বৃষভ পাতবা উ।।

**পৃথিবীদ্যাবা সোমং বিভৃতঃ**— পৃথিবী আর দ্যুলোক সোমকে ধারণ করে আছে মাতা যেমন ভ্রূণকে ধারণ করে থাকে। দ্যুলোকে-ভূলোকে অমৃতআনন্দ গোপন রয়েছে মায়ের গর্ভে ভ্রূণের মত (তু. মধুবাতা ইত্যাদি)। মানুষ আত্মসচেতন বলে একমাত্র সেই তাকে আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু আনন্দকে আবিষ্কার করে শুধু নিজের ভোগে তাকে লাগাই যদি, তাহলে আমরা হলাম 'রক্ষঃ' বা 'অসুর'। তারা যে সোমপান করে তা অমার্জিত, অবিশুদ্ধ ; তা দুঃখেরই নিদান। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার রাশ টেনে এই আনন্দ যদি দেবতার সহজানন্দের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, তাহলেই আমাদের রসচেতনার চরম সার্থকতা ঘটে।

ত্বায়া— [ তু. ত্বায়া হরিশ্চকৃম ১।১০১।৮, ৯; অয়ং...সোমঃ...ত্বায়া পরিষিক্তঃ ২।১৮।৬; মূর্ধানং বা ততপতে ত্বায়া ৪।২।৬; যদ্ বয়ম্ অগ্নে ত্বায়া চকৃম ৪।২।১৪; যে ত্বায়া নিদধুঃ কামম্ ইন্দ্র ৫।৩২।১২; ত্বায়া বসূনি রাজন্ তে অশ্বাম্ ৬।১।১৬; প্র যে গৃহাদ্ অমমদুস্ত্বায়া ৭।১৮।২১; বিশ্বামতীর্ আ ততনে ত্বায়া ৭।২৯।৩; স প্র মমন্দৎ ত্বায়া শতক্রতো ৮।৬১।৯। দেখা যাচ্ছে 'ত্বায়া' একটি অব্যয়, যার অর্থ 'তোমার জন্য'; কিন্তু জন্য 'হেতু' বা 'লক্ষ্য' দুইই বোঝাতে পারে। এখানে বোঝাচ্ছে লক্ষ্য ] তোমারই তরে।

হিন্বন্তি— [ √ হি (পাঠানো, ছোটানো) + লট্ অন্তি ] পাঠায়, ছোটায় ; আনন্দধারাকে উজান বওয়ায়। উজান বওয়ানো যেমন নাড়ীচক্রের ভিতর দিয়ে হতে পারে, তেমনি হতে পারে বিষয়ানন্দকে ব্রহ্মানন্দে পরিণত করায়। তন্ত্রের সাধনায় একে বলে'সূর্যগ্রহণ' অর্থাৎ বিশ্বচেতনার অমৃতচেতনায় লয়।

মৃজন্তি— [ √ মৃজ্ (মার্জন করা, শোধন করা ] সোমকে শোধন করে। বৈদিক ক্রিয়াতে মেষলোমের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে সোম শোধন করার কথা আছে ; সেই সোমের সঙ্গে যব, দুধ বা দই মেশাতে হয়। তু. তন্ত্রে হংসবতী ঋক্ দিয়ে মদ্য শোধন। দুটিরই তাৎপর্য আনন্দের উর্ধ্বায়ন।

অধ্বর্যবঃ— [ তু. নি. 'অধ্বর্যুঃ অধ্বর-যুঃ, অধ্বরং যুনক্তি, অধ্বরস্য নেতা, অধ্বরং কাময়তে ইতি বা। অথবা অধীয়ানে যু-রূপবন্ধঃ। অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম; ধ্বরতি র্হি সাকর্মা, তৎ প্রতিষেধঃ' ১।৮। < অধ্বর + য (কামনার্থে) + উ। § অধ্বর < ন + √ ধ্বর্ (এঁকে বেঁকে চলা ; তু. 'ধূর্তিঃ, 'ধূর্তঃ' ; ‖ √ হ্বৃ > 'হ্বরঃ' সাপ ; তু. Eng. whirl, whore [ কুলটা] whorl) + অ, ঋজু গতি, সহজপথে চলা। এই ঋজুগতির উদাহরণ শরবৎ তন্ময়তা, অথবা দীপশিখার নিষ্কম্পতা। কুণ্ডলিনী

মূলাধারে সাপের মত গুটিয়ে আছে ; জেগে চক্রে-চক্রে সোজা উঠে গেল। অধ্বরের মূল ভাবনার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। ] উৎসর্গের সহজপথে চলতে চায় যারা ; ঋজু পথের পথিক।

মহেশ্বর, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মত এই পৃথিবী আর ঐ দ্যুলোকের গভীরে লুকানো আছে অমৃতের আনন্দ। তোমারই তরে দ্যুলোক-ভূলোক লালন করছে তাকে, কলায়-কলায় উপচে তুলছে তার জ্যোৎস্নার মাধুরী। উৎসর্গের অকুটিল পথে চলতে চায় যারা, সে-অমৃতকলার একটি কিরণ এসে আবিষ্ট হয় তাদের মাঝে, তারা তাকে লালন করে, কলুষের সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তাকে উজান বওয়ায় তোমারই দিব্যধামের পানে। অভিষুত সোমধারায় টলমল জীবনের পাত্রখানি আকুল হয় তোমারই অধরের স্পর্শ চেয়ে, হে বীর্যের নির্ঝর :

যে জ্যোৎস্না-সুধাকে, হে মহেশ্বর, পৃথিবী আর দ্যুলোক
মা হয়ে ভ্রূণের মত লালন করে তোমারই তরে,
তাকে তোমার পানে তারা পাঠায়, তাকে তোমারই তরে শোধন করে
অধ্বর্যুরা, হে বীর্যের নির্ঝর, তুমি পান করবে বলে।।

# গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
## সপ্তচত্বারিংশ সূক্ত

[ মন্ত্রে উদাত্ত ও অনুদাত্ত চিহ্ন এই সূক্তে রাখা হয়েছে ]

সোমপানের জন্য ইন্দ্রের অভ্যর্থনা। শুধু একা তাঁকে নয়, সঙ্গে থাকবেন মরুদ্‌গণ। সোম তো নয়, এ যেন অমৃতের ঢেউ। দেবতা আনন্দে পান করবেন, আধারে বইবে আলোর ঝড়, চূর্ণ হবে বৃত্রের সকল মায়া, পরম অভয়ে আমরা উত্তীর্ণ হব। এই সুধার ধারা দেবতা পান করবেন কালের ছন্দে। দুঃসাহসের বীর্যে আমাদের তিনি ভরে তুলবেন,—তাই আমরা তাঁকে ডাকি।।

১

মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায়
পিবা সোমম্ অনুষ্বধং মদায়
আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব ঊর্মিং
ত্বং রাজা = হ সি প্রদিবঃ সুতানাম্।।

**মরুত্বান্**— [ মরুতেরা গণদেবতা, সংখ্যায় ১৮০ বা ২১ (ঋগ্বেদ), অথবা ৪৯ (যজুর্বেদ)। অন্তরিক্ষ তাঁদের ধাম, যদিও তাঁরা আছেন তিনলোকেই। রুদ্র তাঁদের বাবা, 'পৃশ্নি'মা। অধিভূত বর্ণনা থেকে মনে হয়, তাঁরা ঝড়ের দেবতা। কিন্তু তাঁদের নামের মৌলিক অর্থ হচ্ছে 'ঝলমল করা' (< √ মর্, 'দীপ্তি দেওয়া' ; তু. মরীচিঃ 'কিরণ', Gk. Marmairein 'to shine' Skt. 'মর্মর' শাদা পাথর, Eng.

Morn; Skt. মর্যঃ 'তরুণ' অর্থাৎ যৌবনে ঝলমল, 'নাগর')। এর সঙ্গে তারুণ্যেরও সম্পর্ক আছে। আলো আর প্রাণ দুটি মিলিয়ে মরুতেরা শুদ্ধ বা চিন্ময় প্রাণ। এই প্রাণ সর্বব্যাপী ; উপনিষদের ভাষায় 'প্রাণা নিহিতা সপ্ত সপ্ত'—সাতটি লোকে ওতপ্রোতভাবে সাতটি করে প্রাণের আবেশ। লক্ষণীয়, বৃত্রবধের শেষপর্বে এই মরুদ্‌গণের আবির্ভাব হয়। তারপরেই পর্জন্যের ধারাসার আধারে নেমে আসে। নিঘন্টুতে. 'মরুৎ'কে ধরা হয়েছে হিরণ্যনামের মধ্যে ; মরুৎরা যে দীপ্যমান এও তার একটি প্রমাণ (১।২)। ঋত্বিকরাও মরুৎ (৩।১৮)। যাস্ক বলেন, 'মরুতো মিতরাবিণো বা, মিত রোচিনো বা, মহদ্ দ্রবন্তি ইতি বা' (১১।১৩); অর্থাৎ তাঁদের নাদ, দীপ্তি আর বেগ এই তিনটি তাঁর মতে বৈশিষ্ট্য। মোটের উপর মরুতেরা চিন্ময় বিশ্বপ্রাণ, বা প্রাণের আলোর ঝড়। রুদ্রগ্রন্থি বিদীর্ণ না হলে তাঁদের প্রভাব সম্যক বোঝা যায় না। নদীরা 'মরুদ্বৃধা' অর্থাৎ এই প্রাণের আবেশে তাদের মধ্যে জোয়ার আসে একথা ঋগ্বেদে আছে (১০।৭৫।৫); আবার এক জায়গায় অগ্নিও 'মরুদ্বৃধঃ' (৩।১৩।৬)। সাধনায় মরুদ্‌গণের ক্রিয়া এই দুটি বিশেষণে স্পষ্ট (তু. বায়ুর প্রভাবে মূলাধারে অগ্নির উদ্দীপন এবং নাড়ীতে কুণ্ডলিনীর সঞ্চরণ—তন্ত্রে) ] মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে ; বিশ্বপ্রাণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে। মরুত্বান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে একটি সূক্তের ৭টি ঋক্ দ্র. ১।১০১।১-৭।

**রণায়, মদায়**— একটি আনন্দ, আর-একটি মত্ততা। দুটির সূক্ষ্ম তফাৎটুকু পাই কৃষ্ণ-বলরামে অথবা আত্মারামে আর বলরামে। একটি স্বধার আনন্দ, আর-একটি যোগবীর্যের উল্লাস। সোম বা অমৃতচেতনা দুয়েরই জনক। পুরাণকার কৌশলে এই কথাটি ব্যক্ত করেছেন যমুনার উজান বওয়ানো ব্যাপারে। যমুনা সূর্যসুতা, কিন্তু মৃত্যু সহোদরা। তাকে

শ্রীকৃষ্ণ উজান বওয়ালেন বাঁশীর সুরে, আর বলরাম লাঙলের জোরে।

**অনুষ্বধম্**— [ তু. ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং (ইন্দ্র) ১।৮৪।৪; অনুষ্বধম্ আ বহ মাদয়স্ব (অগ্নি) ২।৩।১১; — ৩।৬।৯; যে অদ্রোঘমনুষ্বধং শ্রবো মদন্তি (মরুদ্‌গণ) ৫।৫২।১; অনুষ্বধংপবতে সোম ইন্দ্র তে ৯।৭২।৫। ] স্বধা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশান্ত বীর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। দেবতা অটল থেকেই আনন্দে টলছেন।

**মধ্বঃ উর্মিম্**—[ তু. বৃষ্ণঃ কোশঃ পবতে মধ্ব উর্মিঃ ২।১৬।৫; যা তে কাকুৎ সুকৃতা যা বরিষ্ঠা যয়া শশ্বৎ পিবসি মধ্ব উর্মিম্ (ইন্দ্র) ৬।৪১।২; মধ্ব উর্মিং দুহতে সপ্ত বাণীঃ ৮।৫৯।৩। প্রথম দুটি উদ্ধরণ থেকে খেচরী মুদ্রার আভাস পাওয়া যায়। § উর্মি—নিঘন্টুতে 'রাত্রি' ১।৭; আবার যাস্ক 'উর্মিরূর্ণোতেঃ' ব্যুৎপত্তি দিয়ে ঢেউকে বোঝাচ্ছেন (৫।২৩)। মনে হয়, দুটি অর্থ দুটি ধাতু থেকে। রাত্রি অর্থ < √ বৃ (আবৃত করা) ; কিন্তু ঢেউ বা প্লাবন অর্থ < √ বৃ (ৎ) (আবর্তিত হওয়া ; তু. Lat. Volvere 'to roll', Gk. ehiein 'to roll' < Aryan base wolw, welw; Lith. welti 'to roll' Goth. walwjan 'to roll', Skt. বলয় circle)। ] সৌম্য মধু-র প্লাবন। মণিপুরে তাকে নিষিক্ত কর, সেখানকার আগুন তাকে উজান বওয়াক সহস্রারের পানে।

**রাজা অসি**— আনন্দের শাস্তা তুমি, তাকে নীচে নামতে দাও না। আনন্দ বা রসচেতনার উপর এই প্রশাসনের সামর্থ্যই ইন্দ্রত্ব। রসাস্বাদকে তিনি বর্জন করেন না, কিন্তু তার ঊর্ধ্বায়ন ঘটান। তান্ত্রিকের পঞ্চমকারেও ঠিক এই বিধান।

মহেশ্বর, তোমার আকাশে আজ আলোর ঝড়, চিন্ময় প্রাণের বৈদ্যুতী। এই-যে আধার পূর্ণ রয়েছে সোমের ধারায়, — তুমি আপন মহিমায় অটল থেকে তায় পান কর —সে তোমায় দিক্ জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আনন্দ, প্রমত্ত বীর্যের উল্লাস। মণিপুরের অগ্নিকুণ্ডে সৌম্যসুধার প্লাবন নামুক, অগ্নিস্বাত্ত সে-আনন্দ ঊর্ধ্বস্রোতা হোক সেখান থেকে। উৎসর্গের আসবে পাত্র তোমার পূর্ণ হয়ে এসেছে অনাদি কাল হতে ; তুমি রসিক, অথচ স্বধার আনন্দে তার প্রশাস্তা। আজ আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাক তোমার অবিপ্লুত বীর্য :

মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে, হে মহেশ্বর, বীর্যের নির্ঝর,—আনন্দে

পান কর সৌম্যধারা আপনাতে আপনি অটল থেকে...পান কর উল্লাসে।

নিষিক্ত কর তোমার জঠরে মধু-র প্লাবন ;

তুমি যে রাজা—আদিকাল হতে নিঙড়ে-দেওয়া সকল ধারার।।

২

সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ

সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্।

জহি শত্রূঁর্ অপ মৃধো নুদস্বা =

২থাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ।।

**সজোষাঃ—** [ দ্র. ৩।৪৩।২ ] সৌষম্যের ছন্দ নিয়ে। মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহচর না হলে রুদ্ররূপ ধারণ করতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্র সঙ্গে থাকলে তাঁদের

কর্মে ছন্দ আসে। শুদ্ধ বুদ্ধি দিশারী হলে প্রাণশক্তির ক্রিয়ায় বৈষম্য থাকতে পারে না। তাই ইন্দ্র 'মরুদ্‌ভিঃ সজোষাঃ'।

**সগণঃ**— ঐন্দ্রী চেতনা ভ্রূমধ্যে ; এইবার অসুরের হিরণ্ময় পুরীকে তিনি বিদীর্ণ করবেন। আর তিনি একা নন, বিশ্বপ্রাণ এখন তাঁর সহায়।

**বৃত্রহা শূর বিদ্বান্**—সাংখ্যদৃষ্টিতে দেখলে তিনটি বিশেষণে দেবতার তিনটি গুণযোগ বোঝাচ্ছে। অন্ধতমঃকে তিনি বিধ্বস্ত করেন, তাই তিনি বৃত্রহা ; শুদ্ধ রজঃশক্তিতে তিনি প্রাণোচ্ছল ; আবার শুদ্ধসত্ত্বে তিনি সর্ববিৎ। প্রকৃতিতে বৃত্রের আবরণ অপসৃত হচ্ছে চিৎশক্তির প্রভাবে।

**শত্রূন্**— [ < √ শত্ (কাটা ; তু. শাতন্ 'ছেদন'; ? Gk. (a) Skethes 'unscathed' OHG. scado 'harm') + রু ] ।

**মৃধঃ**— [ নিঘ. 'সংগ্রাম' (২।১৭)। তু. ন সুষ্বিম্ ইন্দ্রোঽবসে মৃধাতি ৬।২৩।৯; সখ্যে ন মৃধাঃ ৩।৫৪।২১। < মৃধ্ (অবজ্ঞা করা, তাচ্ছিল্য করা, প্রতিস্পর্ধা প্রকাশ করা) ] স্পর্ধিতদের।

**অভয়ং**— [ তু. যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ (আদিত্যগণ) ২।২৭।১১; উর্বশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র ২।২৭।১৪; ইন্দ্র অশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ ২।৪১।১২; করন্ন ইন্দ্র সুতীর্থাভয়ং ৪।২৯।৩; উরুগায়ম্ অভয়ং তস্য যজ্বনঃ ৬।২৮।৪; উরুং নো লোকম্ অনু নেষি বিদ্বান্ ৎস্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি ৬।৪৭।৮; বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু ৬।৪৭।১২; ১০।১৩১।৬; উর্বীং গব্যূতিম্ অভয়ং কৃধী নঃ (উষা) ৭।৭৭।৪. যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো ন অভয়ং কৃধি ৮।৬১।১৩; উর্বীং গব্যূতিম্ অভয়ং চ নস্কৃধি (সোম) ৯।৭৮।৫; ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত ১০।৬৩।৭; সোমপা অভয়ঙ্করঃ (ইন্দ্র) ১০।১৫২।২। এই হতে অভয়ের রূপটি কী তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অভয় আলোর রাজ্য, আর সে-রাজ্য ভয়ের ওপারে (তু. 'অভয়স্য পারম্' কঠোপনিষদ ১।২।১১)। অসৎ হতে

সত্যে, অন্ধকার হতে আলোতে, মৃত্যু হতে অমৃতে উত্তীর্ণ হওয়াই অভয় লাভ করা। ভয় জরাকে আর মৃত্যুকে, ভয় শোক আর মোহকে (উপনিষৎ)।

আজ নিঃসঙ্গ নও তুমি, মহেশ্বর; আকাশে ঐ বিশ্বপ্রাণের বিদ্যুৎবাহিনী। প্রমুক্তচেতনা, নিখিলের জীবনস্পন্দনে রোমাঞ্চিত, সৌষম্যের মাধুর্যে নন্দিত। হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ; হে দেবতা, তোমার তৃষ্ণা মেটাও। তোমার উচ্ছল প্রাণ অবিদ্যার পাষাণ অবরোধ বিদীর্ণ করুক প্রজ্ঞার শাণিত বিদ্যুতে। হানো বজ্র শত্রুর 'পরে, স্পর্ধিতদের খেদিয়ে দাও দূর-দূরান্তরে। ঘোচাও সঙ্কোচ, ফোটাও আলো—প্রসন্ন অভয় বিকীর্ণ কর আমাদের চেতনায় :

সৌষম্যে নন্দিত তুমি, হে মহেশ্বর, তোমার সঙ্গী আজ মরুতেরগণ ;

সোমধারা পান কর, হে প্রাণোচ্ছল ; তুমি বৃত্রঘাতী, তুমি সর্ববিৎ।

হানো শত্রুদের, দূরে স্পর্ধিতদের খেদিয়ে দাও :

আর এমনি করেই অভয়ের আলো ফোটাও আমাদের সর্বদিকে।।

৩

উত ঋতুভির্ ঋতুপাঃ পাহি সোমম্

ইন্দ্র দেবেভিঃ সখিভিঃ সুতং নঃ

যাঁ আভজো মরুতো যে ত্বা =

হন্বহন্ বৃত্রম্ অদধুস্ তুভ্যম ওজঃ।।

**ঋতুভিঃ—** [ তু. তথা ঋতুঃ ('নিয়ম'), যা তে গাত্রাণাম্ ঋতুথা কৃণোমি ১।১৬২।১৯; ঋতু র্জনীত্রী (ইন্দ্রের) ২।১৩।১; ব্যন্ত দেবী র্য ঋতুর্জনীনাম্ ৫।৪৬।৮; পিব ঋতুনা (প্রতি দৈবতং ঋতু সহিতম্ : ইন্দ্রঃ , মরুৎ, ত্বষ্টা, অগ্নিঃ মিত্রাবরুণৌ, দ্রবিণোদাঃ) ১।১।১৫ ; দ্রবিণোদাঃ পিব ঋতুভিঃ ২।৩৭।১-৩; (অগ্নিঃ ঋতুশ্চ) ২।৩৭।৬; ২।৩৬ (অনুক্রমণিকায় দেবতার উল্লেখ এইভাবে : 'তুভ্যং যড় ঋতব্যং ; সায়ণের মন্তব্য, 'প্রথমায়া ইন্দ্রো মধুশ্চ দেবতা, দ্বিতীয়ায়া মরুতো মাধবশ্চ, তৃতীয়ায়া স্ত্বষ্টা শুক্রশ্চ, চতুর্থ্যা অগ্নিঃ শুচিশ্চ, পঞ্চম্যা ইন্দ্রো নভশ্চ, যষ্ঠা মিত্রাবরুণৌ নভস্যশ্চ'); অগ্নিং... স্রুচা যজাতা ঋতুভি র্ধ্রুবেভিঃ ১।৮৪।১৮; উত ঋতুভি র্ঋভবো মাদয়ধ্বম্ ৪।৩৪।২; আগন্ দেব ঋতুভিঃ (সবিতা) ৪।৫৩।৭; ত্বমুৎসাঁ ঋতুভি র্বদ্ধধানাঁ অরংহ (ইন্দ্র) ৫।৩২।২; বিশ্বেদেবা ঋতুভিঃ...জুযন্তাং...পয়ঃ ৬।৫২।১০; পবমান ঋতুভিঃ কবে (সোম) ৯।৬৬।৩; যেভি র্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি (অগ্নি) ১০।২।৪; যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি (অগ্নি) ১০।২।৫; যথা ঋতব ঋতুভি র্যন্তি সাধু ১০।১৮।৫; উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু ১।৪৯।৩; ঋতূন্ প্রশাসদ্ বি দধাবনুষ্ঠু (অগ্নি) ১।৯৫।৩; বিদ্বাঁ ঋতূঁ র্ঋতুপতে যজেহ (অগ্নি) ১০।২।১; সো অধ্বরান্‌ৎ স ঋতূন্ কল্পয়াতি (অগ্নি) ১০।২।৩; স যজ্ঞিয়ো যজতু যজ্ঞিয়ান্ ঋতূন্ (অগ্নি) ১০।১১।১; ঋতূঁ রন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ (মিত্র) ১০।৮৫।১৮; ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ ১০।৮৫।১৬; বেদা মে দেব ঋতুপা ঋতূনাং (অগ্নি) ৫।১২।৩। যাস্ক 'ঋতুরর্তে গতিকর্মণঃ'; (২।২৫) ; 'ঋতুভিঃ কালৈঃ' (৮।৩; ১২।৪৬)। 'ঋত' বিশ্বব্যাপারের ছন্দ; ঋতুও তাই। আদিত্যের গতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। আদিত্যের উদয়বিন্দুটি ডাইনে-বাঁয়ে দোলে ; সেই ছন্দে পৃথিবীর বুকে প্রাণলীলার পর্যায় দেখা দেয়। আকাশের আলো আর পৃথিবীর

প্রাণে এই যে ছন্দের দোলা, তাই 'ঋতু'র পর্যায়। বৈদিক সাহিত্যে পাঁচটি বা ছয়টি ঋতুর কথা আছে: বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত আর শিশির। শেষের দুটিকে এক ধরলে ঋতু পাঁচটি। ছ'টি ঋতুর প্রত্যেকটিতে দুটি করে মাস—প্রাচীন সংকেত মধু-মাধব (বসন্ত), শুক্র-শুচি (গ্রীষ্ম), নভস্-নভস্য (বর্ষা), ইষ-উর্জ (শরৎ), সহঃ-সহস্য (হেমন্ত), তপঃ-তপস্য (শিশির)। প্রথম তিনটি ঋতুতে প্রাণের উজান, শেষের তিনটিতে ভাটা। প্রাণের এই উজানভাটার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনারও যোগ আছে। ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করবেন বসন্তে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে, বৈশ্য বর্ষায়। বর্ষার চরমে, উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে গবামাসের মাঝের দিনটি পড়ত। আজও ঐটি ব্যাসপূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা বা বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের তিথি। এরপর আলো ঢলে পড়বার কথা। অভিজিৎ সাধককে তার জন্য সাবধান হতে হবে; তাই চাই ইষ্ আর উর্জ, চাই সহঃ, চাই তপঃ। পুরুষসূক্তের দেবযজ্ঞে তিনটি ঋতুর উল্লেখ আছে—'বসন্তো অস্যাসীদ্ আজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ১০।৯০।৬। এই ঋতুর রহস্য অর্থাৎ আলোর দোলায় পৃথিবীর প্রাণের ছন্দ জেনে যজ্ঞ করতে হবে। যিনি এই রহস্য জানেন, তিনি ঋতুবাদী বা 'ঋত্বিক্' । বস্তুত অগ্নিই এই ঋত্বিক (১।১।১; ১০।২।৫); এই ঋতুর ছন্দে তিনি চেতনার উন্মেষ ঘটান ১০।২।৪, ঋতুর সঙ্গে অধ্বরের যোগসাধন করেন ১০।২।৩; ১০।১১।১; ঋতুচক্রের তিনি প্রশাস্তা ১।৯৫।৩, আমার চেতনার আর্তবছন্দও তিনি জানেন ৫।১২।৩। অষ্টকা যাগে ঋতুদেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া, আর সোমযাগে ঋতুপাত্রে দেবতাদের আহুতি দেওয়ার কথা পাওয়া যায়।...বৌদ্ধদর্শনে সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তির সাধারণ নাম 'ঋতু'; এই অর্থের সঙ্গে ঋতুশব্দের বৈদিক প্রাচীন অর্থের সম্বন্ধ আছে ৪।৩৪।২; ৪।৫৩।৭ । আমরা এখন

'কাল' বলতে যা বুঝি, প্রাচীন কালে ঋতু বলতে তাই বোঝাত; অধিকন্তু ঋতুতে ছন্দের ব্যঞ্জনা আরও সুস্পষ্ট (তু. 'ঋতুশঃ' 'ঋতুথা')। ঋগ্বেদে কালশব্দের একটি মাত্র প্রয়োগ 'কৃতং যচ্ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে' ১০।৪২।৯; সেখানে 'কাল' অর্থ আজকালকার মতই 'সময়মত' 'উপযুক্তসময়ে'। কিন্তু অথর্ববেদে দুটি কালসূক্ত পাওয়া যায় (১৯।৫৩, ১৯।৫৪)। কাল সেখানে পরম দেবতা, সৃষ্টির সম্ভূতিশক্তি। ঋতু আর কালের মূলে একই সম্ভূতির ভাবনা ; কিন্তু ঋগ্বেদে এ-ভাবনা কবির, অথর্ববেদে দার্শনিকের। বস্তুত অথর্ববেদের মতন করে কালকে অমন সূক্ষ্ম ও বিরাট্ করে আর-কেউ দেখাতে পারে নি—এমন-কি গীতাও না। ] কালের ছন্দে ; কখনও চেতনার কৈশোর মাধুরীতে, কখনও তারুণ্যের শুক্লচ্ছটায়, কখনও প্রৌঢ়ির ধারাসারে, আবার কখনও-বা এষণার দুর্বারতায়, দুঃসাহসে বা তপস্যার জ্বলদর্চিতে। ঋতুর ছন্দে দেবতার আনন্দের দোলা।

**ঋতুপাঃ—** [ তু. দেব ঋতুপা ঋতাবাঃ (অগ্নি) ৩।২০।৪; বেদা মে দেব ঋতুপাঃ ঋতূনাং ৫।১২।৩ (অগ্নি) ; মরুদ্‌ভিরগ্রে পাভি ঋতুপাভিঃ ৪।৩৪।৭; অয়ং কনীন ঋতুপাঃ (ইন্দ্র) ১০।৯৯।১০ । অগ্নি আর ইন্দ্র—বিশেষ করে এই দুটি দেবতাই 'ঋতুপাঃ'—ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণও। পান করছেন তাঁরা সোমকে। আবার সোমযাগের তিনটি প্রধান দেবতাকে পাচ্ছি। ] ঋতুর ছন্দে সোমরস পান করেন যিনি। ঋতুসংহারে কালচক্রের পূর্ণ আবর্তন ; সুতরাং দেবতা যখন ঋতুপাঃ, তখন তিনি আমার জীবনের আনন্দকে নিত্যসম্ভোগ করছেন নানান ছন্দে।

**সখিভিঃ দেবেভিঃ—** যে-দেবতারা তোমার নিত্যসহচর, তাদের সঙ্গে নিয়ে ; মরুদ্‌গণকে নিয়ে।

**আভজঃ—** [ = আ অভজঃ ] যাদের মধ্যে তুমি অনুপ্রবিষ্ট। চিন্ময় প্রাণের ঝড় তোমারই লীলা।

**ত্বা অনু—** তোমার সঙ্গে-সঙ্গে।

**ওজঃ—** [ < √ বজ্ (সমর্থ হওয়া, বীর্যপ্রকাশ করা ; তু. Lat. augere, to 'increase' < base aug; Goth, ankan 'grow' 'increase'; Gk. auxo 'I increase' ; Lith. augu 'I grow'; also Skt. বক্ষ্ 'to grow' q.v.)। নিঘন্টুতে 'ওজঃ' জল (১।১২), বল (২।৯); নি. 'ওজঃ' ওজতের্ব্যা, উব্জতের্বা (বৃদ্ধ্যর্থস্য), ন্যগ্‌ভাবার্থস্য বা) ৬।৮; § √ 'ওজ্', দ্র. ওজায়মানঃ ১।১৪০।৬ । আয়ুর্বেদে ওজঃ সপ্তধাতুর চরমধাতু। এই ওজঃ রক্ষা করতে পারাই অধ্যাত্মপ্রাণায়াম, যার ফলে 'ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্, ধাত্র ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ' (যো. সূ)। চিন্ময় প্রাণ ইন্দ্রশক্তিতে এই ওজঃ আধান করেন যখন, তখনই বৃত্রের চরম আবরণ বিদীর্ণ হয়। বেদের ভাষায় আর যোগসূত্রে একই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা। ইন্দ্রের অশ্ব এই ওজঃশক্তির রূপক; তু. 'অশ্বাদ্ ইয়ায়েতি যদ্ বদন্তি, ওজসো জাতম্ উত মন্য এনম ১০।৭৩।১০। ] বজ্রশক্তি ; প্রাণের ঊর্ধ্বায়ন ; অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য বা অন্তরবরুদ্ধসৌরততা।

মহেশ্বর, উত্তরবাহিনী অমৃতধারায় আধারের পাত্র এই-যে পূর্ণ করে রেখেছি। তুমি তার নিত্যরসিক—এসো তোমার নিত্যসহচর বিশ্বপ্রাণের বিদ্যুৎবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। এসো জীবনের বাসন্তী মাধুরীতে, এসো গ্রীষ্মের দহনে, বর্ষার প্লাবনে; এসো অন্তরাবৃত্ত চেতনার ঊর্জস্বিনী এষণায়, এসো তার দুঃসাহসে, তার উদগ্র তপস্যায়। মূর্ধন্য-চেতনায় জাগাও আলোর ঝড়, তোমার প্রেষণা ঝিলিক হানুক চিন্ময় প্রাণের উৎসমূলে। সে-ঝড় বিদ্যুতের শাণিত ফলকে বারবার বিদীর্ণ করেছে বৃত্রের অন্তিম আবরণ তোমাতে নিহিত বজ্রবীর্যের অধৃষ্য প্রভঞ্জনে :

তারপর, ঋতুর ছন্দে, হে ঋতুপায়ী, পান কর সোমের ধারা,—

হে মহেশ্বর, তোমার চিন্ময় সখাদের নিয়ে ; নিঙড়ে দিয়েছি আমরা এই-যে।

তাঁদের মাঝে আবিষ্ট হয়েছিলে তুমি,—এই মরুৎদের মাঝে ; তাঁরা তোমারই

সঙ্গে মরণ হানলেন বৃত্রকে, নিহিত করলেন তোমার মাঝে বজ্রের তেজ।।

৪

যে ত্বাঽহিহত্যে মঘবন্ন্ অবর্ধন্

যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ

যে ত্বা নূনম্ অনুমদন্তি বিপ্রাঃ

পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ।।

**অহিহত্যে**—[তু. দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কম্ অহিহত্য উবুঃ ১।৬১।৮; বজ্রম্ ইন্দ্রো...অহিহত্যায় সংশ্যৎ ১।১৩০।৪; মাম্ একং সমধত্তাহিহত্যে (মরুদ্গণের প্রতি ইন্দ্রের উক্তি) ১।১৬৫।৬ ; যজ্ঞস্তে বজ্রম্ অহিহত্য আবৎ ৩।৩২।১২ । তাছাড়া ইন্দ্রের 'অহিহন্' বিশেষণ ২।১৩।৫; ২।১৯।৩ । 'ইন্দ্রজূত অশ্বের' বিশেষণ ১।১১৭।৯; ১।১১৮।৯ (এই 'অশ্ব' ওজঃশক্তি ১০।৭৩।১০)। নিঘন্টুতে 'অহি' মেঘ (অবিদ্যার আবরণ) ১।১০; উদক (প্রাণ শক্তি, রজোগুণ) ১।১২, আবার গো (দ্বিবচনে; রশ্মি) ২।১১, দ্যাবাপৃথিবী ৩।৩০ (মূলাধার ও সহস্রার ; তু. কুণ্ডলিনী ও সহস্রশীর্ষ (শেষনাগ) ; নি. 'অহিরয়নাৎ' ২।১৭ । আবার 'অহির্বুধ্ন্যঃ' দেবতা। § অহি < √

অহ ‖ অংহ (নিপীড়ন করা, ক্লেশ দেওয়া, constrict; তু. Lat angere 'to throttle, to cause pain, to torment', Gk. agkhein 'choke, throttle', Goth. aggwus 'narrow' OE. eng. 'narrow, painful'; Skt. অংহ 'sin' Eng. 'anguish')। 'ব্রহ্ম' বা 'উরুরনিবাধঃ'কে যা সঙ্কুচিত করে তাই অহি। সুতরাং 'অহি' (Av. azi) বৃত্র বা অবিদ্যাশক্তির নাম। কিন্তু চেতনার সঙ্কোচ বৃত্তির নিরোধেও হতে পারে। তখন অহি 'বুধ্ন্যঃ' অর্থাৎ মস্তিষ্কে স্থিত; অহি তখন দেবতা। স্ববশ প্রাণবৃত্তিও অহি— যেমন শিবের অঙ্গে। অহি দ্বিবচনে যখন দুটি 'গো' বা 'কিরণ', তখন জ্ঞান আর কর্মের দুটি নাড়ী হওয়া অসম্ভব নয় ; হঠযোগীর কল্পনা, ইড়া-পিঙ্গলার দুটি প্রাণস্রোত সাপের মত চক্রে-চক্রে প্যাঁচ দিয়ে উঠে গেছে। ] বৃত্রঘাতের সময় ; রুদ্রগ্রন্থি বিদীর্ণ করবার সময়।

**মঘবন্—** [ নি. 'মঘম্ ইতি ধননামধেয়ং মংহতে র্দানকর্মণঃ' (১।৭)— নিঘ. 'ধন' (২।১০)। মঘ < √ মঘ ‖ মহ্ (সমর্থ হওয়া, শক্তি প্রকাশ করা; তু. Goth. magan 'to be able', Goth. mahts, O.H.G. maht 'might, power'; prob. cognate. w. Gk. mekhos 'means, instrument')।]
শক্তিধর, বীর্যশালী। ইন্দ্রের বিশেষণ। আর-একটি বিশেষণ 'সূরিঃ'। একটি বোঝাচ্ছে বীর্যকে, আর-একটি প্রজ্ঞাকে। ইউরোপীয় ব্যাখ্যা 'wealthy' এবং 'patron' ।

**শাম্বরে—** [ তু. 'শাম্বরং বসু' ৬।৪৭।২২ । নিঘন্টুতে 'শম্বর' মেঘ ও পর্বত (১।১০)। < শম্ + √ বৃ। শম্বর ইন্দ্রের প্রধান শত্রু। পঞ্চম, অষ্টম আর দশম মণ্ডল ছাড়া সব মণ্ডলেই তার উল্লেখ আছে। শম্বরের পুরসমূহ বিদীর্ণ করতেই ইন্দ্র 'পুরন্দর' ; তার পুরের সংখ্যা ৯, ৯৯ বা ১০০ (২।১৪।৬; ২।১৯।৬; ৪।২৬।৩; ৬।৩১।৪; ৬।৪৭।২;

৭।৯৯।৫)। 'অতিথিগ্ব' দিবোদাসের হয়ে ইন্দ্র শম্বরের পুর বিদীর্ণ করেছিলেন। এক জায়গায় আছে, বৃহস্পতি 'অদর্দর্মন্যুনা শম্বরাণি বি ২।২৪।২; এখানে শম্বর বলতে বোঝাচ্ছে শম্বরের পুর। শম্বরের রূপকত্ব এখানে খসে পড়েছে। বৃহস্পতি বিশেষ করে 'গবেষক' ; তিনি শম্বরের পুর বিদীর্ণ করলেন গোপন আলোকে আবিষ্কার করবার জন্য। এই মন্ত্রেও ইন্দ্রের গবেষণার উল্লেখ আছে। ] শম্বর সম্পর্কিত ব্যাপারে ; শম্বরবধে। তু. দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতম্ (অশ্বিনৌ) ১।১১২।১৪ ।

**গবিষ্টৌ**— [ তু. ক্রন্দদশ্ব গবিষ্টিযু (অগ্নি) ১।৩৬।৮;শূরো ন মিত্রাবরুণা গবিষ্টিযু ৫।৬৩।৫; উভয়েভ্যঃ প্র চিকিৎসা গবিষ্টৌ (সোম) ১।৯১।২৩; যুধ্য কুয়বং গবিষ্টৌ (ইন্দ্র) ৬।৩১।৩; বৃহস্পতে প্রচিকিৎসা গবিষ্টৌ ৬।৪৭।২০; উত যে গবিষ্টৌ (যজমান) ৮।৫৭।৩; ১০।৬১।২৩; রথীরভূৎ মুদ্‌গলানী গবিষ্টৌ (?) ১০।১০২।২; উদ্ বা বৃষস্য মঘবন্ গবিষ্টয়ে ৮।৬১।৭; কুবিৎসু নো গবিষ্টয়ে ঽগ্নে সং বেষিষো রয়িম্ ৮।৭৫।১১; আ পবস্ব গবিষ্টয়ে মহে সোম নৃ চক্ষসে ৯।৬৬।১৫; জিন্বা গবিস্টয়ে ধিয়ঃ (সোম) ৯।১০৮।১০; মা নো...পরাবর্জ্ক্তং গবিষ্টি যু (ইন্দ্রাগ্নী) ৬।৫৯।৭ ; বরন্ত ন পরিবাধো হরিবো গবিষ্টিযু ৮।২৪।৫;স্বঃ সিষাসন্ রথিরো গবিষ্টিযু ৯।৭৬।২ (সোম) ; ত্বামিন্নরো বৃণতে গবিষ্টিষু (ইন্দ্র) ১০।৪৭।২। সমস্যার সমাধানকল্পে মননকে আজও 'গবেষণা' বলে। গবেষণার মূলে দেখা যাচ্ছে 'প্র চিকিৎসা' বা চেতনার অগ্রাভিযান ১।৯১।২৩; ৬।৪৭।২০, 'ধী'র তৎপরতা ৯।১০৮।১০ এবং ইন্দ্রশক্তির উজান বওয়া ৮।৫৭।৩; লক্ষ্য সৌম্য চেতনার স্বর্জ্যোতি লাভ ৯।৭৬।২। ] আলোর এষণায়। প্রশান্তির গভীরে আছে প্রজ্ঞার দীপ্তি। তাকে আবৃত করে শম্বর বা অবিদ্যা রচেছে তার মায়াপুরী। ইন্দ্র তাদের বিদীর্ণ করবার

সময় মরুতেরা তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। প্রাণ বিশ্বব্যাপ্ত না হলে প্রশমের আলো ফোটে না।

**নূনম্**— এখন।

**অনুমদন্তি**— তোমার উন্মাদনায় যাঁদের উন্মাদনা। শুদ্ধ প্রাণ আর শুদ্ধ মন একই চেতনার এপিঠ-ওপিঠ।

**বিপ্রাঃ**— [ √ বিপ্ || বেপ্ (কাঁপা, টলমল করা) + র + ১ব আবেশে টলমল। ইন্দ্র 'স্থবির', মরুদ্‌গণ 'বিপ্র' ; শুদ্ধমনের স্থিরবিন্দুকে ঘিরে প্রাণের ঝড়।

মহেশ্বর, আমার আকাশে তুলেছ আজ চিন্ময় প্রাণের ঝড়। এই বিশ্বপ্রাণেরই প্রেষণায় তোমার বজ্রশক্তি বিশীর্ণ করেছে অবিদ্যাচেতনার কুণ্ডলী, বিদীর্ণ করেছে মায়ার হিরণ্ময় গ্রন্থি ; এই বিশ্বপ্রাণেরই উদার বীর্য বজ্র আর বিদ্যুতের বাহনে তোমায় ছুটিয়েছে স্বর্জ্যোতির সন্ধানে। সেই প্রাণ আমার ভ্রূমধ্যবিথারে আজ টলমল। তোমার স্বধার আনন্দ ছলকে উঠছে তার আত্মবিচ্ছুরণের আনন্দে। মহেশ্বর, পাত্র প্রস্তুত, পান কর চিন্ময় প্রাণের আবেশে সুষুম্ণবাহিনী সুধার ধারা :

যাঁরা তোমায় অহিহত্যায়, হে শক্তিধর, উপচে তুলেছিলেন,

যাঁরা শম্বরবধে, হে জ্যোতির্বাহন, উদ্দীপ্ত করেছিলেন তোমায় আলোর সন্ধানে,

যাঁরা তোমার আনন্দে আজও নন্দিত, আবেশে টলমল,—

পান কর, মহেশ্বর, এই সৌম্যসুধা সেই মরুদ্‌গণকে সঙ্গে নিয়ে।।

৫

মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানম্

অকবারিং দিব্যং শাসম্ ইন্দ্রম্।

বিশ্বাসাহম্ অবসে নূতনায়ো

গ্রং সহোদাম্ ইহ তং হুবেম।।

**অকবারিং—** [ এই ঋকটি আবার ৬।১৯।১১। 'অকবারি'র আর একটি মাত্র প্রয়োগ আছে, স্ত্রীলিঙ্গে : সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী ৭।৯৬।৩। পদপাঠে ভাগ হয়েছে অকব। অরি। আর-একটি শব্দ আছে 'কবারি'; ভাঙা হয়েছে কব। অরি ('দক্ষিণা...ন কবারিভ্যো নহি তে পৃণন্তি' ১০।১০৭।৩; কবারিদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না এই হল ভাব।) 'অকবারি' আদ্যুদাত্ত, সুতরাং 'কবারি'র বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে। 'অকবারি' তাহলে সুদক্ষিণ। কিন্তু 'কবারি' অদক্ষিণ কেন? উত্তরপদ 'অরি'র দুটি অর্থই পাওয়া যায়—দুটি ব্যুৎপত্তি থেকে। যে দেয় না, সে 'অরি' ( <ন √ রা) ; আবার যে সত্যের পথে চলে, সেও 'অরি' (< √ ঋ)। দুটিই অন্তোদাত্ত, সুতরাং অর্থভেদ বুঝতে হয় প্রকরণ থেকে। অকব (আদ্যুদাত্ত) শব্দের এই প্রয়োগগুলি পাওয়া যায় : প্র প্রজায়ন্তে অকবা মহোভিঃ (মরুতঃ) ৫।৫৮।৫; দাত্রং রক্ষেথে অকবৈরদব্ধা (অশ্বিদ্বয়) ৩।৫৪।১৬, যুবং রাধোভিরকবেভিরিন্দ্রাগ্নে অস্মে ভবতমুত্তমেভিঃ ৬।৬০।৩; সত্বং ন ইন্দ্র অকবাভিরূতী অবিতা ভূঃ ৬।৩৩।৪; ১।১৫৮।১ (অশ্বিদ্বয়)। সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে 'অকব' প্রশংসাবাচী। তাহলে 'কবারি'র 'কব' নিন্দাবাচী। লৌকিক সংস্কৃতে একটি প্রয়োগ পাওয়া যায়—

'কবোষ্ণ' < কু+ উষ্ণ। 'কবারি'র 'কব' তাহলে এই 'কু'র বিকার। আর একটি শব্দ আছে 'কবাসখঃ' (পদপাঠ কব। সখ ৫।৩৪।৩); যাস্ক ব্যাখ্যা করছেন, 'যস্য কবুয়াঃ সখায়ঃ' যার বন্ধুরা খারাপ, কুসঙ্গ পরায়ণ (৬।১৯)। কুৎসিতার্থক 'কব'র এই আর-একটি উদাহরণ তাহলে পাওয়া যাচ্ছে। তু. ন দেবাসঃ 'কবত্নবে' দিব্যভাব নয় দীনের তরে ৭।৩২।৯; এইখানে 'কব + ত্নু'। অকব যদি প্রশংসাবাচী হয়, তাহলে 'অরি' শব্দের অর্থ 'যে চলছে, পথিক'। সরস্বতীর ধারা সোজা উঠে যাচ্ছে (তু. 'অধ্বর') এই অর্থে 'অকবারী' বিশেষণ তাঁর বেলায় খাটে। ইন্দ্রও এইজন্য 'অকবারি', তাঁর চলাও সোজা চলা; তাই তিনি 'ঋজীষী'ও। ] ঋজুসঞ্চারী। পাপ 'জুহুরাণম্' ; ইন্দ্র তা নন।

**শাসম্**— [ তু. তে চিদ্ধি পূর্বীরভি সন্তি শাসা (ঋভবঃ) ৭।৪৮।৩; অগ্নিমীড়ে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্ধরীতুম্ ১০।২০।২ ; শাসঃ (অকারান্ত) ইত্থা মহান্ অস্য (ইন্দ্র) ১০।১৫২।১; রাতহব্যঃ প্রতি যৎ শাসম্ (আদ্যুদাত্ত) ইন্বতি ১।৫৪।৭ (ইন্দ্র) ; শ্রোযন্ যে অস্য শাসং (আদ্যুদাত্ত) তুরাসঃ (অগ্নি) ১।৬৮।৯; শাসাম্ উগ্রো মন্যমানো জিঘাংসতি ২।২৩।১২ । আদ্যুদাত্ত এবং অন্তোদাত্ত হলন্ত ও স্বরান্ত দুটি রূপই পাওয়া যাচ্ছে। মোটের উপর প্রশাস্তা এবং প্রশাসন দুইই বোঝাচ্ছে। উপনিষদে পাই চরাচরের প্রশাস্তা অক্ষর (বৃহদারণ্যক) ; আবার মানুষের শাস্তারূপে পাই বুদ্ধদেবকে। √ শস্ || শংস এর মৌলিক অর্থ 'কিছু বলা' > উদ্দীপ্ত হয়ে কিছু বলা। √ শাস্ আদেশ দেওয়া, শাসন করা। কৃদন্ত শব্দগুলিতে দুটি অর্থ জড়িয়ে গেছে] প্রশাস্তা। ইন্দ্র দিব্য প্রশাস্তা, অন্তর্যামী, অন্তরে ঈশ্বরের বাণী।

**বিশ্ব-সাহম্**— [ ইন্দ্র ৬।৪৪।৪; ৮।৯২।১ । উদাত্তোত্তরপদ ] বিশ্বভুবন যাঁর পায়ের তলায়। যাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাবার কেউ নাই।

**নূতনায় অবসে**—[ নূতন শব্দের মৌলিক অর্থ 'এখনকার', 'সদ্যঃ' ] এখনই তাঁর প্রসাদ পেতে।

**সহোদাম্**— [ তু. ইন্দ্র ৩।৩৪।৮; ৬।১৭।১৩; —১।১৭১।৫; —১।১৭৪।১, ১০] সর্বাভিভাবী দুঃসাহস আমাদের দেন যিনি।

বজ্রসত্ত্বকে এই আধারে আবাহন করি, চাই তাঁর সদ্যঃপাতী আলোর প্রসাদ। আমাদের মূধর্ন্যচেতনায় আনুন তিনি আলোর ঝড়, চিন্ময় বীর্যের ধারাসারে অভিষিক্ত করুন তনুর সকল অণু, তাঁর চিদ্বীজ বনস্পতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক আধারের সকল ঠাঁই। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র ঋজুসঞ্চার তাঁর মেরুতন্তুতে, তাঁর আলোর শাসন ভাঙে আঁধারের সকল বাধা, তাঁর বজ্রবীর্য সর্বজিৎ বীর্যে উল্লসিত করে আমাদের অন্তর :

মরুদ্‌গণের সঙ্গী যিনি বীর্যের নির্ঝর—আধারে উপচে চলেন,

ঋজুসঞ্চারী, চিন্ময় প্রশাস্তা, বজ্রসত্ত্ব হয়ে

বিশ্বভুবনকে নুইয়ে দেন যিনি, সদ্য তাঁর প্রসাদ পেতে

সেই বজ্রতেজাকে এই আধারে আমরা আবাহন করি—যিনি দেন দুঃসাহসের বীর্য।।

# গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
## অষ্টচত্বারিংশ সূক্ত

এই সূক্তটি বিশেষ মননীয়। প্রধান চারটি মন্ত্রেই ইন্দ্রের সোমপানের কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে সোমরহস্য, ইন্দ্রের মাতা-পিতা এবং ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কথা। দুটি বিষয় লক্ষণীয়, ইন্দ্র 'সদ্যোজাত' এবং 'কামরূপ'। অন্যান্য কথা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উঠবে।

১

সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ

প্রভর্তুম্ আবদ্ অন্ধসঃ সুতস্য

সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে

রসাশিরঃ প্রথমং সোম্যস্য।।

**সদ্যঃ জাতঃ**— [ তু. সদ্যোজাতস্তৎসার যুজ্যেভিঃ (অগ্নি) ১।১৪৫।৪; সদ্যো যজ্জাতো অপি বো হ সোমম্ (ইন্দ্র) ৩।৩২।৯ ; ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্ ৩।৩২।১০;সদ্যোজাতো বৃষভো রোরবীতি (পর্জন্যঃ) ৭।১০১।১; সদ্যোজাত ঋভুষ্ঠির (ইন্দ্র) ৮।৭৭।৮; সদ্যোজাতো ব্যমিমীত যজ্ঞম্ (অগ্নি) ১০।১১০।১১। তিনটি দেবতা সদ্যোজাত—অগ্নি, ইন্দ্র, পর্জন্য। চেতনায় তাঁদের আবির্ভাব আকস্মিক—অনেক ধস্তাধস্তির পর সূর্যের আলোকে হঠাৎ

কুয়াসা কেটে যাওয়ার মত। রামকৃষ্ণের উপমা, হাজার বছরের অন্ধকার প্রদীপের আলোতে হঠাৎ এক নিমেষে পালিয়ে যায় যেমন। তন্ত্রে (দ্র. তৈত্তিরীয়) সদ্যোজাত শিবের একটি বিভাব, পাঁচ মুখের এক মুখ ] অকস্মাৎ চেতনায় আবির্ভূত। এই আবির্ভাবই দেবতার কৃপা (Grace, শক্তিপাত)।

**কনীনঃ—** [ তু. ভিনৎ কনীন ওদনং (ইন্দ্র) ৮।৬৯।১৪; অয়ং কনীন ঋতুপা অবেৎ ১০।৯৯।১০ (ইন্দ্র) ; জারঃ কনীন ইব চক্ষদানঃ (ঋজ্রাশ্ব) ১।১১৭।১৮; জনিষ্ট যোষা পতয়ৎ কনীনকঃ (infant) ১০।৪০।৯; কনীনকেব বিদ্রধে (unrobed girls 'G') ৪।৩২।২৩। অনুরূপ: 'কণী', 'কণা', 'কন্যা', 'কণীয়স্' 'কনিষ্ঠ' তু. Gk. Kainos—'a girl'আরও তু. Lat. genus 'family, origin'; gens 'family. nation, race, breed' < Aryan base gen 'to produce' also kun-'family, race' OE. cnapa, boy, servant, Mod. Germ.Knabe 'boy' kuid 'child'। < কণ || কন + ঈন, যেমন অর্বাচ্ + ঈন, বিশ্বজন + ঈন।] কুমার, শিশু। 'কুমার' অথচ 'বৃষভঃ', অনুরূপ ভাব 'কুমারী' অথচ 'মাতা'। তুলনীয়, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নয় বা এগারো বছরের ছেলে, অথচ রাসেশ্বর। এইখানে একটি গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্কেত পাওয়া যায় : কিশোর দেহে আবির্ভূত ভালবাসাই 'অন্তরবরুদ্ধ সৌরত', যার আর-এক নাম 'উর্ধ্বস্রোতা'। সোমযাগের সঙ্গে সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। অপালাসূক্তে ইন্দ্রকে অপালা বলছেন, 'তুমি 'বীরক', ঘরে-ঘরে কী খুঁজে বেড়াও, আমরা যে তোমাকে চাই, স্বামী ছেড়ে কবে তোমার সঙ্গে সঙ্গত হব?' ৮।৯১।২-৪। অবিকল ভাগবতের গোপীদের কথা। অপালার 'বীরক' আর এই 'কনীন' দুইই কুমার ইন্দ্র।

**প্রভর্তুম্—** [ ঋগ্বেদে পাঁচটি তুমন্তের একটি। ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে, 'প্রভর্তা রথং

দাশুষ উপাকে' রথকে নিয়ে ১।১৭৮।৩; ৮।২।৩৫। আবার আছে, 'মধবঃ প্রভর্মণি', ৮।৮২।১, গাত্রস্য প্রভর্মণি ১।৭৯।৭। তাছাড়া আছে 'প্রভৃতি', 'প্রভৃথ'। সবার অর্থই 'সামনে এগিয়ে নেওয়া,' 'উজান বওয়ানো' (যেমন ৫।৩২।৭)। ] উজান বওয়াতে।

**আবৎ—** সাহায্য করলেন। তু. 'অবা নো অগ্ন উতিভি র্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি, ১।৭৯।৭। কাকে উজান বওয়াতে?

**সুতস্য অন্ধসঃ**—[ কর্মে ষষ্ঠী ] যে ভোগবতী-ধারাকে আমরা নিঙ্ড়ে দিয়েছি। রসের ধারা উজান বইল, সেই দেবতা অন্তরবরুদ্ধ সৌরত কিশোর হয়ে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হলেন।

**সাধোঃ—** [ তু. ক্রতো ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ রথী (অগ্নি) ৪।১০।২; রায়ো বন্তারো দুষ্টরস্য সাধোঃ (যজমান) ৭।৮।৩। 'রসাশীঃ'র বিশেষণ। সায়ণ বলেন 'রসাত্মনা সংসিদ্ধম্।' ] সিদ্ধ। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। অসিদ্ধ রসের ধারা নামে নীচের দিকে। তাই প্রবৃত্তিমার্গ, জন্তুর পক্ষে সহজ। বৈদিকদর্শনে একে বলা হয়েছে 'অব্রহ্মচর্য'। বিষয় সংস্পর্শে আনন্দ জাগে, কিন্তু সে আনন্দ 'বৃহৎ' নয়। তাকে বৃহৎ করবার ব্যাকুলতায় অসিদ্ধ ভোগের যে পৌনঃপুনিকতা, তাই সংসারাবর্ত। ইন্দ্রের বজ্র যদি গ্রন্থি-ভেদ করে, তাহলেই ধারা উজান বইতে পারে। সে-রস দেবতা পান করেন।

**প্রতিকামং যথা**—তাঁর যত ইচ্ছা, যেমন খুশি।

**রসাশিরঃ—** [অনন্যপ্রয়োগ। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। সোম 'যবাশীঃ' 'গবাশীঃ' এবং 'দধ্যাশীঃ' হয়, এ-কথা আগেই বলেছি। এখানে যব, গব্য এবং দধি তিনটিরই সাধারণ নাম দেওয়া হচ্ছে 'রস'। নিঘন্টুতে রস 'অন্ন' (২।৭) এবং উদক (১।১২); আবার 'রসতি' অর্চতিকর্মা অর্থাৎ চিত্তের উদ্দীপন বোঝায় (৩।১৪)। সুতরাং অন্ন, প্রাণ, মন তিনটি

ভূমিতেই রস আছে। সোমের সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হচ্ছে : 'স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ং' ৬।৪৭।১। ঋগ্বেদে 'রস' শব্দের অধিকাংশ প্রয়োগই নবম মণ্ডলে, অর্থাৎ পবমান সোমের বেলায়। তাই রস 'আস্বাদনের আনন্দ, আনন্দচেতনা'। এই অর্থটি এসেছে অলঙ্কারশাস্ত্রেও, বৈষ্ণবের রসশাস্ত্রে, রসিকের সহজসাধনায়। আবার রসায়নে রস 'পারদ' বা 'শিববীর্য'। বেদে নদীর এক নাম 'রসা' ৫।৪১।১৫ ; ৫।৫৩।৯; ১০।১০৮।১, ২ ইত্যাদি) ; অতএব স্বভাবতই 'রস' 'নাড়ীবহ প্রাণস্রোত'। ] রসমিশ্র (ধারা)।

**প্রথমং—** সবার আগে। আগে দেবতা পান করবেন আমাদের আনন্দ, তারপর আমরা তাঁর প্রসাদ পাব। এরই নাম 'যজ্ঞ', যজ্ঞশিষ্ট প্রসাদ যে পান করে, সে সমস্ত কলুষ হতে মুক্ত হয় (গীতা)।

**সোম্যস্য—** ['রসাশী'র বিশেষণ ] সোম হতে জাত, আনন্দলতিকা হতে স্রুত।

সহসা বিদীর্ণ হল তমিস্রার আবরণ; নেমে এলো আলোর কিশোর, অন্তরবরুদ্ধ-সৌরত প্রাণোচ্ছলতার জোয়ার হয়ে। প্রত্যাহৃত চেতনার গভীরে টলমল যে ভোগবতীর রুদ্ধধারা, সেই কিশোরের ছোঁয়ায় সে উজান বইল আকাশপানে।...হে দেবতা, সুচিরকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধির গঙ্গোত্রীতে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার এই আনন্দধারা, এর তীর্থে-তীর্থে তারুণ্যের উচ্ছলন, আলোর ঝলক, প্রজ্ঞান-ঘনতার তুষারদীপ্তি। মহেশ্বর, এই আমার নৈবেদ্য, তোমার অধরের স্পর্শ একে প্রসাদ করুক। আজ আমি অফুরান, —তোমার অনন্ত কামনার বিচিত্র তর্পণ হোক আমার সুধার ধারায় :

এই-যে সহসা আবির্ভূত বীর্যের নির্ঝর সে-কিশোর—

উজান বওয়াতে এলেন প্রসন্ন হয়ে আমার ভোগবতীর নিঙ্ড়ে দেওয়া ধারাকে।

এ-যে সিদ্ধধারা, কর পান—যেমন তোমার খুশি ;

পান কর সবার আগে রসমিশ্র সোমের ধারা।।

২

যজ্ জায়থাস্ তদ্ অহর্ অস্য কামে

ং২শোঃ পীয়ূষম্ অপিবো গিরিষ্ঠাম্।

তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী

মহঃ পিতুর্ দম = আসিঞ্চদ্ অগ্রে।।

**অস্য কামে**— এর কামনায়, একে চেয়ে। 'অমৃতের তৃষ্ণা নিয়েই তোমার জন্ম'। প্রাকৃত চেতনায় এ-তৃষ্ণা প্রচ্ছন্ন, বিকৃত বা বিচ্ছিন্ন ; কিন্তু দিব্যচেতনায় তা অনাদি এবং অনন্ত, কেননা যিনি চিন্ময়, তিনি স্বরূপত আনন্দময়।

**অংশোঃ**— [ তু. নি. 'অংশুঃ' শম্ অষ্টমাত্রো ভবতি, অননায় শম্ ভবতীতি ইতি বা' (২।৫); দুর্গ শম্ বলতে বুঝাচ্ছেন সুখ—সোমাংশ যজমানকে সুখ দেয়, জীবমাত্রকে সুখ দেয়। আবার 'কিরণ' (নি ৫।১১)। তু. সোমাংশ বোঝাতে : দুগ্ধঃ অংশুঃ ৩।৩৬।৬; —অংশুং দুহন্তি ৩।৩৬।৭ ; — পিপীলে অংশুঃ ৪।২২।৮; ৫।৪৩।৪; —৯।৬২।৪; — অংশুর্যবেন পিপিশে যতো নৃভিঃ ৯।৬৮।৪; দিবো যঃ স্কম্ভো ধরুণঃ স্বাতত আপূর্ণো অংশুঃ পর্যেতি বিশ্বতঃ (সুষুম্ণ সূর্যরশ্মির

বর্ণনা) ৯।৭৪।২ ইত্যাদি। 'অংশু' > বা আঁশ, সোমলতার তন্তু ; তন্তুসাম্যে 'কিরণ' কেননা সোম উজ্জ্বল।] সোমতন্তুর; সোমের ; অমৃতকিরণের।

**পীযূষম্—** [তু. অংশোঃ পীযূষং প্রথমং তদুক্থ্যম্ ২।১৩।১ ; স পীযূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্ (অপাং নপাৎ) ২।৩৫।৫; অয়ং পীযূষং তিসৃষু প্রবৎসু সোমো দাধার ৬।৪৭।৪; দিবঃ পীযূষম্ উত্তমং সোমম্ ৯।৫১।২; দিবঃ পীযূষং দুহতে (সোম) ৯।৮৫।৯; দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যদ্ উক্থ্যং মহো গাহাদ্ (depth) দিব আ নিরধুক্ষত ৯।১১০।৮; ১০।৬৩।৩; ১০।৮৭।১৭ ; (ত ... অংশোঃ পীযূষং প্রথমস্য ভেজিরে (গ্রাবাণঃ) ১০।৯৪।৮) < √ প্যায় + (উ) স ] আপ্যায়নী ধারা। লৌকিক সংস্কৃতে 'অমৃত'। দেখা যাচ্ছে, দ্যুলোকের সঙ্গেই তার যোগ বেশী। এখানে 'গিরিষ্ঠা' বিশেষণেও তাই বোঝাচ্ছে। স্মরণীয়, 'সহস্রারচ্যুত অমৃত'।

**গিরিষ্ঠাম্—** [ তু. বিষ্ণুর বিশেষণ ১।১৫৪।২; মধ্বো রসং গিরিষ্ঠাং শুক্রমং সোঃ ৫।৪৩।৪; মারুতং গণং গিরিষ্ঠাং বৃষণং হুবে ৮।৯৪।১২; সোমের বিশেষণ ৯।১৮।১; — ৬২।৪; —৮৫।১০;— মহিষং ন সানৌ...উক্ষণং গিরিষ্ঠাম্ ৯।৯৫।৪; — সং বাং যজ্ঞেষু মানবী, ইন্দুর্জনিষ্ট রোদসী, দেবো দেবী গিরিষ্ঠাঃ (দ্যুলোকের সঙ্গে গিরির সাম্য) ৯।৯৮।৯; ইন্দ্রের বিশেষণ (ঠিক বিষ্ণুর মত) ১০।১৮০।২; মূজবান্ পর্বতে সোম পাওয়া যায়, তাই সোম 'গিরিষ্ঠাঃ' এই অনেকের মত। কিন্তু মূজবান্ পর্বতটাই < মুঞ্জ যে আসলে রূপক। ঋগ্বেদে একজায়গায় মাত্র মুঞ্জশব্দের উল্লেখ আছে, সেখানে সোমকে বলা হয়েছে 'মুঞ্জ-নেজন'—মুঞ্জতৃণ দ্বারা পরিশুদ্ধ ১।১৬১।৮। মুঞ্জতৃণ যজ্ঞে ব্যবহার হত, কুশাসনের মত; ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মেখলা তৈরী হত ঐ দিয়ে। সুতরাং মুঞ্জবান্ পর্বতকে

যখন সোমের নিবাস বলা হয়েছে (সোমস্যেব মৌজবতস্য ১০।৩৪।১), তখন এই পর্বতটিকে রূপক অর্থেই নিতে হবে ; অর্থাৎ বুঝতে হবে, যেখানে মুঞ্জতৃণের বা শুদ্ধপ্রাণের প্রাচুর্য, সেইখানেই সোম বা আনন্দচেতনা জন্মায়। এই দেহই মুঞ্জবান্ পর্বত, তার মধ্যে আত্মা ঈষিকার মত (কঠ উপনিষদ); এর শীর্ষদেশে সোম আছে। তাই সোম 'গিরিষ্ঠাঃ'। এই হল অমৃত আনন্দের স্বরূপ। নইলে আনন্দ সর্বত্রই আছে।

**মাতা—** [ইন্দ্রের মাতা কে? দু'জায়গায় তিনি 'শবসী' ৮।৪৫।৫; ৮।৭৭।২; আর-এক জায়গায় 'নিষ্টিগ্রী' ১০।১০১।১২। সায়ণ বলেন, দুটিই অদিতির বিশেষণ। ইন্দ্রের জন্মবিবরণ আর-এক জায়গায় পাওয়া যায় (৪।১৮); সেখানেও কোনও নামের উল্লেখ নাই। অদিতির ছেলেরা আদিত্য; ইন্দ্রও একজন আদিত্য ৭।৮৫।৪; ৮।৫২।৭; (মৈ-স ২।১।১২, তৈ.ব্রা ১।১।৯।১)। সুতরাং অদিতি ইন্দ্রমাতা। <√মা (নির্মাণ করা, সৃষ্টিকরা, উৎপাদন করা) ]

**যোষা—** [ ‖ যোস্, যোঃ, বৈদিক শক্তিমন্ত্র। < সৌতে র্মিশ্রণকর্মণঃ (নি. ৩।১৫); তু. যো-নি। সায়ণ বলছেন, 'যোষা যুবতিরদিতিঃ; 'যুবতি' ও < √ যু; ধাতুপাঠে তার অর্থ 'মিশ্রণামিশ্রণয়ঃ' অর্থাৎ যা গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে। মহদ্ব্রহ্ম চিদ্বীজ গ্রহণ করছেন, আবার সৃষ্টি করছেন। তাই 'যোঃ' শক্তিমন্ত্র (ইউরোপীয় অনুমান 'Safety' as in Lat. Jus) 'যোষা' মহাশক্তি, তারপর যে-কোনও নারী; অথবা নারীর প্রজাসৃষ্টিব্যাপার থেকে মহাশক্তির কল্পনা। ] আদিনারী; মহাশক্তি; অদিতি।

**জনিত্রী—** [ < √ জন্ ‖ জা ] জননী। এই জননী কি কুমারী? তাই কি ইন্দ্র 'কনীনঃ' বা কন্যার পুত্র? লৌকিক ভাষায় অবিবাহিত মায়ের সন্তানকে কিন্তু 'কানীন' বলা হয়।

**মহঃ পিতুঃ**— [ এই পিতাকে একটু পরেই বলা হচ্ছে ] মহান্ পিতার। দেবতার জন্মের উল্লেখ অনেক জায়গায় পাই, কিন্তু তাঁদের পিতামাতার উল্লেখ সব জায়গায় খুব স্পষ্ট নয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আপ্রাকৃত চেতনার আবির্ভাব একটা বিশেষ ঘটনা; তাই আমরা দেবতাকে জন্মাতে দেখি। আমাদের মধ্যে সহজেই এই দিব্যচেতনা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে; তাই দেবতার 'পরিভূ' রূপও আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু যে বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনা হতে এই বিশ্বচেতনা ও জীবচেতনার আবির্ভাব, উপনিষদের ভাষায় যিনি 'চেতনশ্চেতনানাম্', তিনি নির্ণাম ও নীরূপ। ঋগ্বেদে তাঁকে প্রায়ই শুধু 'পিতা' বা 'দেব' বলা হয়েছে। কখনও-বা তাঁর সত্তার যুগনদ্ধ বিলাসকে বলা হয়েছে 'পিতা' এবং 'মাতা'—যেমন এখানে। এই অরূপ বিশ্বোত্তীর্ণতাই বৈদিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তি। বহু দেবতাকে নিয়ে কারবার করছি, কিন্তু চেতনার পিছনে আছে একের জ্যোতির্ময় পরিবেষ। ঐ হল অদ্বৈতের রূপ, যা অসৎ বা শূন্য হতে বিশেষ দূরে নয়।

**দমে**— [ নিঘন্টুতে 'গৃহ' (৩।৪)। < √ দম্ (> দমিতা, 'উগ্রস্য চিদ্দমিতা' ২।২৩।১১, 'দমিতাভিক্রতূনাম্' ৩।৩৪।১০; 'বিশ্বস্য দমিতা ৫।৩৪।৬ ; দময়ন্ 'উগ্রমুগ্রং দমায়ন্ ৬।৪৭।১৬; 'দময়ন্তং পৃতন্যূন্ ৭।৬।৪; ১০।৭৪।৫; এসব জায়গায় অর্থ পাওয়া যাচ্ছে 'দমন করা' কিন্তু নিগ্রহ অর্থে নয়, সংযমন অর্থে ; তু. Lat. domus, a house, home, building. Cognate w. Gk. domos 'building' Skt. দম্, O. Bulg. domu 'house' all < Stem. dom; dem;dm; Lith. dim. Stis. 'estate, yard'; the Aryan base dema etc. 'to build' appears also in Gk. demein 'to build', demas, 'shape, form'; Goth. timrjan 'to build' O.H.G. zimbar 'wood for building, house, room [mod. G. Zimmer]; the original meaning of

dema may have been 'to make suitable, adapt, fit together'; cp. Goth (ga) timan, O.S. teman, O.H.G. zeman 'to suit'; cp. also Lat. domare; Gk. damaein 'to tame, subdue lit. bring to home'] গৃহে, ধামে ; পরমব্যোমে। সেইখানেই দিব্য সোম।

**পরি আসিঞ্চৎ**—তোমাকে পরিষিক্ত করছিলেন। অমৃতের অধিকার নিয়েই তুমি জন্মেছ। আমাদের মধ্যে সেই ধারাকে আবিষ্কার করাই এখন তোমার কাজ।

**অগ্রে**— সবার আগে, সৃষ্টিরও আগে। তু. সদেব সৌম্য ইদম্ 'অগ্রে' আসীৎ। অমৃতচেতনা আগে থেকেই সিদ্ধ না থাকলে সাধনবীর্য দ্বারা তাকে আবিষ্কার সম্ভব হয় না। 'নিত্যসিদ্ধস্য বস্তুনঃ প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা' (রূপ গোস্বামী...)।

হে দেবতা, যে মুহূর্তেই তোমার আবির্ভাব, সেই মুহূর্তেই এ-আধার জ্বলে উঠল তোমার অমৃত-পিপাসায় লেলিহান হয়ে। সুষুম্ণবাহিত অমৃতের শুভ্র আপ্যায়নী-ধারা ঝরে পড়ল গঙ্গোত্রীর তুষারমৌলি হতে। তুমি পান করলে, তুমি তৃপ্ত হলে। এ তো শুধু আজ নয়। বিশ্বযোনি যে-অদিতি তোমার জননী, পরম পিতার লোকোত্তর ধামে তিনিই তোমায় সৌম্যসুধার অগ্নিস্রোতে অভিষিক্ত করেছিলেন সৃষ্টির আদিম উষায় :

যেদিন তুমি জন্মালে, সেই দিনই এই অমৃতের কামনায়

সুষুম্ণ-রশ্মির আপ্যায়নী ধারাকে পান করলে তুমি—গিরিশৃঙ্গে যা রয়েছে।

সেই ধারাতেই তোমার মাতা, বিশ্ব-যোনি জননী যিনি,

তোমার মহান্ পিতার ধামে পরিষিক্ত করেছিলেন তোমায় সবার আগে।।

৩

উপস্থায় মাতরম্ অন্নম্ ঐট্ট

তিগ্মম্ অপশ্যদ্ অভি সোমম্, ঊধঃ

প্র যাবয়ন্ অচরদ্ গৃৎসো অন্যান্

মহানি চক্রে পুরুধ-প্রতীকঃ।।

অন্নম্— [ < √ অদ্ (খাওয়া; তু. Lat. edere, Gk. edo Lith edu; Goth. itan 'to eat')। বৈদিক সাহিত্যে 'অন্নের' একটি রহস্যার্থ আছে। যা কিছু প্রাণ ও চেতনার পোষক, তাই 'অন্ন'। অন্ন নামের মাঝে পাওয়া যাচ্ছে, বাজঃ, প্রয়ঃ, বয়ঃ, অবঃ, ধাসি, ইষম, উর্ক, স্বধা, অর্কঃ, নমঃ, সূনৃতা, ব্রহ্ম, বর্চঃ, যশঃ—যার প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক সাধনসম্পদ। আবার অন্নকে উদকের মধ্যেও ধরা হচ্ছে (১।১২)। অন্ন যে প্রাণ ও চেতনার পোষক, এই তার প্রমাণ। বৈদিক দর্শনে বিশ্বরহস্যকে দিব্যদৃষ্টিতে বা চেতনার দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে, অন্নের সঙ্গে প্রাণ ও চেতনার সম্পর্ক হয়েছে আত্মীয়ের সম্পর্ক—জড়বাদের মত অনাত্মীয়ের নয়। যা জড়, তাই অন্ন; সমস্ত জগৎকে অন্ন আর অন্নাদ দু'ভাগে ভাগ করা যায় (সামবেদ); অন্ন 'অশিত' হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে প্রাণে ও মনে (ছান্দোগ্য)। সুতরাং অন্ন বা জড় চিৎশক্তির আত্মস্ফুরণের আধারমাত্র। জড়ের মধ্যে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত করবার জন্য 'অন্ন' শব্দের প্রয়োগ এক অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয়। অধ্যাত্মচেতনার প্রধান অন্ন হল সোম। অন্ননামের প্রথমেই 'অন্ধঃ'। অন্নসূক্তে (১।১৮৭) তার মহিমার পরিচয়। এখানেও ইন্দ্র যখন মায়ের কাছে অন্ন চাইলেন, তখন তিনি পেলেন তেজস্বী সোমরস ]।

**ঐট্ট—** [ √ ঈড় (সায়ণ বলেন 'পরাক্রার্থক' প্রমাণ দিচ্ছেন (নি.৭।১৫) প্রকরণ থেকে তাই মনে হয় ; কিন্তু 'ঈলিঃ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, 'ঈট্টে স্তুতিকর্মণঃ, 'ইন্ধতের্বা' ৮।৮; ধাতুটির এই দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত; মনে রাখতে হবে স্তুতিও 'অর্কঃ' বা অর্চিঃ)+ লঙ্ ত] উস্‌কিয়ে তুললেন; চাইলেন।

**তিগ্মম্ —** [<√ তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা, বিদ্ধ করা; তু Lat. [in] stigare 'goad' Gk. stigma 'prick' < base Sti, Stei, Stoi 'Sharp' + formative—g; Avest. Staera 'peak'; also Gk. Stizein 'prick tattoo'; O. Pers. tigra 'sharp'. Eng. Stick)। তু Skt. তেজঃ।] তেজস্বী; যা চেতিয়ে তোলে।

**উধঃ—** [ দুটি রূপ আছে, 'উধস্', 'উধন্'। এখানে ছন্দ বজায় রাখতে গিয়ে সপ্তমী বিভক্তি খসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তু. Gk. outhar OE. uder. O.H.G. utar. Lat. uber, 'udder'।] পালানে, স্তনে। সোম জগন্মাতার স্তন্যসুধা।

**প্রযাবয়ন্—** [ < √ যু (পৃথক করা) ] সরিয়ে দিয়ে। কাদের? 'অন্যান্'—অবশ্যই যারা 'অনিন্দ্র' বা 'ইন্দ্রশত্রু'।

**গৃৎসঃ—** ['গৃৎসায়' ৩।১।২ । তু. পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতাঃ (অগ্নি) ৪।৫।২; স গৃৎসো অগ্নিস্তরুণশ্চিদস্তু ৭।৪।২ ; গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি (যজমানকে বরুণ) ৭।৮৬।৭;গৃৎসো রাজা বরুণো চক্র এতং ৭।৮৭।৫; গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো বি বো মদে (সোম) ১০।২৫।৫; কথা তে এতদ্ অহম্ আ চিকেতং গৃৎসস্য পাকস্তবসো মনীষাং (ইন্দ্র) ১০।২৮।৫; গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদম্ অমূরম্ (অগ্নি) ৩।১৯।১ । অগ্নি লেলিহান্, ইন্দ্র শক্তিমান্, বরুণ নিত্যজাগ্রত;

সুতরাং গৃৎসের সম্ভাবিত দুটি ব্যুৎপত্তিই ( < √ গৃ [ ৎ] জেগে ওঠা, বা < √ গৃধ্ লোভ করা, চাওয়া) খাটে। যদি < √ গৃ (গান করা) হয়, তাহলে যজমানের বেলাতেও খাটে। নিঘন্টুর 'মেধাবী' একটা সাধারণ অর্থ। বিশেষণটি আগে প্রয়োগ হয়েছে দেবতার বেলায়, তারপর মানুষে ; কেননা, 'গৃৎসমদ' (ঋষির নাম) অন্তোদাত্ত অতএব তৎপুরুষ, অর্থ 'দেবানন্দ'। মোটের উপর নিত্যজাগ্রত অর্থই বেশী খাটছে বলে মনে হয়। সায়ণ কিন্তু বলছেন, 'অভিকাঙ্ক্ষ্যতে সর্বৈর্দেবৈঃ শত্রু হননার্থমিতি গৃৎসঃ', অর্থাৎ < √ গৃধ্ সমর্থন করছেন। ] নিত্যজাগ্রত।

**মহানি—** [= 'মহান্তি বৃত্রহননাদি 'কর্মাণি' (সায়ণ)]

**পুরুধ-প্রতীকঃ**—[ অগ্নির বিশেষণ ৩।৭।৩ । § প্রতীকম্—নি. প্রত্যক্ষং ভবতি, প্রতিদর্শনম্ ইতি বা (৭।৩১); দুর্গের ব্যাখ্যা, 'প্রত্যঞ্চং প্রতিগতং প্রকাশস্য'। যো যত্রবাঁ উষসো ন প্রতীকং ব্যূর্ণুতে দাশুষে বার্যাণি ৬।৫০।৮; জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং বর্মী ৬।৭৫।১; সুসংদৃক্ তে স্বনীক প্রতীকং বি যদ্ রুক্মোন রোচস (অগ্নি) ৭।৩।৬; যস্য প্রতীকম্ আহুতং ঘৃতেন (অগ্নি) ৭।৮।১; পৃথু প্রতীকম্ অধ্যেধে অগ্নিঃ ৭।৩৬।১; উষসো ন প্রতীকং ১০।৮৮।১৯; স্রুচা প্রতীকম্ অজ্যতে (অগ্নির) ১০।১১৮।৩; সত্বম্ অগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ ১০।১১৮।৮। আরও তু. সুপ্রতীক, ঘৃতপ্রতীক, চারুপ্রতীক, মধুপ্রতীক, শুচিপ্রতীক, ত্বেষপ্রতীক। মূল অর্থ, 'যা সামনে আসে' (< প্রতি √ অঞ্চ্); অতএব 'আবির্ভাব'। উপনিষদের প্রতীকোপাসনারও এই অর্থ—যা সামনে দেখছি, তাতেই তাঁর আবির্ভাব অনুভব করছি।] সর্বত্র আবির্ভাব যাঁর। দেবতা বিশ্বরূপ।

অখণ্ডিতা অবন্ধনা অদিতির মাঝে তাঁর আবির্ভাব তরুণ গরুড়ের বুভুক্ষা নিয়ে। কিসে হবে তাঁর আপ্যায়ন, কিসে পুষ্টি? এই যে মায়ের বামস্বাদু পয়োধরে সৌম্যসুধার প্রস্রবণ অগ্নিরসে তীক্ষ্ম, জ্বালাময়। আনন্ত্যের আনন্দে আত্মবিচ্ছুরণের যে তীব্র উন্মাদনা, বজ্রসত্ত্বের মাঝে বীর্যের আধান করল সে-ই। দুর্ধর্ষ হয়ে দেবতা জাগলেন, বিদ্যুৎবিসর্পে বিচ্ছুরিত হলেন দিকে-দিকে, বজ্রের হানায় বিকীর্ণ করলেন আঁধারের যত বাধা, জ্যোতির মহিমায় ছড়িয়ে পড়লেন বিশ্বময় :

মায়ের কাছে গিয়ে 'অন্ন' চাইলেন তিনি,—

তাকিয়ে দেখলেন, তীক্ষ্ম সোমরস তাঁর স্তনে।

হটিয়ে দিয়ে আর-সবাইকে বিচরণ করতে লাগলেন নিত্যজাগ্রত সে-দেবতা; —

কত যে মহৎ কর্ম করলেন, করলেন—সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে।।

৪

উগ্রস্ তুরাযাল্ অভিভূত্যোজা

যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।

ত্বষ্টারম্ ইন্দ্রো জনুষা ঽভিভূয়

ঽমুষ্যা সোমম্ অপিবচ্ চমূষু।।

**তুরাষাট্**— [তু. ৫।৪০।৪; ৬।৩২।৫; ১০।৫৫।৮; কেবল ইন্দ্রের বিশেষণ। তৃতীয়ান্ত 'তুরার' একটি মাত্র প্রয়োগ ১০।৯৬।৭; < √ তুর্ ‖ তু (পার হওয়া; অভিভূত করা)। অকারান্ত 'তুর' সম্পর্কে নি. 'তুর ইতি

যমনাম, তরতে র্বা, ত্বরতে র্বা, ত্বরয়া তূর্ণগতি র্যমঃ' (১২।১৪)। 'তুর্' সংবেগ; সর্বজয়া শক্তি।] জয়ন্তী-শক্তিতে সমস্ত বাধাকে অভিভূত করেন যিনি।

**অভিভূত্যোজাঃ**—[তু. ইন্দ্র ৩।৩৪।৬; ইন্দ্রাবিষ্ট ত্রসদস্যু ৪।৪২।৫; ইন্দ্র ৬।১৮।১; মন্যু ১০।৮৩।৪; বজ্র ১।৫২।৭] সবাইকে অভিভূত করে যাঁর বজ্রতেজ।

**যথাবশম্**— [ < √ বশ্ (চাওয়া) ] খুশিমত।

**তন্বং চক্রে**— [সায়ণ. 'আত্মীয়ং শরীরং যথাকামং নানাবিধ রূপোপেতং চক্রে; তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ'—"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি" ৩।৫৩।৮। তু. ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৬।৪৭।১৮। এর সঙ্গে তুলনীয়, উপনিষদের 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ (কঠোপনিষদ্ ২।২।১০) ইত্যাদি। 'তিনিই সব-কিছু হয়েছেন' এই ভাবটি আগের ঋকটিতেও! দ্র. 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় (ইন্দ্র) ৬।৪৭।১৮। ইন্দ্র স্বয়ং বিশ্বরূপঃ ৩।৩৮।৪; ৬।৪১।৩; ... উপনিষদের উক্তি আর এই উক্তি একই—সুতরাং এ-রূপ শুধু ভক্তের ইচ্ছানুরূপ নয়; এ তাঁর বিশ্বরূপ।] রূপ ধরেছেন; নিজেকে বিশ্বরূপে ব্যাকৃত করেছেন।

**ত্বষ্টারং**— ['ত্বষ্টা' < √ ত্বক্ষ্ ‖ তক্ষ্, Av. (কুঁদে বের করা, রূপ দেওয়া) কিন্তু নিঘন্টুতে 'ত্বক্ষঃ' বল (২।৯)। শব্দটি ঋগ্বেদে আছে: ১।১০০।১৫ (ইন্দ্রের); ত্বক্ষসা বীর্যেণ ৪।২৭।২; ৬।১৮।৯ (ইন্দ্রের); মরুদ্গণের ৮।২০।৬; ত্বক্ষীয়সা বয়সা ২।৩৩।৬, সব জায়গায় 'ত্বক্ষঃ'র বল অর্থই খাটে। ত্বষ্টার স্বরূপ আলোচনায় এই কথাটি মনে রাখতে হবে। যাস্ক বলছেন, 'ত্বষ্টা তূর্ণম্ অশ্নুতে (সর্বব্যাপী) ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বিষে র্বা স্যাদ্ দীপ্তিকর্মণঃ, ত্বক্ষতে র্বা স্যাৎ করোতি কর্মণঃ। মাধ্যমিকস্ত্বষ্টা ইতি আশু র্মধ্যমে চ স্থানে সমাম্নাতঃ।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ (৮।১৪)। ঋগ্বেদে: ত্বষ্ট র্দেবেভির্জনিভিঃ সুমদ্‌গণঃ (দেব দেবীদের গণপতি) ৬।৫০।১৩; ২।৩৬।৩; [ আপ্রীসূক্তের একজন দেবতা ৭।২।৯; ৩।৪।৯ ; ২।৩।৯ (দেবকাম পুত্র দেন), বিভুঃ পোষঃ ৫।৫।৯; অ!িরসাং সচাভূঃ দেবানাং পাথঃ প্রবিদ্বান্ ১০।৭০।৯; য ইমে দ্যাবা পৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ ভুবনানি বিশ্বা ১০।১১০।৯; তুরীপং বি ষ্যতু ১।১৪২।১০; ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ ১।১৮৮।৯; ত্বষ্টারং বিশ্বরূপং ১।১৩।১০; ত্বষ্টারম্ অগ্রজাং গোপাং পুরোযাবানং ৯।৫।৯] ত্বষ্টা বজ্রং ততক্ষ ১।৩২।২; ১।৫২।৭; ১।৬১।৬; ১।৮৫।৯; ৫।৩১।৪; ৬।১৭।১০; ১০।৪৮।৩; (সব নানা ভ!িতে)...ইন্দ্র ভীত ১।৮০।১৪; ত্বষ্টা গ্নাসু অন্তর্ন্যানজে ১।১৬১।৪; ১।১৬১।৫; ত্বষ্টৈদেনং (অশ্বং) সৌশ্রবসায় জিন্বতি ১।১৬২।৩; আবাহন ৯।৮১।৪; ১।১৮৬।৬; ১০।৬৫।১০; ত্বমগ্নে ত্বষ্টা ২।১।৫; সাম্নঃ সাম্নঃ কবিঃ, বৃহস্পতিমজনদ্ ২।২৩।১৭; ভুবনস্য সক্ষণিস্ত্বষ্টা গ্নাভিঃ সজোষা জূজুবদ্ রথম্ ২।৩১।৪; সুকৃৎ সুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা ৩।৫৪।১২ ; দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজা পুরুধা জজান, ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য ৩।৫৫।১৯; একটি চমসকে চারটি করলে ত্বষ্টা খুশী হলেন ৪।৩৩।৫; - ৬; প্রার্থনা ৭।৩৪।২১, ২২; ৫।৪৬।৪; ১০।৯২।১১; = ইন্দ্র ৬।৪৭।১৯; সুপাণিঃ ৭।১৪।২০; গ্নাভিঃ ১০।৬৬।৩; ৭।৩৫।৬; ত্বষ্টা রূপের তক্ষ্যা (অগ্নির সাথে তুলনা) ৮।১০২।৮; ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান (অগ্নিঃ) ১০।২।৭; (যম-যমীর) জনিতা দেবঃ সবিতা বিশ্বরূপঃ ১০।১০।৫; ত্বষ্টা দুহিত্রে (সরণ্যু) বহতুং কৃণোতী ১০।১৭।১; সুজনিমা সজোষাঃ ১০।১৮।৬; অগ্নিকে জন্ম দেন ১০।৪৬।৯; দেবশ্চন ত্বষ্টা ধারয়দ্ উশৎ ১০।৪৯।১০; ত্বষ্টা মায়া বেদ্ অপসামপস্তমঃ বিভ্রৎ

পাত্রা দেবপানানি শন্তমা, শিশীতে নূনং পরস্তুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদ্ এতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ১০।৫৩।৯; দেবেভির্জনিভিঃ ১০।৬৪।১০; ত্বষ্টা রূপাণি বিংশতু (গর্ভাধানমন্ত্র) ১০।১৮৪।১; ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ ৪।৪২।৩; ত্বষ্টা ও দেবপত্নীদের আনতে বলা অগ্নিকে ১।২২।৯; বাস্তোষ্পতির সঙ্গে ৫।৪১।৮; প্রথম ভাজং যশসং বয়োধাং সুপাণিং দেবং সুগভস্তিম্ ঋভ্বম্ যজতং পস্ত্যানাং ৬।৪৯।৯; চমসং ত্বষ্টু র্দেবস্য নিষ্কৃতং অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ১।২০।৬; অত্রাহ গোর্ অমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্ ইত্থা চন্দ্রমসোগৃহে ১।৮৪।১৫; ত্বষ্টুর্গর্ভং (অগ্নিং) ১।৯৫।২; ১।৯৫।৫; ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ শতধন্যং চম্বোঃ সুতস্য ৪।১৮।৩; বায়ো ত্বষ্টুর্জামাতঃ ৮।২৬।২১;—২২; বাশী মেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীম্ অন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ (দেবতার উল্লেখ নাই, কিন্তু বলা হয় যে, ইনি ত্বষ্টা) ৮।২৯।৩; ত্বাষ্ট্রং মধু (তু. মধুবিদ্যা) ১।১১৭।২২; অস্মভ্যং তৎ ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপম্ অরন্ধয়ঃ (ইন্দ্র) ২।১১।১৯; মহি ত্বাষ্টম্ অজুর্যং ৩।৭।৪; ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ ত্বাষ্ট্রস্য ত্রিতঃ ১০।৮।৮; ইন্দ্র...ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্ বিশ্বরূপস্য গোনাম্ আচক্রাণঃ ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ১০।৮।৯; গো অর্ণসি ত্বাস্ট্রে অশ্বনির্ণিজি (সোম) ১০।৭৬।৩। এইবার স্বরূপের আলোচনা। প্রথম যাস্কের ব্যুৎপত্তি দিয়ে আরম্ভ করা যাক্। ত্বষ্টার তিনটি লক্ষণ, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি দীপ্তিমান, তিনি কর্তা। [ কর্তা অর্থে তিনি রূপকৃৎ; বারবার বলা হচ্ছে, তিনি 'রূপাণি পিংশতি', উপনিষদের ভাষায় অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। (তু. ১০।১৮৪।১; ১০।১১০।৯; আভুবৎ ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা ৮।১০২।৮; ১।১৮৮।৯)। অতএব স্পষ্টতই ত্বষ্টা স্রষ্টা ঈশ্বর। কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন 'হয়ে'; তাই তিনি 'বিশ্বরূপ' ১।১৩।১০। বাইরে তিনি বিশ্বরূপ, অন্তরে সবিতা; এইটিই ঋগ্বেদের ত্বষ্টার খুব স্পষ্ট

পরিচয় ১।১৩।১০; ৩।৫৫।১৯; ১০।১০।৫;] এই প্রসঙ্গে ত্বষ্টাকে মিলিয়ে দেখতে হবে বিশ্বকর্মার সঙ্গে। বিশ্বকর্মার দুটি সূক্তে ১০।৮১-৮২ বৈদিক ঈশ্বরবাদের অপূর্ব বিবৃতি আছে; এদুটি কেন যে পণ্ডিতদের কাছে যথাযোগ্য সমাদর পায় নি তা বলা যায় না। সৃষ্টি সম্পর্কে বিভূতিবাদ আর নির্মাণবাদ। তার মধ্যে বলা যেতে পারে বিশ্বরূপ বিভূতিবাদের ঈশ্বর, আর বিশ্বকর্মা নির্মাণবাদের ঈশ্বর। পরবর্তী যুগে একটি ধারা নেমে এসেছে বেদান্তে, আর একটি ন্যায়ে। ঋগ্বেদে কিন্তু দুটিতে কোনও ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়নি। বিশ্বরূপ ত্বষ্টার হাতে লোহার বাইশ্, বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীমন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ ৮।২৯।৩; আবার বিশ্বকর্মা সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ (কামারের মত) ১০।৮১।৩; কামারের উপমাটি স্পষ্টরূপে আছে ব্রহ্মণস্পতির বেলায়,—'ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ দেবানাং পূর্ব্যে যুগে, অসতঃ সদ্ অজায়ত ১০।৭২।২; সৃষ্টির এত সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার অথচ দার্শনিক বর্ণনা আর পাওয়া যায় না। লক্ষণীয়, আজ পর্যন্ত বিশ্বকর্মা কামারদের দেবতা হয়ে আছেন বাংলায়। কিন্তু ব্রহ্মণস্পতি আর বিশ্বকর্মা দুজনাই এক [ তু. 'বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণং' ১০।৮১।৭ ] —বাক্ হতে সৃষ্টি, আর প্রাণ হতে সৃষ্টি [তু. বাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি' ৩।২৯।১১ ] একই কথা, কেননা চেতনা আর প্রাণ ওতপ্রোত। এই ঋকটিরই পূর্বার্ধে বলা হচ্ছে, 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ'। বর্ণনাটি বিশ্বকর্মার, কিন্তু হুবহু খাটছে বিশ্বরূপের বেলায়। গীতার বিশ্বরূপকে আমরা চিনি। আবার ঋগ্বেদেরই পুরুষসূক্তের প্রথমে তাঁর দেখা পাই—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' রূপে ১০।৯০।১। এই সূক্তটিতে

বিভূতিবাদকে দার্শনিক ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে সোজাসুজি—'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্' ১০।৯০।২ । অতএব দেখা যাচ্ছে ত্বষ্টাই বিশ্বরূপ এবং বিশ্বকর্মা (তু. 'সুকৃৎ' ৩।৫৪।১২), বৈদিক দর্শনে তিনিই পুরুষ। এই সঙ্গে হিরণ্যগর্ভ সূক্তের (১০।১২১) প্রজাপতির সঙ্গেও ত্বষ্টাকে মিলিয়ে দেখতে হবে। স্রষ্টা ঈশ্বর সম্পর্কে তাহলে ঋগ্বেদে এই বিবৃতি পাচ্ছি। ত্বষ্টাতে তাঁর সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাঙ্গীণ রূপকল্পনা। ত্বষ্টা একাধারে বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মূলে। তত্ত্বভাবনা দিয়ে রূপ হতে অচ্ছিন্ন করার ফলে আমরা তাঁকে পাচ্ছি ব্রহ্মণস্পতি, বাচস্পতি, বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতিরূপে। প্রথম দুটি ভাবনার মাঝে ব্রহ্ম হতে বা বাক্ হতে বিশ্বের সৃষ্টি—মীমাংসাপ্রস্থানের এই দুটি দার্শনিকবাদের উদ্ভব। তর্কপ্রস্থানাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরবাদী, বিশ্বকর্মার ভাবনা দ্বারা তাঁদের সৃষ্টিবাদ অনুপ্রাণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণে দেখি, (সম্ভর—বিশ্বস্রষ্টার সংজ্ঞা প্রজাপতি। এই ধারারই অনুবৃত্তিতে পুরাণে তিনি 'ব্রহ্মা'। এমনি করে এক আদিম 'ত্বষ্টা'র ভাবনাই দার্শনিক এবং লৌকিক বিভিন্ন সৃষ্টিবাদের প্রেরণা জুগিয়েছে) এইবার বোঝা যায়, কেন ত্বষ্টা স্ববান্ আপনাতে আপনি আছেন, অথচ 'ঋতাবা' ঋতচ্ছন্দে জগতে বয়ে চলেছেন (সুকৃৎসুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা ৩।৫৪।১২), তিনি বিশ্বরূপ হয়েই 'অগ্রিয়' সবার আগে ১।১৩।১০; তিনি 'অগ্রজা' হয়ে চলেছেন সবার আগে (অগ্রজাং গোপাং পুরো যাবানম্ ৯।৫।৯)। সমস্ত দেবতা এবং দেবশক্তির তিনি গণপতি (দেবেভি র্জনিভিঃ সুমদ্গণঃ ২।৩৬।৩; তু. ৬।৫০।১৩; ১০।৬৪।১০ এইখানে 'বৃহদ্দিবা' অদিতি মাতা, ত্বষ্টা পিতা ১।২২।৯)—বিশেষ করে দেবপত্নীরা (গ্নাঃ) তাঁর নিত্যসঙ্গিনী ১।১৬১।৪; ২।৩১।৪; ৭।৩৫।৬; ১০।৬৬।৩ । তাঁর কর্মের দিক

বোঝাতে তাঁকে বলা হচ্ছে 'সুপাণিঃ' ৩।৫৪।১২; ৬।৪৯।৯; ৭।৩৪।২০। 'অপসামপস্তমঃ' কর্মীদের মাঝে সব চাইতে কুশলী ১০।৫৩।৯। শুধু বিশ্বের রূপ গড়ায় নয়, ইন্দ্রের বজ্র আর ব্রহ্মণস্পতির পরশুর তক্ষণে এই কর্মের পরিচয় (১।৩২।২; ১।৫২।৭; ১।৬১।৬; ১।৮৫।৯; ৫।৩১।৪; ৬।১৭।১০; ১০।৪৮।৩; ১০।৫৩।৯), যা দিয়ে তাঁরা আধারের আবরণকে বিদীর্ণ করেন। তিনি যে শুধু বিশ্বভুবনকে জড়িয়ে আছেন (ভুবনস্য সাক্ষণিঃ ২।৩১।৪), তা নয়, সবিতা হয়ে আছেন আমাদেরও অন্তরে (তু. 'নতং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্‌যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব'—তাঁকে জান না তোমরা যিনি এই সবকে জন্ম দিলেন, আবার আর একজন হয়ে তোমাদের অন্তরে রইলেন ১০।৮২।৭)। সেখানে তিনি আমাদের সাধনপথের দিশারী, এই দেহরথকে তিনিই ছুটিয়েছেন অমৃতের সন্ধানে (জুজুবদ্ রথম্ ২।৩১।৪), এইটি তাঁর সাবিত্রকর্ম, আমাদের অভীপ্সার আগুন তাঁর পুত্র ১।৯৫।২; ১০।২।৭; ১০।৪৬।৯, আমাদের প্রাণ বা বায়ু তাঁর জামাতা ৮।২৬।২১; ২২, আমাদের প্রাতিভসংবিৎ বা সরণ্য তাঁর কন্যা ১০।১৭।১, আমাদের বৃহতের সিদ্ধি বা বৃহস্পতিও তাঁর পুত্র। (সাম্নঃ সাম্নঃ কবিঃ, বৃহস্পতিমজনদ্ ২।২৩।১৭) যে-মধু বা অমৃতচেতনার আমরা পিপাসী, তা তাঁরই মধু' ('ত্বাষ্ট্রং মধু' ১।১১৭।২২; উপনিষদে তাই মধুবিদ্যা দধ্যঙ্ অথর্বার আবিষ্কার। তাঁরই দিব্যধামে আমাদের বৃত্রঘাতী ইন্দ্রচেতনা পান করে শতধারায় নির্ঝরিত সৌম্য মধু (ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ শতধন্যম্ ৪।১৮।৩।) এই আধারে, এই চাঁদের ঘরে তাঁরই একটি গোপন কিরণ সুষুম্ণা রশ্মি হয়ে নেমে আসে ('অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্ ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ১।৮৪।১৫)।

ত্বাষ্ট্রের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে ইউরোপীয় পন্ডিতেরা একটু গোলে পড়েছেন। ৩।৪৮।৪ ঋকে ইন্দ্রের পিতার কথা আছে। আবার ত্বষ্টার কথাও আছে, ত্বষ্টাকে ইন্দ্র অভিভূত করেছেন এমন কথাও আছে। আর এক জায়গায় (৪।১৮।১২) কে যেন ইন্দ্রমাতাকে বিধবা করেছে, ইন্দ্র তাঁর বাবার ঠ্যাং ধরে তাঁকে ছুড়ে দিয়েছেন এমন কথাও আছে। ত্বষ্টার ঘরে ইন্দ্র জোর করে সোমপান করেছেন এমন কথা আছে অন্যত্র (তৈ. স. ২।৪।১২।১; শ. ব্রা. ১।৬।৩।৬)। বিশ্বরূপ নামে ত্বস্টার এক ছেলেকে ইন্দ্র হত্যা করেন, তারপর থেকেই এই মন-কষাকষি। বিশ্বরূপ হত্যার উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে (১০।৮।৮,৯)। এইসব থেকে ইউরোপীয় পন্ডিতেরা অনুমান করছেন, ত্বষ্টা ইন্দ্রের পিতা। ত্বষ্টা পরমপুরুষ, অতএব ইন্দ্রের পিতা হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়। কিন্তু বেদে তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ৩।৪৮ সূক্তে ইন্দ্রের পিতা 'কশ্যপ' এই হল সায়ণের মত। পুরাণে কশ্যপের দুই স্ত্রী, অদিতি ও দিতি; সায়ণ এখানে পুরাণকে অনুসরণ করেছেন। ইন্দ্রের পিতৃনির্যাতনের বেলাতেও পিতা কে, তা সায়ণ কিছু বলছেন না। ইন্দ্রের পিতৃনির্যাতন আর ত্বষ্টার উপর জুলুম, দুটোকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে ত্বষ্টাকে ইন্দ্রপিতা করবার অনূকূলে কোনও প্রমাণ নাই, প্রয়োজনও নাই। শিবের যেমন পিতৃনাম কেউ জানে না, তেমনি ইন্দ্রের পিতৃনাম আমরা জানি না। পিতা অবশ্যই কশ্যপ বা মহাকাশ বা পরমপুরুষ, কিন্তু ত্বষ্টারূপে নন। ত্বষ্টার স্বরূপ ঝুঁকেছে সম্ভূতির দিকে এই কথাটি মনে রাখতে হবে। দেবতা অবশ্য এক, কিন্তু তাঁর বিভাব বা বিভূতি আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকটি বিভূতি মূলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাহলেও বিভূতির স্বাতন্ত্র্য আছে বই কি। সুতরাং ত্বষ্টাকে ইন্দ্রের পিতা কল্পনা না করেই, ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের (পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের নয়) বিরোধের হেতু খুঁজতে হবে।

প্রথম কথা, ত্বষ্টা নিজে বিশ্বরূপ, তাঁর পুত্রও বিশ্বরূপ। কথাটার তাৎপর্য অতি প্রাঞ্জল। তিনিই যদি এইসব কিছু হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁতে আর জগতে ভেদ নাই। ইউরোপীয়ানরা এই মতকে বলেন Pantheism এবং এটা তাঁদের কাছে একটা বিভীষিকা। আমাদের দর্শনে যে এরকম নিরেট Pantheism কোথাও নাই, একথা আগেই বলেছি। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি; তিনি 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম', 'পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ১০।৯০।১,৩। যেটুকু তাঁর অমৃত, তার সঙ্গে এই মর্ত্যের একটা বিরোধ আছে। অথচ 'অমর্ত্যো মর্ত্যে সযোনিঃ'—অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই মূল ১।১৬৪।৩০। ত্বষ্টা বিশ্বরূপ অমৃত। কিন্তু ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ মর্ত্য। আধুনিক বেদান্তের ভাষায় তর্জমা করলে, ব্রহ্ম অমৃত, তিনিই জগৎ হয়েছেন; কিন্তু তাঁর জগৎ মায়া, যদিও সে সম্পূর্ণ সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ। এইজন্যই ত্বাষ্ট্র অসুর, সে বৃত্র। তু. নি. 'তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ ত্বাষ্ট্রোহসুরঃ ইতি ঐতিহাসিকাঃ, অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ' ইত্যাদি (২।১৬)। যাস্কের এই উক্তিতে সমস্তটা আখ্যান জলের মত সোজা হয়ে গেছে। অসুরের তিনটি পুর অথবা তার তিনটি শীর্ষ একই কথা। সেই পুরানো ইতিহাস, আর ফলিয়ে বলবার দরকার নাই। এই মর্ত্য বিশ্বরূপকে বিনাশ করে অমর্ত্য বিশ্বরূপের ধামে যেতে হবে, সেইখানে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে। করতে হবে জোর করে (তু. ২।১১।১৯)। যিনি এই মায়ার মূল মায়ী, তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দী। তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর বুক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনতে হবে। সপ্তশতীতে তাই দেবীর মুখে শুনি 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্তা ভবিষ্যতি' (৫।১২০)। বীরের এই বিজয়মহিমার কথা ঋগ্বেদে

ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, যথাস্থানে তার আলোচনা আছে। (১।৮০।৪; ১।১৬১।৪)। পুরাণকার বলেন, বিশ্বরূপ বধের পর ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার অভিশাপ লাগে। কথাটা ভাববার মত। বেদ জগৎকে উড়িয়ে দেবার পক্ষপাতী কোনকালেই ছিলেন না। ত্বষ্টা ইন্দ্রকে স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন, 'আমি হতপুত্র, তোমাকে অমৃত দেব না' (তৈ. স. ২।৪।১২।১)। তবুও ইন্দ্র অমৃত ছিনিয়ে আনেন মহাশূন্য থেকে। এই ইন্দ্রবীর্যের প্রকাশ উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যে, বুদ্ধ যাঁর উত্তরাধিকারী। ...

কৌশিক সূত্রে ত্বষ্টা সবিতা এবং প্রজাপতি; মার্কণ্ডেয় পুরাণে তিনি বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতি; অন্যত্র তিনি আদিত্য; মহাভারতে ও ভাগবতে সূর্য। ঋভুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আলোচনা যথাস্থানে আছে (১।২০।৬; ...)।

**জনুষা**— জন্মেই। সদ্যোজাতের ক্ষিপ্রবীর্যের ইঙ্গিত।

**আমুষ্য**— [তু. আমুষ্য সোমম্ অপিবশ্চমূ সুতম্ ৮।৪।৪। সেখানে ত্বষ্টার উল্লেখ নাই] জোর করে, ছিনিয়ে নিয়ে।

**চমূষু**— [অধিকাংশ প্রয়োগ ৯ম মন্ডলে] চমসে, সোমপাত্রে। এই আধারই সোমপাত্র। যুগে-যুগে সিদ্ধ আধারে দেবতা আনন্দ সুধা পান করে আসছেন।

তিনি বজ্রসত্ত্ব। তাঁর দুধর্ষ বীর্যের তীব্র সংবেগে গুঁড়িয়ে দেন বৃত্রের বাধা। আঁধারের মায়া পরাস্ত হয়েছে তাঁর বজ্রতেজে, চোখের সামনে খসে পড়েছে অবিদ্যার আবরণ। দেখছি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের লীলায় ভুবনের রূপে-রূপে প্রতিরূপ তিনি—তিনিই বিশ্বরূপ। আবার মূর্ধন্যচেতনার ওপারে বিশ্বের অতীত অরূপ তিনি, ত্বষ্টার হিরণ্ময় অপিধান অপাবৃত করেন নৈঃশব্দ্যের পরঃকৃষ্ণ বিদ্যুতের হানায়, অলখের অমৃতে প্লাবিত করেন অমার কুহর :

তিনি বজ্রবীর্য, ক্ষিপ্রসংবেগে গুঁড়িয়ে দেন বৃত্রের বাধা,—সর্বজয়া তাঁর বজ্রশক্তি;
আপন খুশিতে রূপ ধরেছেন এই দেবতা।

ত্বষ্টাকে ইন্দ্র জন্ম হতেই অভিভূত করেছেন—

ছিনিয়ে নিয়ে সোমের ধারা পান করেছেন 'চমূতে-চমূতে'।।

৫

ধুয়া। দ্র. ৩।৩০।২২

# গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
## নবচত্বারিংশ সূক্ত

মরুত্বান্ ইন্দ্রের শংসন বা গুণবর্ণন শুধু। সোমপানের কোনও কথা বা যজ্ঞে আবাহন নাই। তিনি মহান্, বিশ্বব্যাপী, দুর্ধর্ষ, বৃত্রঘাতী; আবার পিতার মত স্নেহশীল, আধারে আনেন তারুণ্য; দ্যুলোক-ভূলোকে আর বিশ্বচেতনার ভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব, আঁধারে ফোটান আলো, জাগান সূর্য, ঝরান অমৃত।

১

শংসা মহাম্ ইন্দ্রং যস্মিন্ বিশ্বা
আ কৃষ্টয়ঃ সোমপাঃ কামম্ অব্যন্।
যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্‌বতষ্টং
ঘনং বৃত্রাণাং জনয়ন্ত দেবাঃ।।

**শংস—** তাঁর গুণের কথা বল (মন)। এই শংসন থেকেই 'শস্ত্র'।

**মহাম্—** [ শুধু এই দ্বিতীয়ান্ত রূপটিই পাওয়া যায়। এ-রূপটিকে আবার পাই সমাসের পূর্বপদরূপে যেমন 'মহামহঃ' 'মহাবীরম্' ]। ইন্দ্রের বিশেষণ ২।২২।১; ৪।১৭।৮; ৬।১৭।১৩; ৬।২৯।১; ৯।৯০।৫ । এই থেকে পুরাণে মহেন্দ্র। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' মহঃ = 'স্বরুত্তর ব্রহ্ম' (১।৩।৫)

**অব্যন্—** [ √ বী (সম্ভোগ করা) + লঙ্ অন্ ] চরিতার্থ করেছেন তাদের

কামনা (কামম্)। ইন্দ্রচেতনাই বরিষ্ঠ; তারপর আর আঁধার থাকে না, শুরু হয় সহজের লীলা। তু. স এনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (কেন. উ. ৪।৪)

**সুক্রতুং—** [ নিঘন্টুতে 'ক্রতু' কর্ম (২।১), প্রজ্ঞা (৩।৯); দ্র. নি ২।২৮ । কর্ম আর জ্ঞানে কোনও বিরোধ নাই, কেননা দেবতারা চিৎশক্তি, তাঁদের জ্ঞানের বলক্রিয়া স্বাভাবিক। ইন্দ্র 'শতক্রতু' (দ্র. ৩।৩৭।২), বৃত্রের আবরণকে বিদীর্ণ করেন প্রজ্ঞার বীর্যে, গড়েন আলোর জগৎ, চিন্ময় রূপ (তাই তিনি সুরূপকৃত্নু ৪।১।১)। অতএব ক্রতু চিন্ময়ী সৃষ্টিশক্তি, উপনিষদের ভাষায় 'জ্ঞানময়ং তপঃ' (মুণ্ডক ১।১।৯)। ] অনায়াস প্রজ্ঞাবীর্য যাঁর।

**ধিষণে—** [ দ্বিবচনান্তে প্রয়োগ ; তু. সুজন্মনী ধিষণে অন্তরীয়তে (দ্যাবাপৃথিবী) ১।১৬০।১; বি চর্মণীব ধিষণে অবর্তয়ৎ (ঐ) ৬।৮।৩; তং হি স্বরাজং (ইন্দ্র) ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ (দ্যাবাপৃথিবী) ৮।৬১।২; সমীচীনে ধিষণে বি ষ্কভায়তি (ইন্দ্র) (ঐ) ১০।৪৪।৮; (ঐ) ৬।৫০।৩; যো বাং...মর্তো দদাশ ধিষণে, স সাধতি (ঐ) ৬।৭০।৩ । নিঘন্টুতে 'ধিষণে' দ্যাবাপৃথিবী (৩।৩০)। মৌলিক অর্থ 'আধার' < √ ধা (স্থাপন করা) [ য] ; তু. নি. 'ধিষে র্দধাত্যর্থে' (৮।৪); তু. 'ধিষ্ণ্য' ৩।২২।৩ । দ্র. একবচনান্ত 'ধিষণা' ৩।৪৯।৪ । ইউরোপীয়েরা অর্থ করেন 'bowl'। দ্যাবাপৃথিবীকে 'চমূ'ও বলা হয়েছে (নিঘ. ৩।৩০)। দুটিই আধার বা পাত্র, আমাদের জনক ও জননী। দুয়ের মধ্যে সকল দেবতা, প্রাণ ও চেতনার সকল লীলা। উপনিষদের ভাষায় পরার্ধ এবং অপরার্ধ—দুটিতে মিলে একটি নিটোল পূর্ণতা। ] দ্যাবাপৃথিবী। পুরাণে ইন্দ্রের পিতামাতা কশ্যপ এবং অদিতি। কশ্যপ ( > কচ্ছপ, বিরাট আকাশ একটা কাছিমের খোলার মত) আকাশ ; নিঘন্টুতে অদিতি পৃথিবী (১।১; দ্র. অথর্ব-

সংহিতা পৃথিবীসূক্ত)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূলাধার এবং সহস্রার; দুয়ের মধ্যে ইন্দ্রচেতনার বিদ্যুৎবিসর্প।

**বিভ্বতষ্টং**—[তু.: বিভ্বতষ্টো বিদথেষু প্রবাচ্যঃ, যং দেবাসোহবথা স বিচর্ষণিঃ (বিশেষ্য নাই ; সায়ণ 'রথ'; বস্তুত যজমান) ৪।৩৬।৫; যূয়ং (মরুতঃ) রাজানম্ ইর্যং বিভ্বতষ্টং জনয়থা যজত্রাঃ (বিশেষ্য নাই, ইন্দ্র; king [G]) ৫।৫৮।৪; বৃষ্ণঃ পত্নী র্নদ্যো বিভ্বতষ্টাঃ ৫।৪২।১২। বিভ্বা কে? যাস্ক বলেন, 'ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ, তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহবো নিগমা ভবন্তি, ন মধ্যমেন; আদিত্যরশ্ময়োহপি ঋভ্ব উচ্যন্তে (১১।১৬)। আবার ঋগ্বেদে: বাজো দেবানাম্ অভবৎ সুকর্মা, ইন্দ্রস্য ঋভুক্ষা বরুণস্য বিভ্বা ৪।৩৩।৯। ঋভু সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য ১।২০। ঋভুরা ক্রিয়াশক্তি — 'সুকর্মা' বিশেষণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যুৎপত্তি থেকেও। ঋগ্বেদে 'তষ্ট' শব্দের সঙ্গে আর যোগ দেখা যায় স্তোমের ('স্তোমতষ্ট'; 'সুতষ্ট'ও আছে)। তিনটি ঋভুর মধ্যে বিভ্বাকেই তষ্টা বলা হচ্ছে। ব্যুৎপত্তি থেকে বিভ্ব বোঝাচ্ছে 'বিশ্বরূপ' বা 'সর্বব্যাপী' (< বি √ ভূ)। এইদিক থেকে সর্বব্যাপী বরুণের সঙ্গে সম্বন্ধে সঙ্গতি পাওয়া যায়। বরুণ রাত্রির আকাশ বা অব্যক্ত। বিভ্বা তাঁর সুকর্মা অর্থাৎ তাঁর ক্রিয়াশক্তি। উপনিষদে আছে, 'আকাশো বৈ নামরূপয়ো র্নিবর্হিতা (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১)'। মহাশূন্যের যে বিভূতিবীর্য, (তু. ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ ১০।৯০।৪) যা বিরাট্‌রূপে প্রাদুর্ভূত হচ্ছে, তাই বিভ্বা। ঋগ্বেদে তাঁর তিনটি কাজ : আধারে আদিত্যরশ্মি সংক্রমণের জন্য প্রাণের খাত বা নদী সৃষ্টি করা, সিদ্ধ যজমানকে গড়ে তোলা, ইন্দ্রচেতনাকে রূপ দেওয়া।] অব্যক্তের বিভূতিবীর্য দ্বারা রূপায়িত।

**বৃত্রাণাং ঘনং**—['ঘনং' < √ হন্ ] বৃত্রঘাতী। বহুবচন অবিদ্যার ৯৯টি কূটকে বোঝাচ্ছে।

**জনয়ন্ত দেবাঃ**—[এমনি করে অগ্নিকে দেবতারা জন্ম দিলেন ৬।৭।১, ২ ] এ-জন্ম সাধকের চেতনায় দেবতার আবির্ভাব। যেমন ছোট-ছোট ঝরণার ধারা মিশে দুকূল ছাপানো নদীর সৃষ্টি হয়, বহু চিদ্‌বৃত্তির আপ্যায়নে একটা বৃহৎচেতনার আবির্ভাব হয়। সব দেবতারা মিলে একটি বিশেষ দেবতাকে সৃষ্টি করেন এইভাবে। এই জন্য দেবতাদের কোথাও বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় (ঈশোপনিষৎ); ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নে ব্রহ্ম স্বীকৃত হন, একথা উপনিষদের শান্তি পাঠে আছে।

মহেন্দ্রের মহিমায় কণ্ঠ তোমার মুখর হোক। উত্তমজ্যোতির নিরন্ত নির্ঝর তিনি; উত্তরায়ণের অতন্দ্র পথিক যারা, যজ্ঞশিষ্ট অমৃতে আপ্লুত চেতন তারা তাঁরই মাঝে পেয়েছে পরম কামনার চরম সার্থকতা। এ-আধারে তাঁর আবির্ভাব ঘটে দীর্ঘদিন ধরে চিৎশক্তিরাজির নিরন্তর সংকারে, আকাশের আলো আর পৃথিবীর দাক্ষিণ্যে চেতনার প্রমুক্তিতে। বৃহতের চিদাবেশ তাঁকে রূপ দেয় আমাদের মাঝে; তিনি বজ্রের হানায় ভাঙেন আঁধারের পুঞ্জীকৃত ছলনা, লোকোত্তর প্রজ্ঞার বীর্যে তাঁর সত্যসঙ্কল্পকে অনায়াসে সিদ্ধ করেন মর্ত্যের জীবনে :

গুণের কথা বল সেই মহেন্দ্রের, যাঁর মাঝে বিশ্বের

অতন্দ্র পথিকেরা অমৃতরসিক হয়ে কামনার পেল চরিতার্থতা।

স্বচ্ছন্দ তাঁর প্রজ্ঞার বীর্য; বৃহতের চিৎশক্তিতে রূপায়িত তিনি; সর্বাধারদ্যুলোক-ভূলোক

সে -বৃত্রঘাতীকে জন্ম দিলেন—জন্ম দিলেন আলোর শক্তিরা।।

২

যং নু নকিঃ পৃতনাসু স্বরাজং

দ্বিতা তরতি নৃতমং হরিষ্ঠাম্।

ইনতমঃ সত্বভির্ যো হ শূষৈঃ

পৃথুজ্রয়া অমিনাদ্ আয়ুর্ দস্যোঃ।।

**পৃতনাসু—** [ < √ স্পৃধ্ || স্পৃৎ > পৃৎ (স্পর্ধা প্রকাশ করা, লড়াই করা) + অন + আ; আর-একটি রূপ 'পৃৎ' ; ক্রিয়ারূপ 'পৃতন্য' ] (আঁধারের সঙ্গে আলোর) সংগ্রামে।

**দ্বিতা নৃতমং—** [§ 'নৃ' : নিঘণ্টুতে 'অশ্ব' (১।১৪) মনুষ্য (২।৩); 'নরা মনুষ্যা নৃত্যন্তি কর্মসু' (নি. ৫।১; সেখানে দুর্গ বলছেন 'নৃত্যন্তি গাত্রাণি পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপন্তি')। < √ নৃ || নৃৎ (ক্রিয়াশীল হওয়া, শক্তি প্রকাশ করা ; যাস্কের ইঙ্গিত লক্ষণীয়)। নিঘন্টুর অশ্ব শক্তির প্রতীক। তাইতে যার মধ্যে ক্ষাত্রবীর্য আছে সে 'নৃ' বা 'নর' ; আর বৃহতের আকূতি আছে যার মধ্যে, সে 'বিপ্র'। মনুষ্যপ্রকৃতির এই দুটি ধারা হতে আর্য সাধনার দুটি ধারা আবহমানকাল চলে এসেছে সাংখ্যে ও বেদান্তে অথবা তর্ক ও মীমাংসায়। ] বিশেষ করে যিনি বীর শ্রেষ্ঠ।

**হরিষ্ঠাম্—** ['হরিষ্ঠাঃ' (সূর্য অথবা ইন্দ্র; বিষঘ্ন মন্ত্রে ব্যবহার। সূর্যের উল্লেখ প্রথম মন্ত্রে, 'হরিষ্ঠাঃ' বলতে তাঁকেও বোঝাতে পারে) ১।১৯১।১০-১৩; যো গোত্রভিদ্ যো বজ্রভিদ্ হরিষ্ঠাঃ (ইন্দ্র) ৬।১৭।২। সাধারণত ইন্দ্রের বিশেষণ 'হরিবঃ'। দ্র. ৩।৪৩।৩ 'হরিভিঃ' ] জ্যোতির্বাহনে অধিষ্ঠিত।

**ইনতমঃ—** [তু. ইনতমম্ আপ্ত্যম্ আপ্ত্যানাম্ (ইন্দ্র) ১০।১২০।৬ । অগ্নি,

মরুদ্‌গণ, বিষ্ণু ও সোম এঁরা ইন, কিন্তু ইন্দ্র ইনতম ] অধীশ্বর; রাজাধিরাজ; যাঁর উপরে আর কেউ নাই।

**সত্বভিঃ—** [ উহ্য মরুদ্‌গণের বিশেষণ। 'এই সত্ব' থেকেই সাংখ্যের সত্ত্বগুণ বা স্থিরাংশ ; কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত আছে ইন্দ্রের বজ্রশক্তি এবং মরুদ্‌গণের প্রাণোল্লাস'। দ্র. ৩।৩৯।৫ ] স্থিরবীর্যশালী মরুদ্‌গণের সহায়তায়।

**শূষৈঃ—** [ দ্র. ৩।৭।৬ 'শূষম্। তু. 'উপ ব এষে (উঁলৈমি) বন্দ্যোভিঃ শূষৈঃ ৫।৪১।৭; গৃণীতে অগ্নির্‌ এতরী ন শূষৈঃ ৫।৪১।১০ ; সাস্মাকেভিরেতরী ন শূষৈর্‌ অগ্নিঃ ষ্টবে ৬।১২।৪; তা গৃণীহি নমস্যেভিঃ শূষৈঃ সুম্নেভির্‌ ইন্দ্রাবরুণা ৬।৬৮।৩; অরিষ্টরথঃ স্কম্ভাতি শূষৈঃ (অগ্নি) ১০।৬।৩; শূষেভির্বৃধো জুযাণো অর্কৈঃ (অগ্নি) ১০।৬।৪ । নিঘ. 'বঁল' (২।৯). 'সুখ' (৩।৬)। < √ শূ (ফুলে ওঠা ; দ্র. 'শূর' ৩।৪১।৩); আর একটি শব্দ 'শূন' > শূন্যতা, রিক্ততা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চেতনার চরম বিস্ফারণ, বিনাশ। প্রাণায়াম অর্থ যদি প্রাণের প্রসারণ হয়, তাহলে 'শূষ' তার ফল।] প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসে বা শৌর্যে; ব্যাপ্তিচেতনার সংবেগে।

**পৃথুজ্রয়াঃ—** [ তু. রথং পৃথুজ্রয়ং সংগতিং গোঃ (অশ্বিদ্বয়ের) ৪।৪৪।১; ভদ্রা বো রাতিঃ পৃথুজ্রয়ী জঞ্জতী ১।১৬৮।৭; পৃথুজ্রয়সে রীরধা সুবৃক্তিম্‌ (দেবতা) ১০।৩০।১। নি. পৃথুজবঃ নৈগ. ৫।৯।৪০ । § জ্রয়ঃ—দ্র. ১।৯৫।৯; তু. উপ জ্রয়তি গোরনীচ্যং ৯।৭১।৫; নিঘন্টুতে গতিকর্মা (২।১৪)। ] বিপুল সংবেগ যাঁর। তু. 'উরুগায়'—বিষ্ণুর বিশেষণ। এ-গতি তীরের মত রৈখিক নয়, কিন্তু আলো বা জলপ্লাবনের মত ব্যাপক। চিৎশক্তির বিচ্ছুরণের স্বাভাবিক ছবি তাই।

**অমিনাৎ—** [ < √ মী (ক্ষতি করা, নষ্ট করা) + লুঙ্‌ দ্] ক্ষয়িত করলেন।

**আয়ুঃ—** [ < √ ই (চলা)। নিঘ. 'অন্ন' (২।৭) মৌলিক অর্থ 'গতি'। আয়ুর

প্রতরণের কথা অনেক জায়গায়; এই হতে অজরত্ব-অমরত্বের ভাবনা। প্রাণশক্তি।

**দস্যোঃ—** [নি. দস্যুর্দস্যতেঃ ক্ষায়ার্থাৎ, উপদস্যন্তি অস্মিন্ রসাঃ, উপদাসয়তি কর্মাণি (৭।২৩)। তু. উতো রয়িঃ পৃণতো নোপদস্যতি ১০।১১৭।১; ইন্দ্রস্য ন বি দস্যন্ত্যূতয়ঃ ১।১১।৩; তব রায়ো নোপদস্যন্তি ১।৬২।১২ ইত্যাদি। < √ দস্ হতে তিনটি শব্দ গড়ে উঠেছে— 'দস্যু' 'দাস', 'দস্র'। প্রথম দুটি অদিব্য শক্তির, শেষেরটি দিব্যশক্তির সংজ্ঞা, বিশেষ করে অশ্বিদ্বয়ের যাঁরা আঁধারের বুকে আলোর প্রথম স্পন্দন। আলো-আঁধারে লড়াই চলছে বাইরে-ভিতরে, একে অপরকে মুছে ফেলতে চাইছে,—তাই ক্ষয়ার্থক দস্ ধাতুর প্রয়োগ দু' পক্ষেই খাটে। প্রথম দুটি শব্দ আজ পর্যন্ত চলে আসছে, 'হানাদার' আর 'গোলাম' অর্থে। এই অর্থের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। অথচ ঋগ্বেদে মনে হয়, দুটি শব্দ পর্যায়বাচী। তার কারণ আছে। দাস বা দস্যু দুইই অদিব্যশক্তি, যার মূর্ত বিগ্রহ হল বৃত্র। এই বৃত্র অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অবিদ্যা। অবিদ্যার দুটি শক্তির কথা আমরা জানি— আবরণ আর বিক্ষেপ, সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে মূঢ়তা ও ক্ষিপ্ততা। ঠিক এই দুটিই হল দাস আর দস্যুর লক্ষণ। কিন্তু সমগ্রভাবে বৃত্রকে যখন লক্ষ্য করি, তখন তাকে দাস বা দস্যু যে-নামে খুশি ডাকি, দুটো নামে বিশেষ তফাৎ করি না।...ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রথম ধরে নিয়েছিলেন দস্যু আর দাসেরা অনার্য আদিবাসী। কিন্তু দেখা গেল, এ-অর্থ সব জায়গায় খাটে না। তারপর বললেন, ওরা অনার্যদের নির্জিত দেবতা—অন্তত কোথাও-কোথাও। এ-দুটি মতের ঐতিহাসিকতা কতটুকু বলা কঠিন। লড়াই শুধু আর্যে-অনার্যে নয়, আর্যে-আর্যেও হয়েছে। আর সে-লড়াই যে শাদায়-কালোয়, তাও কল্পনা মাত্র। কিন্তু আসল কথা, বাইরের লড়াইটা সত্য হলেও

ভিতরের লড়াইটা মিথ্যা হয়ে যায় না। বরং সেই লড়াইটাই মুখ্য, তাকে বোঝাতে গিয়ে বাইরের ব্যাপারগুলো উপমাহিসাবে এসে পড়ে—এইটাই সহজ বুদ্ধির কথা। বেদ যে অধ্যাত্মশাস্ত্র, ইতিহাস নয়, তা তার নামেই বোঝা যায়। ইতিহাসের কথা তার মধ্যে এসে থাকলেও প্রসঙ্গক্রমেই এসেছে, মুখ্য হয়ে নয়।...এই কথাগুলো মনে রাখলে দাস বা দস্যুর প্রসঙ্গগুলোকে সাধনসমর হিসাবে গ্রহণ করতে কোনও বাধা হয় না। এ যে সাধনসমরের বর্ণনা, তার প্রমাণ অজস্র: যেমন, 'সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে'—হে ইন্দ্র, অনন্তকাল ধরে তুমি দস্যুহত্যার জন্যই উৎপন্ন হয়েছ ১।৫১।৬; ৮।৭৭।১-৩ (ইন্দ্র আর শবসীর কথাবার্তা); 'ইন্দ্র দ্যামারুরুক্ষতঃ অবদস্যূঁর ধূনুথাঃ' —হে ইন্দ্র, দ্যুলোকে চড়তে চেয়েছিল দস্যুরা, তুমি তাদের ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিলে ৮।১৪।১৪; ১।৩৩।৭; 'দস্যূন্ হত্বা...সনৎ সূর্যং সনদ্ অপঃ সুবজ্রঃ'—দস্যুদের হত্যা করে বজ্রধর ছিনিয়ে নিলেন সূর্য, ছিনিয়ে নিলেন প্লাবন ১।১০০।১৮, ১০।৭০।৫ ইত্যাদি। দস্যুদের সম্পর্কে অন্যান্য কথা যথাস্থানে বলা যাবে।] আততায়ী অবিদ্যাশক্তির; রাজসিক বিক্ষেপশক্তির। তার প্রাণচাঞ্চল্যকে তিনি স্তব্ধ করলেন নিজের চিন্ময় প্রাণের বৈপুল্য দিয়ে।

বৃত্রের স্পর্ধা বারবার উত্তাল হয়ে ওঠে আধারে। দেবতা নেমে আসেন তাঁর বজ্র ও বিদ্যুতের বাহনে। অদিব্যশক্তির বীর্যকে পরাভূত করে আরও উৎশিখ হয়ে ওঠে তাঁর অতুলন বীর্য। ভ্রূমধ্যতীর্ণ আলোর উচ্ছলনে স্বরাট তিনি—আজ তাঁর জয়ন্ত অভিযানের সম্মুখে দাঁড়াবে কে? তিনি রাজাধিরাজ, তিনি মহেশ্বর—বিশ্বপ্লাবন তাঁর চিজ্জ্যোতির বিচ্ছুরণ। ধৃষ্ট বৃত্রের দুর্দম প্রাণের চাঞ্চল্যকে নিমেষে তিনি স্তব্ধ করলেন চিন্ময় প্রাণের স্থিরবীর্য অনুভাবে, ব্যাপ্তিচেতনার অনিবার্য সংবেগে :

প্রতি সংগ্রামে স্বরাট তিনি ; তাঁকে আজ কেউ পারবে না

ঠেকাতে,—আরও যে তিনি পৌরুষে অনুপম, জ্যোতির্বাহন।

রাজাধিরাজ তিনি—স্থিরবীর্য মরুদ্‌গণের সঙ্গে বিপুল শৌর্যে

দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে স্তিমিত করলেন প্রাণচাঞ্চল্য দানু বৃত্রের।।

৩

সহাবা পৃৎসু তরণির্ নার্বা

ব্যানশী রোদসী মেহনাবান্।

ভগো ন কারে হব্যো মতীনাং

পিতেব চারুঃ সুহবো বয়োধাঃ।।

**সহ-বা—** [তু. সহাবা যস্যাবৃতো রয়ির্বাজেষ্বৃতঃ (অগ্নি) ৬।১৪।৫; একর কৃষ্টীনাম্ অভবৎ সহবা (ইন্দ্র) ৬।১৮।২; স ঘা নো দেবঃ সবিতা সহাবা ৭।৪৫।৩; তার্ক্ষ্যের বিশেষণ ১০।১৭৮।১; সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ ১।১৭৫।২;৩। নিঘন্টুতে 'সহঃ' (বিসর্গান্ত) উদক (১।১২), বল (২।৯)। অগ্নি বিশেষ করে 'সহসঃ, সূনুঃ'। সব বাধাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে—এই হল 'সহঃ'-র স্বাভাবিক অর্থ; তাই থেকে কোনও-কিছুর কাছে হার না মানা বা 'তিতিক্ষা, অনির্বেজ' এই হল প্রতিষেধমুখী অর্থ। আধুনিক ভাষায় সহ্ ধাতুর 'সহ্যকরা' অর্থ এরই বিকার। ] সর্বাভিভাবী শক্তি যাঁর।

**তরণিঃ—** [তু. অগ্নিশিখার বিশেষণ ৮।৬০।৮; ৪।৪।১২; অশ্বিদ্বয়ের বাহন

৭।৬৭।৮; অর্থং হি অস্য তরণি (অগ্নির) ৩।১১।৩; তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদাস সূর্য ১।৫০।৪; অগ্নির বিশেষণ ৩।২৯।১৩; ১।১১২।৪; ইন্দ্র ৭।২৬।৪; ১।১২১।৬; তরণি র্ন শিশ্রথচ্ছ্রবস্যয়া নশিশ্রথৎ ১।১২৮।৬ (অগ্নি); নিক্তহস্তস্তরণি র্বিচক্ষণঃ সোমং সুষাব ৪।৪৫।৫; তরণিরিৎ জয়তি ক্ষেতি, পুষ্যতি (যজমান) ৭।৩২।৯; তরণিরিৎ সিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা (যজমান) ৭।৩২।২০; দূরে অর্থ স্তরণির্ভ্রাজমানঃ (সূর্য) ৭।৬৩।৪; অপ্রযুচ্ছন্ তরণির্ভ্রাজমানঃ (সূর্য) ১০।৮৮।১৬; যে বাতজূতাস্তরণিভিরে বৈঃ পরিদ্যাং সদ্যো বভূবুঃ (ঋভুরা) ৪।৩৩।১; যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ (অশ্বিরা) ৪।৪৫।৭; তরণিং বো জনানাং (পারের নেয়ে, ইন্দ্র) ৮।৪৫।২৮; ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ, পিতামাতা সদামিন্ মানুষাণাম্ (এখানেও পারের নেয়ে, অগ্নি) ৬।১।৫। নিঘন্টুতে 'ক্ষিপ্র' (২।১৫)। < √ তৃ (পার হওয়া, তু. হি 'তৈর্না' ; ছুটে চলা ; অভিভূত করা) উদ্ধরণগুলিতে তিনটি অর্থই পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে সূর্য 'তরণি'—আকাশ সমুদ্রে হাঁসের মত সাঁতরে চলেছেন বলে। অভিভব ও বীর্যের অর্থ আসছে অগ্নি, ইন্দ্র ও যজমানের বেলায়। তরণি 'তারক' এ অর্থও দুজায়গায় পাচ্ছি ; এই থেকেই 'তারা'। এখানে 'অর্বার' বিশেষণ। রণক্ষেত্রে ইন্দ্র কেমন? না যেন ] ক্ষিপ্রসঞ্চারী, দুর্ধর্ষ।

**অর্বা—** বহু প্রয়োগ। নিঘন্টুতে 'অশ্ব' (১।১৪); যাস্কের ব্যাখ্যা 'ঈরনবান' (১০।৩১)। দুটি রূপ পাওয়া যাচ্ছে—'অর্বন্' আর 'অর্বৎ' (স্ত্রী. অর্বতী) ; তার মধ্যে প্রথমটির প্রথমার আর সম্বোধনের একবচনরূপ পাওয়া যায় (দ্র. অশ্বসূক্ত ১।১৬৩।১; ৩, ৪, ৮, ১১), আর একটি মাত্র দ্বিতীয়ার একবচনে ১০।৪৬।৫; দুজায়গায় অর্বন্ হয়েছে 'অর্বান্' ১মার বহুবচন (১।১৬৩।১৩, ৯।৯৭।২৫)। এই শেষের

রূপটি যেন ঋ ধাতু হতে ক্বসু-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উপমানে তৈরী। মোটের উপর মনে হয় ধাতু √ অর্ব্ (ছুটে চলা)। এই থেকে আরও দুটি শব্দ 'অর্বশ' ১০।৯২।৬ এবং 'অর্বা'। শেষেরটির একা প্রয়োগ নাই,—আছে, 'অর্বাঞ্চ্' আর 'অর্বাবৎ' এই দুটি শব্দের অঙ্গরূপে; বোঝায় 'এইখানে' 'কাছে'—দূর থেকে ছুটে এসে এইখানে পৌঁছল যেন। বৃহদারণ্যকে বলা হচ্ছে 'অর্বন্' মর্ত্যের অশ্ব ; এই ব্যাখ্যাতে গতি আর নৈকট্য দুটি ভাব একসঙ্গে মিলেছে। ] তুরঙ্গ, অশ্ব।

**ব্যানশিঃ—** [ তু. ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ ৯।৮৬।৫; ব্যানশিঃ পবমান বি ধাবতি ৯।১০৩।৬; ক্রিয়ারূপ—'যো অস্য ধাম প্রথমং ব্যানশে ব্যানশুঃ ৯।২২।৫; ৯।৮৬।১৫ । সায়ণ বলছেন, < বি √ অশ্ (ব্যাপ্ত করা) + ই, কিন্তু লিট্ বদ্ভাব হয়েছে। ক্রিয়ার ঝোঁকটা এখানে স্পষ্ট, কেননা শব্দটি সুবন্ত হলেও 'রোদসী' তার কর্ম। ] ব্যাপ্ত হয়েছেন যিনি।

**রোদসী—** [ আদ্যুদাত্ত আর অন্তোদাত্ত দুটি শব্দ পাওয়া যায়।] আগেরটি নিঘণ্টুতে 'দ্যাবা পৃথিবী' (৩।৩০); যাস্ক বলেন, 'রোদসী রোধসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিরোধনাৎ' 'রোধঃ কূলং নিরুণদ্ধি স্রোতঃ' (৬।১)। দ্বিতীয়টি দৈবতকাণ্ডে 'রুদ্রস্য পত্নী' (নি. ১১।৫০)। [ মূল শব্দ রোদস্ পুংলিঙ্গ ; স্ত্রীলিঙ্গে 'রোদসী', 'রোদাঃ' এবং 'রোদসী' দুয়ের একশেষ দ্বন্দে পাই 'রোদসী'—স্ত্রীলিঙ্গে ; নিঘন্টুতে দ্যাবা পৃথিবীর যতগুলি একশেষ নাম আছে, তার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সবগুলিই স্ত্রীলিঙ্গ-একশেষ, এটি লক্ষণীয়। ঋগ্বেদে পুংলিঙ্গ একশেষের একটি মাত্র উদাহরণ 'রোদসো' ৯।২২।৫, তাও মনে হয় ছন্দের অনুরোধে।] মোটের উপর পাচ্ছি, পৃথিবী রোদসী এবং রুদ্র পত্নীও রোদসী। তাহলে পৃথিবী কি রুদ্রপত্নী? রুদ্রপত্নী রোদসীর পরিচয়ে পাচ্ছি 'মরুদ্গণ তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না অর্থাৎ ছেড়ে থাকছেন না'

(১।১৬৭।৪; পদপাঠে কিন্তু শব্দটি দ্বিবচনান্ত ধরা হয়েছে), 'তিনি এলোকেশী, বীর্যবতী, জ্যোতির্ময়ী, চলেন মেঘ বা কুয়াসার মত' ১।১৬৭।৫), 'মরুদগণের সঙ্গে একই রথে চলেন তিনি আনন্দ আর কল্যাণ নিয়ে' ৫।৫৬।৮, 'মরুদ্গণের বীর্যে দ্যাবাপৃথিবীর (মূলে আছে 'রোদসী'র) মিলন হল যখন, রোদসী তখন তাঁদের মাঝে দাঁড়ালেন আত্মজ্যোতিতে আর আত্মবীর্যে ঝলমল হয়ে ৬।৬৬।৬; এ ছাড়া রোদসীর উল্লেখ আছে ৬।৫০।৫; ১০।৯২।১১ । এই রোদসীর মাঝে তন্ত্রের কালী আর সপ্তশতীর দেবীর আভাস পাচ্ছি। ধরে নিতে পারি রুদ্রপত্নী রোদসী শাক্তের মহাশক্তি, বিশ্বপ্রাণের জননী। এই রোদসী আর পৃথিবী রূপিণী রোদসীতে কোনও তফাৎ নাই—একজন মৃন্ময়ী আর একজন চিন্ময়ী ; স্বরে ভেদ এই তফাৎটুকু বোঝা বার জন্য। শিবলিঙ্গ আর গৌরীপট্টে আমরা রুদ্র আর পৃথিবীর মিলন দেখতে পাচ্ছি—রুদ্র সেখানে ঊর্ধ্বলিঙ্গ। ...
[ কিন্তু রোদসী যখন দ্যাবাপৃথিবীর যুগলকে বোঝাচ্ছে—আর ঋগ্বেদের প্রায় সবজায়গায় এই রোদসীকেই পাচ্ছি—তখন, যাস্ক তার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাতে মনে হয় রোদসী যেন দুটি কূলের মত। কিসের দুকূল? অন্তরিক্ষের বা প্রাণসমুদ্রের। এই অন্তরিক্ষ রুদ্রভূমি ; তার এক প্রান্তে পৃথিবী, আর এক প্রান্তে দ্যুলোক। এই দৃষ্টিতে রোদসীর বিশেষ ব্যঞ্জনা রুদ্রভূমির দুটি উপান্তের দিকে—উপনিষদে যাদের বর্ণনা 'জাগরিতান্ত' আর 'স্বপান্ত' নামে দুটি সন্ধিভূমিরূপে। দুটির মাঝে চিন্ময় প্রাণভূমি, যাকে বেষ্টন করে অধ্যাত্মচেতার ভাবলোক। মৃন্ময়ী রোদসী সেখানে চিন্ময়ী। ]
দ্যুলোক-ভূলোককে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অন্তরিক্ষ যদি হৃদয় হয় (উপনিষদের ভাষায় 'মধ্য আত্মা') তাহলে সেইখান থেকে

ইন্দ্রচেতনার ঊর্ধ্বে এবং অধে ব্যাপ্তি এবং এমনি করে সমস্ত আধারের আপূরণ অধ্যাত্মউন্মেষের একটা বিশেষ পর্ব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তুলনীয়, অগ্নির বিশেষণ 'রোদসিপ্রা' ১০।৮৮।৫, ১০।

**মেহনাবান্**—[ তু. মেহনাবতো বৃহস্পতেঃ ২।২৪।১০; § 'মেহনা' < √ মিহ্ (বর্ষণ করা ; তু. নরো হিতমব মেহন্তি ৯।৭৪।৪; 'মেঘ' 'মেহ' 'মেঢ্র')।] ধারাসারে বর্ষণ করেন যিনি। কী বর্ষণ করেন? প্রসাদ (অবঃ)।

**ভগঃ**— [ ভগো ন মেনে পরম ব্যোমন্নধারয়দ্ রোদসী ১।৬২।৭; ঋকসংহিতায় একটি মাত্র খণ্ডিত ভগ-সূক্ত পাওয়া যায় (৭।৪১)। তাতে আছে প্রাতর্ভগং পূষণং...হুতেম (১); প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুতেম বয়ং পুত্রমদিতে র্যো বিধতা, আধ্রশ্চিদ্ যং মন্যমান স্তরশ্চিদ রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ (২); ভগ প্রণেত র্ভগ সত্যারাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দর্যন্নঃ, ভগ প্রণো জনয় (গাভিরশ্বৈঃ র্ভগ প্রণৃভিঃ নৃবন্তঃ শ্যাম) (৩); উতোদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্, উতোদিতা মঘবন্ত্‌ সূর্য্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম (৪); ভগ এব ভগবা অস্তু দেবা স্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (ভাগবতধর্মের বীজ), তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি, স নো ভগ পুর এবা ভবেহ (৫); উষসো...অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং নো আ বহন্তু (৬); ভগো ন হব্যঃ (অগ্নি) ৫।৩৩।৫; ১।১৪৪।৩; ভগঃ কনীনাম্ ১।১৬৩।৮; ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে (অগ্নি) ২।১।৭; মাতি ধগ্‌ভগো নঃ (ভাগ্য) ২।১১।২১; ভগো বৃহদ্দিবা ২।৩১।৪; অস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্ ৩।৩০।১৮;ইন্দ্রো ভগো, বাজদা অস্য গাবঃ, ভগের সঙ্গে গোর সম্পর্ক ৩।৩৬।৫; ভগো মে অগ্নে, সখ্যে ন মৃধ্যাঃ ৩।৫৪।২১; স হি ক্ষপাবান্‌ৎস ভগঃ স রাজা

মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ (পরম দেবতা) ৩।৫৫।১৭; দদাতু...বামং ভগঃ (অর্যমা ও পূষার সঙ্গে) ৪।৩০।২৪; তৎ সু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্র অর্যমা ইন্দ্রো নো রাধসা গমৎ ৪।৫৫।১০; অগ্নিঃ ...ভগো ন ৫।১৬।২; অন্যান্য দেবতার সঙ্গে ৫।৫১।১১; ৫।৪১।৪; ৭।৪০।২ ; দেবো ভগঃ সবিতা রায়ঃ ৫।৪২।৫ (এইখানে 'অংশ' নামে আদিত্যের উল্লেখ আছে); পূষার সঙ্গে ;৫।৪৯।৩ ; ৫।৪১।৪; ৫।৪৬।২ ; ভগো বিভক্তা শবসাবসাগমৎ ৫।৪৬।৬ (এইখানে তীব্র শক্তিপাতের ইঙ্গিত) ; ন তস্য বিদ্ম পুরুষত্বতা বয়ং, যতো ভগঃ সবিতা যাতি বার্যম্ (এই ঋকে পরমদেবতাকে বরুণ এবং ভগ বলা হয়েছে) ৫।৪৮।৫; স হি রত্নানি দাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ ৫।৮২।৩; অগ্নি=ভগ ১।১৪১।৬; ৬।১৩।২; গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো মে অচ্ছান্; গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ, ইমা যা গাবঃ স জনাসো ইন্দ্রঃ (এখানে গোর সঙ্গে ভগের সম্পর্ক লক্ষণীয়, অশ্ব যেমন ওজঃ ১০।৭৩।১০, তেমনি এখানে দেখছি 'গো'—ইন্দ্র > ইন্দ্রিয় ; তু. ভাগবতধর্মের ভগবান্ 'হৃষীকেশ')। ৬।২৮।৫; ভগঃ পুরান্ধর্জিন্বতু প্র রায়ে ৬।৪৯।১৪; উত স্য দেবঃ সবিতা ভগো নঃ ...অবতু ৬।৫০।১৩; ভগশ্চ দাতু বার্যম্ (পরমার্থ) ৭।১৫।১১; দেবশ্চ সবিতা ভগঃ...দাতি বার্যম ৭।১৫।১২; শং নো ভগঃ...অস্তু ৭।৩৫।২; নূনং ভগো হব্যো মানুষেভি র্বিয়ো রত্না পুরূবসু র্দধাতি ৭।৩৮।১; সুবাতি সবিতা ভগঃ ৭।৬৬।৪; সবিতা ভগঃ...শর্ম...যচ্ছন্তু (অন্যান্যের সঙ্গে) ৮।১৮।৩; ঐতু পূষা রয়ির্ভগঃ...সর্বধাতমঃ ৮।৩১।১১; ইন্দ্র = ভগ ৮।৫৪।৫; ভগো নৃশংসঃ ৯।৮১।৫; সোম = ভগ ৯।৯৭।৫৫; সোম = পূষারয়ির্ভগঃ ৯।১০১।৭; অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ৯।১০৮।১৪; ১০।৩১।৪ (ভগো বা গোভিঃ)

১০।৬৪।১০ রথস্পতি র্ভগঃ; ১০।৬৬।১০ (ভগোরাতিঃ); ১০।৮৫।৩৬; ১০।১৪১।২; ১।৪৪।৮; ১।৮৯।৩; ১।১৩৬।৬; ৩।২০।৫; ৫।৪২।১; ৭।৪৪।১; ১০।৩৫।১০, ১১; সং অর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎ ১০।৮৫।২৩ (বিবাহ মন্ত্রে ; অর্যমার সঙ্গে যোগ লক্ষণীয়); ভগঃ সবিতা ১০।৯২।৪; পূষণো ভগঃ ১০।৯৩।৪; রথস্পতির্ভগঃ ১০।৯৩।৭; ১০।৬৪।১০; উদয়ং সূর্যো অগাদ্ উদয়ং মাম্ কো ভগঃ (ভগ = সূর্য; 'বঁধু' অর্থের ধ্বনি আছে) বায়ুর সঙ্গে ৯।৪৪।৫; ৬১।৯; ভগং ন কারে মহি রত্ন ধীমহি (অগ্নে) ১।১৪১।১০; ভগং ধিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধিম্ ২।৩৮।১০; আ নো ভর ভগমিন্দ্রঃ দ্যুমন্তম্ ৩।৩০।১৯; ক্রাণা যদানশে ভগম্ ৫।৭।৮ (অগ্নে) ; ভগং নু শংসং সবিতার মূতয়ে ৫।৪৬।৩; দেবং বো অদ্য সবিতারমেষে ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ৫।৪৯।১; সবিতারং ভগং চ ৬।৫০।১; অর্যমণং ভগং ৬।৫১।৩; ভগং ধিয়ো সবিতারং (এবং পূষা) ৭।৩৬।৮;ভগং জোহবীতি...অধ যাতি রত্নম্ ৭।৩৮।৬; ভগং নাসত্যা পুরন্ধিং ৭।৩৯।৪; আ মিত্রাবরুণা ভগং মধ্বঃ পবন্ত ঊর্ময়ঃ (ঠিক অর্যমার জায়গায়) ৯।৭।৮; জনন্ত উষসো ভগং (আনন্দ) ৯।১০।৫; বীরং চ ন আ পবস্বা ভগং চ (আনন্দ) ৯।৯৭।৪৪; জার আ ভগং (আনন্দ) ১০।১১।৬; ভগং ন নৃভ্যো হব্যং ময়োভুবং ১০।৩৯।১০; বসুবিদং ভগমিন্দ্রা ভরা নঃ ১০।৪২।৩; অন্য দেবতার সঙ্গে ৪।৩।৫; ১০।৬৩।৯;—পূষণং ভগম্ ১০।১২৫।২; ভগস্য স্বসা (উষা) ১।১২৩।৫; চক্ষু র্ভগস্য (মিত্রঃ) ১।১৩৬।২; দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা ভগস্য রাতিমীমহে (সাবিত্র তৃচে) ৩।৬২।১১; দেবস্য ...ভগস্য ৫।৮২।১; শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি (প্রসাদ grace) ১০।১৫১।১; চিকিতুষে ভগায়

৯।১০৯।১; ইন্দুঃ পবিষ্ট চারু র্মদায়, অপামুপস্থে কবি র্ভগায় ৯।১০৯।১৩; ভগ ত্রাতঃ (সবিতাও) ৩।৫৬।৬; অগ্নি র্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং ৩।২০।৪; ভগ ইব গোভিরর্যমণং সংনিথায় (বৃহস্পতিঃ; married light to bliss) ১০।৬৮।২; সূয়বসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (বাক্ গোরূপে) ১।১৬৪।৪০; অয়ং যে হস্তো ভগবান্ অয়ং ভগবত্তরঃ (হাত চালার মন্ত্র; এইখানে 'ভগবান্' ঠিক আমাদের ভাষার মত) ১০।৬০।১২, ভগস্যেব কারিণঃ ৩।৫৪।১৪; আ সবং সবিতু র্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে ৮।১০২।৬ [ নিঘন্টুতে 'ভগ' শব্দের দুটি অর্থ—ধন (২।১০) এবং দ্যুস্থান দেবতাবিশেষ। যাস্কের ব্যুৎপত্তি, 'ভগো ভজতেঃ' (১।৭, ৩।১৬); এক জায়গায় তিনি অর্থ করছেন ভাগধেয়। ঋগ্বেদে ভগশব্দের অধিকাংশ প্রয়োগই দেবতা অর্থে; তিনটি জায়গায় 'ভগ' শব্দ গুণবাচী—কিন্তু বোঝাচ্ছে ঠিক 'ধন' নয়—আনন্দ (৯।১০।৫; ৯।৯৭।৪৪; ১০।১১।৬)। 'জার আ ভগং' (১০।১১।৬)—এখানে 'ভগ' পুংলি! শব্দ হয়েও বোঝাচ্ছে 'আনন্দের উৎস,' 'প্রিয়া'। যাস্ক প্রথমে প্রতীকী অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করে বলছেন, 'আদিত্যেহত্র জার উচ্যতে, রাত্রের্জরয়িতা, স এব ভাসাম্।' তার পরেই আবার সাধারণ অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করছেন, 'অপি ত্বয়ং মনুষ্যজার অভিপ্রেতঃ স্যাৎ, স্ত্রীভগস্তথা স্যাৎ ভজতেঃ' (৩।১৬)। দেখা যাচ্ছে, লৌকিক সংস্কৃতের ভগশব্দের স্ত্রীচিহ্ন অর্থ যাস্কের সময়েও ছিল। ভগদেবতার স্বরূপ বুঝতে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। [ ভগ দেবতা বোঝাচ্ছিল যেখানে, সে-শব্দটি ঋগ্বেদে হল 'সুভগ'— পুংদেবতার বিশেষণ হলে 'সুভগঃ' স্ত্রীদেবতার 'সুভগা'; তার থেকে গুণবাচী বিশেষ্য '**সু**ভগত্ব', 'সৌভগ', 'সৌভগত্ব', একটি জায়গায়

'সৌভগত্ব', একটি জায়গায় কেবল 'সৌভাগ্য' (১০।৮৫।৩৩ : 'সু মঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত, সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়া=হথাস্তং বি পরেতন' বিবাহমন্ত্র)। বধূর এই সৌভাগ্য হল তার ভাগ্যের চরম দান, জীবনের চরম সার্থকতা। এই সৌভাগ্য হতেই হিন্দীতে বাংলায় সোহাগ; হিন্দীতে ফুলশয্যার রাত হল 'সোহাগরাত' (তু. কালিদাসের 'প্রিয়েষু সৌভাগ্যকলা হি চারুতা' কু. স. ৪।১)। এই পরিপূর্ণ কল্যাণের ভাবটি বেদে সৌভাগ্যের জ্ঞাতি-শব্দগুলির বেলাতেও খাটে।... [দেখা যাচ্ছে, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক্ (অন্তত 'ভাগ করা' অর্থ তা নয়, তা বোঝাতে বেদে দুটি শব্দ সুপ্রচলিত 'ভাগ' এবং 'ভাগধেয়'), ভগশব্দ লৌকিক ব্যবহারে সর্বত্রই সৃষ্টি করছে একটি প্রেম, সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সার্থকতার ভাব। তার মধ্যে ভাগ্যের অনিশ্চয়তার আভাস পাই না, বরং পাই দেবতার সুনিশ্চিত প্রসাদের আশ্বাস।] পুরাণে 'ভগ' দেবতার ষড়ৈশ্বর্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এককথায় দিব্যভাবের পরিপূর্ণতা। ... [ এই ভগের দেবতাই ঋগ্বেদে 'ভগ', পুরাণে 'ভগবান্'; ঋগ্বেদেও এক জায়গায় তাঁকে 'ভগবান্' বলা হচ্ছে (৭।৪১।৫, বাক্ এক জায়গায় ভগবতী ১।১৬৪।৪০; ভগবৎ শব্দের যে তিনটি প্রয়োগ পাচ্ছি, সর্বত্রই তা বোঝাচ্ছে 'ঐশ্বর্যশালী' potent)। ] এই ভগবানের উপাসক যারা, ঐতিহাসিক যুগে তারাই 'ভাগবত'—প্রেমের ঠাকুরের উপাসক। তাদের পুরাণে, একই অদ্বয়তত্ত্বকে অবলম্বন করে তিনটি বাদ, ব্রহ্মবাদ, আত্মবাদ ও ভাগবতবাদ (ভাগবত)। রহস্যবিদেরা জানেন, ভাগবতের ভগবান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পুরুষোত্তম, তিনিই সকল অবতারের অবতারী। ঋষিদের ব্রহ্মবাদ, মুনিদের আত্মবাদ, আর সর্বসাধারণের ভক্তিতে

ভগবানের উপাসনা—অধ্যাত্মসাধনার এই তিনটি ধারার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। ভগ-দেবতাকে অবলম্বন করে আপামর সবার উপযোগী একটি ভক্তিসাধনার স্রোত সেই বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত এদেশে বয়ে এসেছে। পণ্ডিতেরা বেদের 'ভগের' সঙ্গে মেলান ইরাণীদের Bagha, Phrygimদের Bagaios আর Old church Slavonic-এর Bogu কে ; লক্ষণীয়, সর্বত্রই তিনি 'দেবতা' মাত্র—বিশেষ-কোনও দেববিভূতি নন।...এইবার নামের ব্যুৎপত্তিতে আসা যাক্। দুটি ধাতু √ ভজ্ আর √ ভঞ্জ্—মূল অর্থ ভাঙ্গা; একটি ভেঙ্গে ঢোকা, আর-একটি ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করা। অর্থের মিশ্রণ অনেক জায়গায় ঘটেছে লৌকিক ব্যবহারে ; কিন্তু আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের বেলায় অনুপ্রবেশের অর্থটি ঠিক আছে। উপনিষদে পাই, 'স এতমেব সীমানং বিদার্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত' (ঐতরেয় ১।৩।১২); এটি তাঁর 'প্রপত্তি', প্রাচীন ভাষায় তাঁর 'ভক্তি' অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে ভিতরে ঢোকা। { ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে আছে (১।২৪।৫) 'ভগভক্তস্য তে বয়ং উদশেম তবাবসা, মূর্ধানং রায় আরভে'—তোমার প্রসাদে আমরা 'ভগভক্ত' প্রাণস্রোতের মূর্ধাকে ধরবার জন্য যেন উজান বইতে পারি। অভিজ্ঞ সাধক জানেন, ব্যাপারটা কী। কেউ বলেন, এখানে দেবতা সবিতা, কেউ বলেন ভগ; এর তাৎপর্য পরে বোঝা যাবে। আপাতত 'ভগভক্ত' শব্দটি লক্ষণীয়; উপনিষদের সীমা বিদারণের সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে } । এই ভক্তিকে আধুনিক ভাষায় আমরা বলি 'আবেশ'। প্রাচীন ভাষায় দেবতার ভক্তিতে আমরা 'ভক্ত'।...এইবার ভগের বৈদিক পরিচয় নেওয়া যাক, ভগ পরম দেবতা—ত্বষ্টার মত, বরুণের মত; ভক্তের ভাষায় তিনি 'সর্বদেবময়ো হরিঃ' ; বেদের ভাষায় তিনি 'আদিত্য'

(২।২৭।১; পুত্রমাদিতের্যোঃ...৭।৪১।২)। আদিত্য দ্যুস্থান দেবতা— অখণ্ডিত অবন্ধন চেতনা তাঁর স্বরূপ। যাস্ক এই আদিত্যচেতনার উদয়নের একটি ছবি দিয়েছেন নিরুক্তে। মধ্যরাত্রে প্রথম অশ্বীর প্রসর্পণে আলোর অভিযান শুরু হয়, সাতটি পর্বে তা শেষ হয় বিষ্ণুর মাধ্যন্দিন মহিমায় (এই হল বিষ্ণুর সপ্তপদী)। এই সাতটি পর্বের মধ্যে ভগের স্থান চতুর্থ পর্বে। বিষ্ণুর সপ্তপদী সংক্রমণকে (যার সঙ্গে বুদ্ধের জন্মের পরেই সাতটি পদক্ষেপ করে 'আমি বুদ্ধ' এই ঘোষণার সাদৃশ্য আছে) যদি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখি, তাহলে তা হয় দেহের সাতটি চক্র। ভগের স্থান তখন চতুর্থ চক্রে—অনাহতে বা হৃদয়ে। এইসঙ্গে স্মরণীয়, ভাগবতের দেবতা, 'জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'; উপনিষদে হৃদয়ের সঙ্গেই রশ্মির দ্বারা আদিত্যের সঙ্গে জীবের যোগ; বৌদ্ধতন্ত্রে হৃদয় 'পরমানন্দে'র স্থান।...ভগ সর্বদেবময়, তাই ঋগ্বেদে তাঁকে আবাহন করা হয়েছে অন্যান্য দেবতার সঙ্গেই বেশী; শুধু একটি সূক্তে তিনি প্রধান (৭।৪১)। সব দেবতার সঙ্গে যোগ থাকলেও তাঁর বিশেষ যোগ অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু ও সোমের সঙ্গে ; আবার সবিতা, সূর্য, পূষার সঙ্গে ; উষা তাঁর বোন্। আবার বৈদিক ত্রয়ী বরুণ-মিত্র-অর্যমার সঙ্গে ও তাঁর বিশেষ যোগ। এই বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে, কি সোমযাগের সাধনায়, কি জ্যোতির উত্তরায়ণের সাধনায়, কি প্রাচীন ব্রহ্মসাধনায়—ভগ সর্বত্রই আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সব দেবতার সঙ্গে মিশে আছেন। এই একাত্মতা বোঝাবার জন্য অনেক জায়গায় ভগ শব্দটি দেবতার বিশেষণ, কিংবা তাঁর উপমান (যেমন অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, সোম ও অশ্বিদ্বয়ের বেলায়)। এমন করে সব দেবতার সঙ্গে কেউ বুঝি আর নিজেকে মিশিয়ে দেননি। এই জন্যই তিনি পুরুষোত্তম, তিনি কল্পতরু।... সব দেবতার সঙ্গে যুক্ত হলেও বিশেষ

করে তাঁর যোগ সবিতার সঙ্গে—'সবিতা ভগঃ' এ-উক্তিটি অনেক জায়গায়। বিশেষত প্রসিদ্ধ সাবিত্রতৃচের ঠিক পাশের মন্ত্রটিতে এই যোগটি লক্ষণীয়। আবার এই ধরণের আর-একটি যোগ দেখি পূষার সঙ্গে। এইবার সপ্তপদীর ছক্‌টি যদি মনে করি, তাহলে দেখতে পাব, ভগ হৃদয়ে থেকে মণিপুরে সবিতা আর আজ্ঞাচক্রেপূষার সঙ্গে বারবার যুক্ত হচ্ছেন। মণিপুর, অনাহত আর আজ্ঞাচক্র-তন্ত্রে এই তিনটি যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি। ভগের সঙ্গে সবিতা এবং পূষার বিশেষ যোগ এই দিক দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার সাবিত্র মন্ত্রে হাজার-হাজার বছর ধরে ত্রিসন্ধ্যায় যে-দেবতাকে আমরা আবাহন করে আসছি, তিনি ভগ অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ; সাবিত্রী-সাধনা এমনি করে আপামর সবাইর ভক্তিসাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে চিরকাল ধরে।...এইবার ভগের বিশেষ পরিচয়। তাঁর একটি বিশেষণ, তিনি 'হব্যঃ'—বিশেষ করে তিনিই ; তং ত্বা ভগঃ সর্ব ইজ্জোহবীতি (৭।৪১।৫), ভগসূক্তে এই উক্তিটি দুটি ইঙ্গিত বহন করছে। প্রথমত তিনি সার্বজনীন ; দ্বিতীয়ত; যাস্কের ভাষায় তিনি সূক্তভাক্, কিন্তু হবির্ভাক্ কিনা বলা যায় না। অথচ দেখছি, সোমযাগের প্রধান ক'টি দেবতার সঙ্গেই তিনি এক। মনে হয়, তাঁকে ডাকলেই তিনি 'দাতি বার্যম্', কেননা তিনি কল্পতরু; যজ্ঞের বাইরে থেকেও তিনি যজ্ঞেশ্বর। ঠিক এই লক্ষণগুলি ভাগবতধর্মের দেবতার মাঝে আজও আমরা পাই। তাঁর আর-একটি লক্ষণ, তিনি 'রথস্পতিঃ'। এই শব্দটির তিনটি মাত্র প্রয়োগ আছে ঋগ্বেদে; তার মধ্যে দুটি হল ভগের বিশেষণ (১০।৬৪।১০; ১০।৯৩।৭); আর-একটি জায়গায় কোনও বিশেষ দেবতার উল্লেখ নাই—শুধু পরমদেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে 'দেব' বলে এবং

তাঁর 'রয়ি'কে 'রথস্পতিঃ' বলা হয়েছে (৫।৫০।৫)। এই নির্বিশেষ দেবতা স্বচ্ছন্দে সবিতা ভগঃ হতে পারেন (সায়ণ 'সবিতা' বলেই উল্লেখ করছেন)। ভগবান রথস্পতি, দেহরথের অধীশ্বর ; অমনি মনে পড়ে যায়, ভাগবতের কৃষ্ণকে, রথস্থ বামনকে।...তাঁর আর তিনটি বিশেষণ, তিনি 'পুর-এতা'—দিশারী হয়ে আগে-আগে চলছেন (৭।৪১।৫), তিনি 'নেতা' (৩।২০।৪), তিনি 'ত্রাতা' (৩।৫৬।৬; ৫।৮২।১)। তাঁকে পেলেই মানুষ বলতে পারে, পেলাম (৭।৪১।২)। নির্বিশেষ ভগবানের এর চাইতে সুন্দর পরিচয় আর কী হতে পারে? ক্রীশ্চানের ভগবানও কি তাই নন? ...সবচেয়ে বড় কথা তিনি আনন্দের দেবতা। আগেই বলেছি, ভগ শব্দের একটি অর্থই হচ্ছে আনন্দ, প্রেম। তার এই আনন্দস্বরূপটি ব্যক্ত হচ্ছে অর্যমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগে। সংহিতায় যা বরুণ মিত্র এবং অর্যমা, উপনিষদে তাই সৎ, চিৎ, আনন্দ ; বরুণ প্রতিষ্ঠা ও অতিষ্ঠার সত্য, মিত্র চিজ্জ্যোতি, আর অর্যমা সম্ভোগের আনন্দ ('যস্য সম্ভুজং ২।১।৪)। ভগ এই অর্যমার সঙ্গে সামান্যভাবে যুক্ত নানা জায়গায়—বিশেষ ভাবে যুক্ত দেখছি বিবাহের অনুষ্ঠানে (১০।৮৫।২৩)। যেখানে নর-নারীর মিলন, সেইখানেই তিনি (অথর্ব ২।৩০।৫; ২।৩৬।৭; ১৪।৫০, ৫১, ৫৩)। তিনি ময়োভূঃ, আনন্দ হয়ে ফুটছেন জগতে ১০।৩৯।১০। যেমন আমরা চাই সবিতার প্রেরণা, তেমনি চাই ভগের আনন্দ ('ভুজিং' ৮।১০২।৬)। কেননা জানি, তিনিই আমাদের আত্মজ্যোতির সঙ্গে আনন্দের মিলন ঘটান (১০।৬৮।২)। সবার শেষে বলি, ভগ কুমারী মেয়েদের দেবতা ১।১৬৩।৮ এই সঙ্গে তু. জারঃ কনীনাং ১।৬৬।৪; ১।১৫২।৪; এইখানে হঠাৎ আঁধারের পরদা সরে যায়, দেখি ব্রজ

গোপকুমারিকাদের সঙ্গে রাসোল্লাসমত্ত চিরকিশোরকে—প্রেমবিহ্বল ভক্তের ভগবানকে, (আ)নন্দদুলালকে।...শুধু একটি রহস্য বোঝা যাচ্ছে না, ভগ অন্ধ কেন। যাস্ক বলছেন 'ভগঃ' অন্ধঃ। প্রাশিত্রমস্যাক্ষিণী নির্জঘান ইতি ব্রাহ্মণম' (১২।১৩)। অথর্ব-সংহিতাতেও আছে 'যো অন্ধো যঃ পুনঃসরো ভগো বৃক্ষেষ্বাহিতঃ' ৬।১২৯।৩। অন্ধ কি = কালো? বৃক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক শ্রীকৃষ্ণের কদমগাছের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

**কারে—** [তু. সিযাসনি র্বনতে কার ইজ্জিতিম্ ১০।৫৩।১১; যাভির্ভরে কারম্ অংশায় জিন্বথঃ (অশ্বিদ্বয়) ১।১১২।১; চকর্থ কারম্এভ্যঃ (যজমানেভ্যঃ) পৃতনাসু প্রবন্তবে (ইন্দ্র) ১।১৩১।৫; পশ্বযন্ত্রাসো অভি কারম্ অর্চন্, বিদন্ত জ্যোতিঃ (পিতরঃ) ৪।১।১৪; কারং ন বিশ্বে অহ্বন্ত দেবাঃ ভরম্ ইন্দ্রায় যদহিং জঘান ৫।২৯।৮; পরি প্রাসিষ্যদৎ (সোমঃ) কারং বিভ্রৎ পুরুস্পৃহম্ ৯।১৪।১; ভগং ন কারে মহিরত্ন ধীমহি (অগ্নি) ১।১৪১।১০; জয়েম কারে পুরুহূত কারিণঃ (ইন্দ্র) ৮।২১।১২ । আরও তু. বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মম্ অর্কা ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্ ৩।৫৪।১৪; ইন্দ্র সোমা অসৃক্ষত মহে ভরায় কারিণঃ ৯।১৬।৫; ইন্দ্র কারিণং বৃধন্তঃ (ইন্দ্রের বিশেষণ) ৮।২।২৯; হুবে ভরং ন কারিণম্ ৮।৬৬।১; ভরাসঃ কারিণামেব (সোম) ৯।১০।২; ধনং কারিণে ন ৯।৯৭।৩৮ । নিঘণ্টুতে 'কারু' স্তোতা (৩।১৬); <√ কৃ ‖ কৄ (গান করা), তু. 'কীরিঃ' স্তোতা (নিঘ. ৩।১৬); 'কীর্তি' গান, কীর্তিগাথা, যেমন 'তাং সু তে কীর্তিং মঘবন্ মহিত্বা ১০।৫৪।১; > √ কীর্ত্, যেমন 'কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ' ১।১০৩।৪, তদ্ বাং দাত্রং মহি কীর্তেন্যং ভূৎ (অশ্বিদ্বয়) ১।১১৬।৬ । সুতরাং 'কার' কীর্তি বা কীর্তন; দেবতার নামকীর্তন,

গুণকীর্তন দুয়েরই সন্ধান মিলছে। দুটি জায়গায় 'কার' মনে হচ্ছে সিংহনাদ জাতীয় ১।১৩১।৫; ৯।১৪।১; আর সর্বত্রই আধুনিক কীর্তন বা ভজন অর্থ খাটে। কীর্তনের ফল 'জিতি'—অন্ধকারের 'পরে আলোর জয় ১০।৫৩।১১; ৪।১।১৪; ৮।২১।১২; আর 'ভর'—দেবতার আবেশ ১।১২১।১; ৫।২৯।৮; ৯।১৬।৫; ৮।৬৬।১; ৯।১০।২। যারা কীর্তন করে, তারা 'কারী'; যাঁর উদ্দেশে করা হয়, তিনিও 'কারী' যেমন ইন্দ্র ৮।২।২৯ —বিশেষ করে 'ভগ' ১।১৪১।১০; ৩।৫৪।১৪; বর্তমান ঋকে ভগকে তিন জায়গায় তপমান রূপে উল্লেখ করায় বোঝাচ্ছে কার বা কীর্তনটা তাঁর নামেই বেশী চলত। ভগবান্ সর্বজনীন দেবতা, আজও কীর্তন এদেশের সর্বজনীন সাধনা। সমবেত কীর্তনের কোলাহল থেকে 'কার' শব্দের কোলাহল অর্থ হওয়া অসম্ভব নয়। 'কার' শব্দের সঙ্গে হু ধাতুর প্রয়োগও লক্ষণীয়।] কীর্তনে।

**হব্যঃ মতীনাং**—[ তু. ৩।৫।৩, নিঘন্টুতে 'মতয়ঃ' মেধাবী (৩।১৫)। স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন লক্ষণীয় (দ্র. চর্ষণীঃ ৩।৪৩।২)। বহুবচনান্ত মতিশব্দকে এখানে সাধক বলে ধরা যেতে পারে ; চিত্তবৃত্তি অর্থও খাটে। ] মনস্বীরা যাঁকে ডাকে।

**চারুঃ**— [ <√ কন্ || চন্ (ভালবাসা, আস্বাদন করা ; নিঘ. 'কনতি' কান্তিকর্মা ২।৬; তু. Lat. carus 'dear, beloved', O. Ir. caraim 'I love'. Eng. caress, charity)] স্নেহময়।

**সুহবঃ**— যাঁকে ডাকা সহজ, ডাকলেই যিনি সাড়া দেন।

**বয়োধাঃ**— [ অগ্নির বিশেষণ ১।৭৩।১; ২।৩।৯; ৪।৩।১০; ৬।৬।৭; ৮।৭২।৪; ১০।৭।৭; ইন্দ্র ৩।৩১।১৮; ৪।১৭।১৭; ত্বষ্টা ৬।৪৯।৯; পরমদেবতা ৫।৪৩।১৩; পিতৃগণ ৬।৭৫।৯; সোম ৮।৪৮।১৫;

৯।৮১।৩; ৯।৯০।২; ৯।৯৬।১২; ৯।১১০।১১ । বিশেষ করে তিনটি দেবতা 'বয়োধাঃ'—অগ্নি, ইন্দ্র আর সোম, তার মধ্যে আবার অগ্নীষোম প্রধান। ] আধারে তারুণ্য আনেন যিনি। তুলনীয়, বৈষ্ণবের তারুণ্যামৃতে স্নান। সোমযাগের উদ্দেশ্য দেবতার মত 'অজর' এবং অমর হওয়া। হঠযোগীরা তার জন্য বিশেষ করে ব্যবস্থা দেন সিদ্ধাসন এবং যোনিমুদ্রার।

বৃত্রের স্পর্ধা বারবার ফুঁসে ওঠে আলোর উত্তরণের পথে। বজ্রসত্ত্ব, বারবার তুমি তার 'পরে ঝাঁপিয়ে পড় রণদুর্মদ তরঙ্গের মত—মাড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও তার ঔদ্ধত্যকে। আমার অন্তরিক্ষে টলমল প্রাণের দুকূল ছাপিয়ে যায় তোমার মনস্বী ভাবনার বৈদ্যুতী—দ্যুলোক হতে অবন্ধ্য শক্তির ধারা ঝরাও, দেবতা, রোমাঞ্চিত পৃথ্বীর সুষুম্ণতন্তুতে। তোমায় দিয়েছে যারা একাগ্র মননের অতন্দ্রতা, তারা তোমায় ডাকে—যেমন ডাকে আনন্দের দেবতাকে নামে-মাতোয়ারা ভক্তের দল। সে-ডাকে অমনি যে সাড়া দাও তুমি...আস আমাদের মাঝে পিতৃস্নেহের কমতা নিয়ে, নাড়ীতে-নাড়ীতে ঢাল উন্মাদন তারুণ্যের বিদ্যুৎ :

সর্বাভিভাবী বীর্য তোমার—বৃত্রের স্পর্ধিত আহবে, দুর্দম তুরঙ্গের মত;

ছেয়ে রও রুদ্রভূমির দুটি উপান্ত,—তুমি বীর্যের নির্ঝরণ;

ভগকে যেমন কীর্তনে, তেমনি তোমায় ডাকে যারা মনন-ব্রতী,—

পিতার মত স্নেহ-কম তুমি—ডাকলেই শোন, আধারে ঢাল তারুণ্য।।

৪

ধর্তা দিবো রজসস্ পৃষ্ট উর্ধ্বো

রথো ন বায়ুর্ বসুভির্ নিযুত্বান্

ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য

বিভক্তা ভাগং ধিষণেব বাজম্।।

দিবঃধর্তা— [ § ধর্তা—তু. ধনানাং ধর্তরবসা (ইন্দ্র) ১।১০২।৫; দ্রুহো হন্তা মহ ঋতস্য ধর্তরি (ব্রহ্মণস্পতি) ২।২৩।১৭; দ্বা জনা যাতয়ন্নন্তরীয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি (সোম) ৯।৮৬।৪২; ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা ১।১১।৪; দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ (সবিতা) ৪।৫৩।২; ধর্তা কৃষ্টীনাম্ উত মধ্য ইদ্ধঃ (অগ্নি) ৫।১।৬; রায়ো ধর্তা ধরুণো বস্বো অগ্নি ৫।১৫।১; শং নো ধাতা শম্ উ ধর্তা অস্তু ৭।৩৫।৩; যো ধর্তা ভুবনানাং (বরুণ) ৮।৪১।৫; রায়ো ধর্তা ন ওজসা (সোম) ৯।৩৫।২; ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসঃ ৯।৭৬।১; দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ (সোম) ৯।১০৯।৬; স ধর্তা জজ্ঞে সহসা যবীযুৎ ১০।৬১।৯; অজ একপাদ্ দিবো ধর্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ (অনামা) ১০।৬৫।১৩; ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ১০।১৪৯।৪; ধর্তারো দিবঃ ঋভবঃ সুহস্তাঃ (অনামা) ১০।৬৬।১০; মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরিখ্যন্ ১০।১০।২; ইন্দুং ধর্তারং দিবঃ ৯।২৬।২; তং ত্বা ধতারম্ ওণ্যোঃ (দ্যাবাপৃথিভ্যোঃ) ৯।৬৫।১১; ধর্তারং মানুষীণাং বিশাম্ অগ্নিং ৫।৯।৩; ধর্তারা চর্ষণীনাং (মিত্রাবরুণ) ৫।৬৭।২; যা ধর্তারা রজসো রোচনস্যোত...পার্থিবস্য (মিত্রাবরুণ) ৫।৬৯।৪; ধর্তারা চর্ষণীনাম্

(ইন্দ্রাবরুণ) ১।১৭।২। 'বিধর্তার প্রয়োগও আছে ২।২৮।৪; ২।১।৩; ৭।৭।৫; ৭।৪১।২; ৭।৫৬।২৪; ৮।৭০।২; ৯।৪৭।৪০। ধর্তা যে সংজ্ঞাবাচী, তার প্রমাণ উদ্ধরণগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে। গুণবচনে পাচ্ছি 'ধর্মা' 'ধরুণ', 'ধর্ণসি'—অন্তত এই তিনটি শব্দ; ধর্তার প্রয়োগ স্পষ্টতই তা হতে আলাদা। একটি জায়গায় ধর্তাকে একলা পাওয়া যাচ্ছে ৭।৩৫।১। ধর্তা বিশ্বভুবন ও মানুষ সব-কিছুর আধার হলেও বিশেষ করে তিনি 'দিবো ধর্তাঃ'। দেখছি, এ-বর্ণন আবার পাওয়া যাচ্ছে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, সবিতা, মিত্রাবরুণের বেলায়—অর্থাৎ সোমসাধনার, সাবিত্রসাধনার ও ব্রহ্মসাধনার দেবতাদের বেলায়। দুটি জায়গায় সাধারণ ভাবে বিশ্বদেবের বেলায় বহুবচনে বিশেষণটির প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে। আবার, দুটি প্রয়োগে একটু বিশেষত্ব আছে। এক জায়গায় পাচ্ছি, সোম চলাফেরা করেন ধর্তার মাঝে ৯।৮৬।৪২; আর এক জায়গায়, যাস্কের মতে 'দিবো ধর্তা' অজ একপাৎ ১০।৬৫।১৩। এইখানে ধর্তার পরিচিতির একটা সূত্র পাওয়া যায়। 'অজঃ' পুরুষ (সাংখ্যে অজ পুরুষ, অজা প্রকৃতি)। ঋগ্বেদে তাঁর বর্ণনায় পাচ্ছি; 'কে তিনি সেই এক, যিনি অজের রূপে (আয়তনে) এই ছ'টি লোককে স্তম্ভিত (স্তম্ভের আকারে পরিণত) করে রেখেছেন ১।১৬৪।৬? 'স ধাম পূর্ব্যং মমে, যঃ স্কম্ভেন বি রোদসী অজো ন দ্যাম্ অধাবায়ৎ ৮।৪১।১০—এইখানে 'অজঃ' 'স্কম্ভ' বা 'ধর্তা' তিনটিকেই পাচ্ছি। আবার পাচ্ছি, 'অজস্য নাভা বধ্যে কমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ১০।৮২।৬। তিনটি উদ্ধরণই যথেষ্ট; পাচ্ছি বিশ্বকর্মা বিশ্বমূল অজ্ঞাত (উপনিষদের ভাষায় 'অব্যাকৃত') পুরুষের কথা, যিনি বিশ্বচক্রের নাভি, অথবা উপর্যুপরি স্থাপিত বিশ্বভুবনের স্তম্ভ, স্কম্ভ বা মেরুদণ্ডস্বরূপ। সম্ভূতিতে এই অজ বা পুরুষ 'সহস্রপাৎ' ১০।৯০।১; আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে তিনি

চতুষ্পাৎ—তাঁর ত্রিপাদ অমৃত, একপাদ এই মর্ত্য বিশ্বভূত ১০।৯০।৩, ৪। এই বিশ্বভুবনের মাঝে যিনি সূত্রাত্মা, তিনিই বেদের "অজ একপাৎ"। তাঁর কথা বলতে গিয়ে যাস্ক একটি মন্ত্রের উল্লেখ করছেন, 'একং পাদং নোৎমিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্, স চেৎ তমুদ্ধরেদঙ্গ ন মৃত্যুং নামৃতং ভবেৎ' (দ্র. অথর্ব ১১।৪।২১) - সে হাঁস জলে ভাসছে, কিন্তু তার একটি পাকে উপরপানে তুলে নিচ্ছে না; যদি নেয়, তাহলে, হায়রে মরণও থাকবে না, অমৃতও না। যাস্কের মতে এই অজ একপাৎ আদিত্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, তাঁর একটি কিরণ, আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সুষুম্ণা বিবরকে আলোকিত করে আছে জীবচৈতন্যরূপে। আদিত্যের এই যে বিদ্যুদ্‌বিসর্প, তাই ভূতে-ভূতে 'অজ একপাৎ'। আবার সমষ্টি দৃষ্টিতে, বিশ্বভুবনেরও মেরুদণ্ডে তিনি চিন্ময় বিদ্যুৎপ্রবাহ; অথর্ববেদে তখন তাঁর নাম 'স্কম্ভ' (১০।৭); ঋগ্বেদে তিনি অগ্নিরূপে 'দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্'—দ্যুলোকের মেরুদণ্ড, গুটিয়ে এসে ধরে আছেন লোকোত্তরকে ৪।১৩।৫; ১৪।৫; আবার সোমধারাও 'স্কম্ভ'—'দিবো যঃ স্কম্ভো ধরুণঃ স্বাততঃ' ৯।৭৪।২, 'স্কম্ভো দিব উদ্যতো মদঃ' ৯।৮৬।৪৬ । এই স্কম্ভ, অজ একপাৎ আর এখানকার 'দিবোধর্তা' তিনই এক; বেদান্তের ভাষায় সূত্রাত্মা ব্রহ্ম, যোগীর ভাষায় সৌষুম্ণ বিদ্যুৎ (তু. ৯।৮৬।৪২)। ঠিক যেমন ভগের বেলায়, তেমনি এই ধর্তার বেলাতেও এক অনামা দেবতার বিভূতিকেই অন্যান্য দেবতার মাঝেও দেখা হয়েছে। এখানে নির্বিশেষই মূল, বিশেষ তার প্রপঞ্চমাত্র, যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা abstraction-কে পরকালীন অভিব্যক্তি বলে কল্পনা করেছেন—অবশ্য বিনা প্রমাণে। ] দ্যুলোকের ধারক ; মূর্ধন্যচেতনার স্তম্ভস্বরূপ সৌষুম্ণ প্রবাহ ; ব্রহ্মনাড়ী।

**পৃষ্টঃ—** [ তু. পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরাবিবেশ ১।৯৮।২; পৃষ্টো দিবি ধায্যগ্নিঃ পৃথিব্যাং ৭।৫।২; অগ্নির বিশেষণ 'পৃষ্ট বন্ধু' ৩।২০।৩ । উদ্ধরণগুলিতে পাচ্ছি, 'পৃষ্টযোগে ৭মী; কিন্তু এখানে 'রজস্ঃ' সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী—আসলে 'রজসি পৃষ্টঃ'। এখানে সায়ণের ব্যাখ্যা 'পৃষ্টঃ সর্বত্র বর্তমানঃ'। < √ স্পৃশ্ ‖ পৃশ্ (যেমন, 'পৃশ্নি' দ্র. যাস্কের 'পৃষ্ঠং স্পৃশতেঃ' ৪।৩; আরও দ্র. পৃষ্ঠ 'পৃষ্টবন্ধু' ৩।২০।৩)। যখন যজমানকে বোঝাবে তখন কর্মবাচ্য, দেবতাকে বোঝাতে কর্তৃবাচ্য ] অন্তরিক্ষকে ছুঁয়ে আছেন, তার সর্বত্র ছুঁয়ে আছেন যিনি।

**উর্ধ্বঃ—** [ < √ বৃধ্ ‖ বর্ধ্ + ব, (যেমন উর্ব < √ বৃ), গাছের মত উপরের দিকে যা বেড়ে চলে ] উজান বয়ে চলেছেন যিনি; উর্ধ্বস্রোতা।

**রথঃন বায়ুঃ**—[§ 'রথঃ' < √ ঋ + থ ; অথবা √ ঋ (ৎ) ‖ রৎ ‖ রথ্ (চলা; তু. Lat. rotare 'to turn like a wheel', < rota 'a wheel'; Skt. রথর্যতি [নিঘ. গতিকর্মা; ঋ. বে. ৮।১০১।২, ৯।৩।৫, ১০।৩৭।৩]; OHG rad 'wheel'; Lith. ratas 'wheel', ritu 'I roll') । যাস্কের ব্যুৎপত্তি, 'রথো রংহতে র্গতিকর্মণঃ, স্থির তে বা স্যাদ্ বিপরীতস্য, রমজাণোহস্মিন্ তিষ্ঠতীতি বা, রপতের্বা, রসতে র্বা' (৯।১২)। এখানে শব্দটি বায়ুর বিশেষণ, যেমন 'তরণি র্ন অর্বা'। রথ, বাহন আর রথী—তিনটি নিয়ে একটি ত্রিপুটী। এরা যথাক্রমে অন্ন প্রাণ আর চেতনার, উপনিষদ দৃষ্টিতে শরীর ইন্দ্রিয় ও আত্মার প্রতীক (দ্র. কঠোপনিষদ ১।৩।৩)। রথও গতিশীল (নিঘন্টুতে রথ দেবতা [৫।৩।৭], যাস্ক বলেন 'রাজ সং যোগাৎ যুদ্ধো পকরণানি স্তুতিং লভেত' [৯।১২]; দুর্গের মন্তব্য 'রাজাপি যজ্ঞসম্ভবাৎ যজ্ঞোনি দেবতাসম্ভস্বাৎ দেবতাষ্যত্মসম্ভাবৎ, সোহয়মাত্মৈবাঙ্গপ্রত্যদভোবেনাবস্থিতঃ সর্বাবস্থাতা স্তূয়তে ইতি

আত্মস্তুতিরেবায়ং সর্বা। তদুক্তং—"স্থানে স্থানে স্তুতিঃ সর্বা স্থানাধিপতিভাগিনী। আত্মপ্রতিষ্ঠা বোদ্ধব্যা তথোপকরণস্তুতি"। এষ স্তুতিসংক্রমন্যায়ঃ সর্বত্রাসুসন্ধেয়ঃ।') কিন্তু তারগতি স্বাভাবিক নয়, আগন্তুক; গতি আসছে চেতন কিন্তু নিয়ম্য বাহন হতে, তার গতি আবার আসছে চেতন নিয়ন্তা রথী হতে। সমস্তটা জড়জগৎই এমনি করে দেবতার রথ—প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত। জড় প্রাণ আর চেতনার সম্পর্ক এর চাইতে সহজ অথচ নিপুণভাবে বোঝানোর উপায় ছিল না। এখনও বাংলার গ্রাম্য ভাষায় দেহকে 'রথ' বলে। ]

**§ বায়ুঃ—** যাস্কের মতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে 'বায়ুঃ প্রথমাগামী ভবতি' (১০।১)। অথর্ববেদে 'বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ (৫।২৪।৮), 'অন্তরিক্ষং ধেনুস্তস্যা বায়ুর্বৎসঃ' (৪।৩৯।৪)। এই মধ্যস্থান চিৎশক্তির তিনটি রূপ,— বাত, বায়ু, মরুৎ। 'বাত' হল পুরাণের ভাষায় বায়ুরূপী ভূত (ক্ত-প্রত্যয় তার সাক্ষী); আয়ুর্বেদে দেহের ত্রিধাতুর অন্যতম; ঋগ্বেদের পরিচয়—'আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ, যথাবশং চরতি দেব এষঃ। ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং ১০।১৬৮।৪—ভৌতিক বায়ুরই দিব্যরূপ। এই ভূতশক্তি প্রাণময় হয়ে উঠেছে বায়ুতে, চিন্ময় হয়েছে মরুদ্গণে; একটিতে গতি প্রধান, আর একটিতে দীপ্তি প্রধান। এক জায়গায় আছে 'অজনয়ো মরুতো দিব আবক্ষণাভ্যঃ'। দ্যুলোকের নাড়ী হতে মরুদ্গণকে তুমি জন্ম দিলে। ১।১৩৪।৪। এই উক্তিটি মনে রাখতে হবে। মরুদ্গণের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে বায়ুর যোগ আছে—সেখানে বায়ু বহুবচনান্ত ৮।৭।৩, ৪, ১৭ । বহুবচনে বায়ুর প্রয়োগ আর চারটি; ২।১১।১৪; ৯।৮৪।৪; ৯।৯৭।১৭; ১০।৪৬।৭; তার মধ্যে এই উক্তিটিতেই বায়ুর রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়, 'ইন্দুঃ সমুদ্রমুদিয়র্তি বায়ুভিঃ'

৯।৮৪।৪ । ইন্দু সমুদ্রের পানে উজান বয়ে চলেন বায়ুদের সঙ্গে। এক্ষেত্রে বৈদিক যোগীর ভাষা আর আধুনিক কুণ্ডলিনী যোগীর ভাষায় কোন তফাৎ নাই। যেখানে বলা হচ্ছে 'বায়বো ন সোমাঃ' ১০।৪৬।৭, সেখানে অগ্নিশিখা, বায়ু আর সোমের মাঝে সাম্যের ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এ-সাম্য যোগীর কাছে অজানা নয়। ভূতশুদ্ধিতে এই পার্থিব নাড়ীতেই কখনও বয় রসের ধারা, কখনও আগুনের, কখনও বায়ুর। ...নিঘন্টুতে বায়ুকে পুরোগামী করে মধ্যস্থান দেবতাদের সাজানো হয়েছে এই ভাবে : বায়ু-বরুণ-রুদ্র-ইন্দ্র-পর্জন্য। বৈদিক সাধনার দুটি রূপক আছে, একটি আলো ফোটা, আর-একটি বর্ষা নামা। একটি সাধনা অন্তরিক্ষের, আর-একটি দ্যুলোকের, একটি প্রাণের, আর-একটি চেতনার। দুটিতেই বৃত্রের আবরণ ভাঙ্তে হয়। একটিতে বৃত্র মেঘ, আর-একটিতে অন্ধকার; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটি জরার বাধা, আর - একটি মৃত্যুর বাধা। বৃত্র যখন মেঘ, তখন তার নাম 'বরুণ'—একই ধাতু হতে দুটি শব্দের উৎপত্তি। অথচ এ-বরুণ দেবতা, কেননা তিনি জলভরা মেঘ, শুষ্ক প্রাণে (বেদে যার নাম 'শুষ্ণ'— বৃত্রের অনুচর) আগামী বর্ষার প্রত্যাশা। পুবাল হাওয়ায় আকাশে মেঘ জড় হয়েছে, তাইতেই যেন দাহ জুড়িয়ে গেল। সেই মেঘ গুরু গুরু গর্জনে ডেকে উঠল, পেলাম 'রুদ্র'কে (< √ রুদ্ 'গর্জন করা')। এলেন 'ইন্দ্র' — চমকালো বিদ্যুৎ, ভেঙে পড়ল বজ্র ; তার পর মেঘ গলে ঝরে পড়ল পর্জন্যের ধারাসার, তারুণ্যের অমৃতে পৃথিবী অভিষিক্ত হল। যোগের ভাষায় এই অভিষেকটা আগাগোড়া বায়ুর কাজ।...এই বায়ু আমাদের মধ্যে এসে হয়েছেন প্রাণ। দুয়ের মাঝে তাঁকে পাই 'মাতরিশ্বা' বা বিশ্বযোনিতে উচ্ছ্বয়মান সৃষ্টিশক্তিরূপে ৩।২৯।১১। বাজসনেয়ী সংহিতায় পাচ্ছি, 'বায়ুর্মাতরিশ্বা...যো দেবানাং চরসি প্রাণ যেন' (১১।৩৯)। ঋগ্বেদে

প্রাণের উল্লেখ আছে—লৌকিক অর্থে—'আয়ুঃ প্রাণঃ ১।৬৬।১, 'বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে' ১।৪৮।১০, যমু দ্বিষ্মস্তমু প্রাণো জহাতু ৩।৫৩।২১; প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ১০।৯০।১৩, যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি ১০।১২৫।৪; (ইন্দ্র) বিশ্বস্য প্রাণতস্পতিঃ ১।১০১।৫, অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতী (সর্পরাজ্ঞী ১০।১৮৯।২; এই সর্পরাজ্ঞীই কুণ্ডলিনী, এখানে অপানক্রিয়ায় শক্তিপাতের বর্ণনা; এরই আর এক নাম পূরক প্রাণায়াম)। এই উদ্ধরণগুলিতে বায়ু আর প্রাণের একতা প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা পঞ্চপ্রাণের কথা জানি। ঋগ্বেদে পাওয়া যাচ্ছে দুটি মূল প্রাণক্রিয়া—প্রাণ আর অপানের কথা। বাজসনেয়ী সংহিতায় পাই প্রাণ, অপান, ব্যান আর উদানের কথা (১৪।৮, ১২, ১৪; ১৫।৬৪)। অথর্ববেদের প্রাণসূক্তে (১১।৪) পাই প্রাণের দার্শনিক রূপ। সেখানে একটি মন্ত্রে আছে, 'প্রাণমাহু র্মাতরিশ্বানং বাতো হ প্রাণ উচ্যতে, প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্' (১৫)। আর একটি মন্ত্রে একপাদ হংসের উল্লেখ আছে, যাঁর কথা 'অজ একপাৎ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এই হংস নিরুক্তমতে 'সূর্য', কিন্তু অথর্বসংহিতার মতে 'প্রাণ' (দুর্গ যেভাবে মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন, অথর্বসংহিতার মন্ত্রের সঙ্গে তা ঠিক মেলেনা, যদিও অর্থ একই)। আমরা জানি, হঠযোগীরা প্রাণকে 'হংস' বলেন ; তাঁরা বলেন 'হংস'কে ওল্টালেই 'সোহং' হয়, আর এই 'সোহং' মন্ত্র আদিত্যপুরুষের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে বাজসনেয়ী সংহিতায় (৪০) হংস সূর্য, হংস প্রাণ। শ্বাস-প্রশ্বাসে সূর্যজ্যোতির সঙ্গে অন্তঃস্থ অগ্নিজ্যোতির যোগ সাধিত হচ্ছে নিয়ত—এই হল অজপাজপের ভিত্তি। সূর্যের যা রশ্মি, তাই আমাদের প্রাণবায়ু। আরও প্রমাণ পরে দিচ্ছি।...আলোচনা থেকে এই সূত্রগুলি পেলাম: বাত, বায়ু, মরুৎ একই শক্তির তিনটি বিভূতি।

সেই শক্তিই সৃষ্টিমূলে মাতরিশ্বা, জীবদেহে প্রাণ। দেববাদীর যা বায়ু, আত্মবাদীর তা প্রাণ। দুইই বিশ্বব্যাপ্ত।...এই প্রাণ জ্যোতির্ময় (এখন থেকে বায়ু বা প্রাণ দুটি সংজ্ঞাকে পর্যায়বাচী বলে ধরব)। তিনি শ্বেত এবং বসুধিতি—শুভ্র এবং ভিতরে ফোটান দীপ্তি ৭।৯০।৩; আর তখন নির্মেঘ নির্মল উষার আলোয় চারদিক ঝলমলিয়ে ওঠে, ধ্যানীরা খুঁজে পান বিপুল জ্যোতি, সাধকের আকূতি আবিষ্কার করে গুহাহিত রশ্মিকে, বয়ে চলে নির্মুক্ত প্রাণের ধারা ৭।৯০।৪ । এই আলোর উৎসব আর প্রাণের উৎসব একই। এক জায়গায় স্পষ্টই বলা হচ্ছে, এই প্রাণের প্রবাহেরা যেন সূর্যের রশ্মির মত, হাত দিয়ে কেউ তাদের ঠেকাতে পারে না ১।১৩৫।৯ । এখানে সূর্যরশ্মির উপমা আকস্মিক নয়। বায়ু যে জ্যোতির্ময়, তার স্পষ্ট উল্লেখ করছেন অর্থববেদ ; বলছেন, 'বায়ো যৎ তে তপঃ, যৎ তে হরঃ... অর্চিঃ...শোচিঃ...তেজঃ' ২।২০।১-৫। প্রাণ বা বায়ু জ্যোতির্ময় বলেই পতঞ্জলি বলেন, প্রাণায়ামে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়। যোগে জ্যোতির্ধারণা আর প্রাণায়াম একসঙ্গে করতে হয়। অজপাজপের তাই রহস্য। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা 'নিযুত্বান' শব্দে দ্রষ্টব্য।... এখানে দেখা যাক, ঋগ্বেদে বায়ুর কি পরিচয় পাচ্ছি। ঋগ্বেদে পুরোপুরি একটি মাত্র সূক্ত বায়ুর উদ্দেশে ১।১৩৪; আর দুটি পুরো সূক্ত বাতের উদ্দেশে ১০।১৬৮; ১০।১৮৬। এ-ছাড়া নানা জায়গায় বায়ুর উদ্দেশে কিছু খুচরো মন্ত্র আছে। ইন্দ্র আর বায়ুর একত্রে কয়েকটি সূক্ত আছে, সেগুলোও উল্লেখযোগ্য ১।২; ১।১৩৫; ৪।৪৬; ৪।৪৭; ৫।৫১; ৭।৯০; ৭।৯১; ৭।৯২...। মন্ত্রগুলি থেকে জানা যায়, বায়ুই সবার আগে সোমরস পান করেন ১।১৩৪।১, ৬; ১।১৩৫।১; ৪।৪৬।১...। যে রস তিনি পান করেন, তা শুভ্র-শুচি ;

এই জন্য 'শুচিপা' বায়ুর একটি বিশেষ সংজ্ঞা ৭।৯০।২; ৭।৯১।৪; ৭।৯২।১; ১০।১০০।২ । প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ীশোধনের সাধনা যোগীদের মধ্যে বহুপ্রচলিত ; আয়ুর্বেদে ত্রিধাতুর মধ্যে 'বাত' সত্ত্বগুণাশ্রিত, আধুনিক ভাষায় তা nervous energy। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'প্র বোধয়া পুরন্ধিং, প্র চক্ষয় রোদসী, বাসয়োষসঃ শ্রবসে—পূর্ণপ্রজ্ঞাকে জাগাও, চোখের সামনে ফুটিয়ে তোল দ্যুলোক-ভূলোক, ঝলমলিয়ে তোল উষার আলো পরমাশ্রুতির বরে ১।১৩৪।৩ । এইখানে বায়ুসাধনার যে ছবিটি পাই, তা যোগীর প্রাণায়াম সাধনার ফলের সঙ্গে মিশে যায়, রাজযোগী যেমন বলেন, প্রাণায়ামের ফলে প্রকাশাবরণ ক্ষয়ের কথা, তেমনি হঠযোগী বলেন কুণ্ডলিনী জাগরণ ও নাদানুসন্ধানের কথা।...এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রবায়ুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষণীয়। যোগ-শাস্ত্রে এই যোগাযোগের কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। বাংলায় পাড়াগাঁয়েও আমরা শুনি 'মন-পবনের নাও'-এর কথা, 'মনে প্রাণে ঐক্য করার' কথা। ইন্দ্র শুদ্ধ মন, বায়ু শুদ্ধ প্রাণ। দুয়ের যোগ না হলে জপসিদ্ধি হবার নয়, একথা তন্ত্রেও আছে। শ্বাস চঞ্চল বলেই মন চঞ্চল, অতএব প্রাণায়াম দ্বারাই উন্মনী দশায় যাওয়া যায়, আর সেই প্রাণায়ামের জন্য নাড়ীশোধন, তার জন্য ষট্‌কর্ম—হঠযোগ সাধনার মূলসূত্র এই। যখন বৈদিক ঋষির মুখে শুনি 'উভা দেবা দিবিস্পৃশা সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ১।২৩।২, ৩, শুনি বায়ুর রথে ইন্দ্রই সারথি ৪।৪৬।২, তখন যোগীদের এই সব সাধনার কথা অমনি মনে পড়ে যায়। বায়ুর বাহনদের নাম 'নিযুৎ' (নিঘ. ১।১৫); এই জন্য বায়ুর একটি বিশেষ নাম নিযুত্বান্।

**নিযুত্বান্**— [ নিঘ, 'ঈশ্বর' (২।২২); 'নিযুত্বান্ নিযুতোহস্যাশ্বাঃ, নিযুতো নিয়মনাদ্ বা নিযোজনাদ্ বা (নি. ৫।২৮)। দ্র. 'নিযুতঃ' ৩।৩৫।১; < √ যু (ধারণ করা) ; তু. 'যো-নি' ; আরও তু. নিযুবানা নিযুতঃ ৭।৯১।৫; বায়ুশ্চ যন্নিযুবৈতে ভগশ্চ (বায়ু তার ভগ নিয়ন্ত্রিত করেন প্রাণধারাকে ৭।৪০।২); বশনায়া নিযূয় ১০।৭০।১০; এগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ বা আয়ামেব অর্থ। তু. ইন্দ্রের বিশেষণ ১।১০১।৯, ৪।৪৭।৩; ৬।৪০।৫; ৮।৯৩।২০; বায়ুর বিশেষণ ৯।৮৮।৩; ৮।১০১।১০; ৭।৩৯।২; ১।১৩৫।১; ৪।৪৭।৩; ২।৪১।১, ২; ৪।৪৬।২; ৪।৪৮।২; শুক্রস্য গবাশির নিযুত্বতঃ (সোমস্য ;নিযুতের মধ্যে বইছে যা) ২।৪১।৩; রথের বিশেষণ (বায়ুর) ১।১৩৫।৪; ১।১৩৪।১; ৪।৪৭।১; মরুদ্গণের বিশেষণ ৫।৫৪।৮; অপো গা অগ্নে যুবসে নিযুত্বান্ (প্রাণের আর আলোর ধারা বইয়ে দাও) ৬।৬০।২, অসৎ ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ (সোম, কেননা নাড়ীবাহন) ৯।৮৯।৬। বিশেষণটি বিশেষ করে ইন্দ্র আর বায়ুর, তা ছাড়া সোম, মরুদ্গণ আর ইন্দ্রের। তা ছাড়া অশ্বিদ্বয় এবং মিত্রাবরুণের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে (দ্র. ৩।৩৫।১)। তবুও নিঘন্টুতে বিশেষ করে বায়ুকেই নিযুক্তবাহন বলা হয়েছে। যোগশাস্ত্রে (এবং আয়ুর্বেদেও) বায়ুর বাহন হল 'নাড়ী'; সোমকে যে-দুটি মন্ত্রে 'নিযুত্বান' বলা হয়েছে, সেখানে এই ভাবটি সুস্পষ্ট। বায়ুসূক্তে এই বাহনদের বলা হয়েছে 'রোহিত' এবং 'অরুণ'; উপনিষদেও নাড়ীর এই ধরনের রঙের উল্লেখ আছে (বৃহদারণ্যক)। বাজসনেয়ী সংহিতায় নিযুৎদের সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে—এক, দুই, তিন, দশ, কুড়ি, ত্রিশ (২৭।৩৩); ঋগ্বেদে তারা এক জায়গায় এক,

নাম 'পূর্ণানিযুৎ' ১।১৩৫।৭, নইলে প্রায়ই শত ১।১৩৫।১, ৩; ৭।৯২।৫ এবং সহস্র। উপনিষদে নাড়ীদের বেলায় সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে 'শতঞ্চ একাং হৃদয়স্য নাড্যঃ' (কঠ. ২।৩।৬); হৃদয় বায়ুর স্থান; আবার এইখানেই সূর্যরশ্মির যোগ, আবার বলা হচ্ছে ৭২০০০। তন্ত্রে নাড়ীর সংখ্যা প্রধান ও অপ্রধান হিসাবে অনেকটা বাজসনেয়ী সংহিতার মতন।] প্রাণবাহন।

**ক্ষপাং বস্তা**—[ অনন্য প্রয়োগ। নিঘন্টুতে 'ক্ষপা' রাত্রি (১।৭); কিন্তু ক্ষপঃ 'উদক' (১।১২)। এখানে বস্ ধাতুর যোগে রাত্রি অর্থই আসছে ] আঁধারকে আলো করেন যিনি। জন্ম দেন সূর্যকে। বিষ্ণুপদীতে সূর্যের স্থান পাঁচের ঘরে ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কণ্ঠে বা বিশুদ্ধচক্রে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'এইখানে মন এলে আর নীচে নামে না, তখন ঈশ্বরদর্শন হয়'। লোক সংস্থানে সূর্য হবে জনলোক ; তাই উপনিষদের 'আনন্দো ব্রহ্মযোনিঃ'। এই সূর্যের সঙ্গে রশ্মিদ্বারা হৃদয়ের যোগের কথা আগেও বলেছি।

**বিভক্তা ভাগং**—[ শুধু এইখানে আদ্যুদাত্ত। আর সব প্রয়োগ অন্তোদাত্ত। তু. বিভক্তাসি চিত্রভানো (অগ্নি) ১।২৭।৬; বায়ো বিভক্তা সংভরশ্চ বস্বঃ(ইন্দ্র) ৪।১৭।১১; ভগো বিভক্তা শবসাবসা গমৎ ৫।৪৬।৬; সত্রা বাজানাম্ অভবো বিভক্তা (ইন্দ্র) ৬।৩৬।১; শীর্ষ্ণে-শীর্ষ্ণে বিবভাজা বিভক্তা (ইন্দ্র) ৭।১৮।২৪; একো বিভক্তা তরণির্মঘানাম্ (ইন্দ্র) ৭।২৬।৪; দয়সে বিভক্তা (ইন্দ্র) ১০।১৪৭।৫; বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ সবিতারং ১।২২।৭; বিভজন্নেতি বেদঃ (ইন্দ্র) ১।১০৩।৬; প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে (দেবতারা) ২।১৩।৪; দেবং সবিতারং...ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ৫।৪৯।১;

জ্যেষ্ঠং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ (সবিতা) ৫।৪৯।২; যদস্য ভাগং বিভজাসি নৃভ্য উষো দেবি মর্ত্যত্রা সুজাতে ১।১২৩।৩; রত্না চ যদ্ বিভাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ (অগ্নি) ১০।১১।৮; বিভঞ্জনুরশনি মাঁ ইব দ্যৌরুত স্তোতারং মঘবা বসো ধাৎ ৪।১৭।১৩; ইন্দ্রাগ্নী বসুনো বিভাগে তবস্তমা ১।১০৯।৫; চনিষ্ঠং পিত্বো ররতে বিভাগে (যজমান) ৫।৭৭।৪; মহো অর্ভস্য বসুনো বিভাগে ৭।৩৭।৩; সামস্য রত্নিনো বিভাগে (সবিতার) ৭।৪০।১ ; মা পশ্চাদ্ দঘ্ম রথ্যো বিভাগে (দাত্রাণাং) ৭।৫৬।২১ (মরুদ্‌গণের প্রতি)। দ্র. 'ভগ' (৩)। √ ভজ্ ‖ ভঞ্জ্ 'ভেঙে ঢোকা' > আবিষ্ট হওয়া > দেওয়া। চিদাবেশই দেবতার দান। দানার্থ স্পষ্টই পাওয়া যাচ্ছে ১০।১৪৭।৫-এ। তন্ত্রে এই দানের নাম 'শক্তিপাত', তার ছবি দেখতে পাচ্ছি ৪।১৭।১৩ তে। চক্রে চক্রে এই শক্তিপাতের বর্ণনা পাচ্ছি ৭।১৮।২৪ এ। কেবল ভগই যে বিভক্তা, তা নয় ; বরং ইন্দ্রই বিশেষ করে বিভক্তা। বিভজনের যা ফল, তা 'সুভগ', 'ভাগ' বা 'বিভাগ'। এটি হল সামান্যসংজ্ঞা, যাকে বলতে পারি চিদাবেশ। তার বিশেষ ফল উপরের উদ্ধরণগুলিতে পাচ্ছি— 'রয়ি' 'বাজ' 'বসু' 'মঘ' 'বেদঃ' 'পুষ্টি' 'রত্ন' ; প্রত্যেকটিই দেবতার প্রসাদ বা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দৈবীসম্পদ। 'ভাগ' যখন ধাত্বর্থক কর্ম, তখন এই অর্থই বিশেষ করেই আসে। অংশ অর্থও পাওয়া যায়, কিন্তু তারও মূলে ঐ দেবতার আবেশ। ] এখানে দেবতার আবেশ প্রসাদ বা দান হল 'বাজ' (তু. ৬।৩৬।১)। দেবতা নাড়ীতে-নাড়ীতে ঢেলে দেন বজ্রের তেজ, সে কেমন? না ধিষণা।

**ধিষণা ইব—** ধিষণার মত। নিঘন্টুতে ধিষণা 'বাক্' (১।১১); যাস্কের ব্যুৎপত্তি, 'ধিষের্দধাত্যর্থে, ধী সাদিনীতি বা ধীসানিনীতি বা (৮।৩)'; < ধি ‖ ধী

+ √ সন্ (অধিকার করা ; তু. মন + √ ধী = মন্ধা > মন্ধাতা ১।১১২।১৩ ; ৮।৪৯।৮...)। তু. অপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্ (অগ্নিকে) ১।৯৬।১, অস্য স্তোত্রে ধিষণা যৎ ত আনজে (ইন্দ্রের উদ্দেশে) ১।১০২।১; অমাত্রং ত্বা ধিষণা তিত্বিষে মহী (ইন্দ্রকে) ১।১০৯।৪; মহী যদি ধিষণা শিশ্নথে ধাৎ (ইন্দ্র) ৩।৩১।১৩ ; বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান (ইন্দ্র) ৩।৩২।১৪; ইদা হি বো ধিষণা দেবী অহ্বাম্ অধাৎ পীতিং (ঋভুদের জন্য) ৪।৩৪।১; ধন্যা ধিষণা ৫।৪১।৮;—৬।১১।৩ (অগ্নিতে); ইন্দ্রমেব ধিষণা সাতয়ে ধাৎ (এইখানে ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে) ৬।১৯।২; রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্ (বায়ুম্ ; এইখানে আর-একটি ব্যুৎপত্তি ; তু. নিরুক্ত) ৭।৯০।৩; বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ৮।১৫।৭; সং জানতে মনসা সং চিকিত্রে, অধ্বর্যবো ধিষণাপশ্চ দেবীঃ ১০।৩০।৬; মহী চিদ্ধি ধিষণানহর্যদ্ ওজসা (ঝলমলিয়ে উঠলেন বজ্রের তেজে) ১০।৯৬।১০; আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং বরূত্রীং ধিষণাং বহ ১।২২।১০; বৈশ্বানরায় ধিষণাং জনামসি ৩।২।১; রায়ো জনিত্রীং ধিষণামুপব্রুবে ১০।৩৫।৭; যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি ধিষণায়া উপস্থাৎ (সোমপাত্র) ১০।১৭।১২; তা হ্যদ্রী ধিষণায় উপস্থে (ইন্দ্রাগ্নী) ১।১০৯।৩; ত্রয়স্তস্থুবৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ (মিত্রাবরণ + অর্যমা) ৫।৬৯।২; যূয়মস্মভ্যং ধিষণাভ্যস্পরি··· আ নো রয়িম্ ঋভবস্তক্ষতা বয়ঃ ৪।৩৬।৮; পবস্বাদ্ভ্যঃ...ওষধীভ্যঃ...ধিষণাভ্যঃ (সোম) ৯।৫৯।২ । ক্রিয়াপদের ব্যবহার 'ধিযা যদি ধিষণ্যন্তঃ' ; < ধি ‖ ধী ‖ ধিষ্ > ধিষণ্য ৪।২১।৬ । মূল ধাতু 'ধা' (স্থাপন করা; base dho-dhe-dhg); বাইরে স্থাপন থেকে 'মনের মধ্যে স্থাপন করা' (তু. মন্ + ধা >

মেধা), 'একটা-কিছুতে মন দেওয়া', তাই থেকে 'চিন্তা করা' অর্থে √ ধী। 'ধিষণা' শব্দের মাঝে ধাতুর দুটি অর্থই এসেছে। তাইতে শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে 'স্থাপনা' > 'যার মধ্যে কিছু স্থাপন করা যায় ; আধার, পাত্র ; আর-একটি অর্থ 'চিন্তা' 'একাগ্রতা' 'ধ্যান' (ইউরোপীয়রা অনুমান করছেন 'সংবেগ' বা 'impulsion' )। শেষের অর্থে 'ধিষণা' নিঘন্টুর 'বাক্'; ধ্যানী বলবেন, 'প্রজ্ঞা'। তখন তিনি 'দেবী' ৪।৩৪।১; ৭।৯০।৩; ১০।৩০।৬; তিনি 'মহী' অর্থাৎ বিপুলা ১।১০৯।৪; ৩।৩১।১৩; ১০।৯৬।১০, সব ছেয়ে আছেন (বরূত্রী), আমাদের মধ্যে ঝলমলিয়ে ওঠেন (তিত্বিষে, অহর্মৎ), আবিষ্ট হয়ে কণ্ঠে ফোটান মন্ত্র (এই জন্য মন্ত্রচেতনাও 'ধিষণা' ৩।২।১; ইন্দ্রের বজ্রকে তিনি শান দেন অর্থাৎ তিনি অগ্র্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, দেবতাকে এনে দেন হাতের মুঠোয় ৬।১৯।২, চিত্তে জাগান সংবেগ ; প্রাণ আর ধিষণাকে একত্র করতে পারাই সাধন কৌশল ১।৯৬।১; ১০।৩০।৬ । এই থেকেই ধিষণার জ্ঞানমূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।...'ধিষণা' যখন পাত্র, তখন প্রধানত তিনি সোমপাত্র, যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে ১।১০৯।৩; ৯।৫৯।২; ১০।১৭।১২; কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমস্থান,আধুনিক যোগে যাকে বলে চক্র; তু. ৪।৩৬।৮ । এই চক্রে অধিষ্ঠিত দেবতারা 'ধিষ্ণ্য' দ্র. 'ধিষ্ণ্যাঃ' ৩।২২।১২; শতপথ ব্রাহ্মণের মতে এরা প্রাণ, ধী-র প্রেরয়িতা ৭।১।২।৪; চক্রে-চক্রে বায়ুর ধারণায় চেতনার বিকাশ যোগের একটা পরিচিত সাধনা)। অধিদৈবত দৃষ্টিতে অথবা সমষ্টিভাবনায় ধিষণা দিব্যধাম। তার মধ্যে দ্যাবাপৃথিবী প্রধান (দ্র. ৩।৪৯।১ 'ধিষণে')। তিনটি ধিষণার কথা আছে একজায়গায়—বরুণ, মিত্র এবং অর্যমা বিদ্যুন্ময় হয়ে তিনটি ধিষণাতে বীর্যাধান করছেন ; এই তিনটি ধিষণা যথাক্রমে সত্য, তপঃ এবং জনলোক (বরুণের প্রতিষ্ঠা,

মিত্রের তপন আর অর্যমার প্রজনন আনন্দ)। এই ঋকটিতে ধিষণা প্রজ্ঞার দেবতা। উদ্ধরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি, অগ্নি আর ইন্দ্রের সঙ্গেই তার যোগাযোগ বেশী। জ্বালাময়ী অভীপ্সা আর বজ্রের তেজ প্রজ্ঞার সাধনায় অপরিহার্য।

এই আধারে মূর্ধন্যচেতনার স্তম্ভস্বরূপ সৌষুম্ণপ্রবাহ তিনি, দেবযানের সকল গ্রন্থি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বয়ে চলেছেন উজান পানে, আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চরমাণ বিদ্যুন্ময় প্রাণের ক্ষিপ্রসংবেগ যেন তিনি। রাত্রির আঁধার ভেঙে পড়ে তাঁর বজ্রের হানায়, উদ্ভিন্ন হৃদয়ের 'পরে ঝরে সূর্যের আলো ; বরুত্রী প্রজ্ঞার মতই আধারের অণুতে-অণুতে দেবতার আবেশকে জ্বালিয়ে তোলেন তিনি বজ্রতেজে :

ধরে আছেন দ্যুলোককে, প্রাণের অন্তরিক্ষকে চলেছেন ছুঁয়ে উজান ধারায়,

ক্ষিপ্রগামী বায়ুর মত এই আধারে কিরণে-কিরণে প্রাণের বাহন তিনি ;

কত রাতকে যে ঝলমলিয়ে তোলেন, ফোটান সূর্যকে—

গভীরে আনেন বজ্রতেজের আবেশ ধিষণার মত।।

৫

ধুয়া। দ্র. ৩।৩০।২২

# নির্দেশিকা

[ এতে আছে বিষয়-সূচী, নাম-সূচী, আর শব্দসূচী। যাস্ক আর সায়ণ বেদব্যাখ্যার দিশারী—বাহুল্যভয়ে তাঁদের নাম নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য থাকলে সূচকসংখ্যাগুলি স্থূলাক্ষরে ছাপা হয়েছে। প্রধান-প্রধান বিষয়বস্তুর কিছুটা বিস্তৃত সূচনা দেওয়া হয়েছে—যেমন 'অগ্নি', 'ইন্দ্র' ইত্যাদি। সেখানকার বিন্যাস বর্ণানুক্রমে নয়। ]

**শ্রীঅনির্বাণ**: মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাঃ রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'। ১৯৭৮ সালে ৩১শে মে তিনি প্রয়াত হন।

## শ্রীঅনির্বাণ রচিত ও *অনুদিত
## কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

---

**ঋগ্বেদ-সংহিতা: গায়ত্রী মণ্ডল**
(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

**বেদ-মীমাংসা**
(তিন খণ্ড)
।। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ; সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।।

**উপনিষদ্-প্রসঙ্গ**
(পাঁচ খণ্ড — ঈশ, ঐতরেয়, কেন, কঠ ও কৌষিতকী)
।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।।

***দিব্যজীবন**
(দুই খণ্ড)

**দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ**

**যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ**

**সাহিত্য প্রসঙ্গ**

**অন্তর্যোগ**

**গীতানুবচন**
(তিন খণ্ড)

**পথের সাথী**
(তিন খণ্ড)

**পত্রলেখা**
(তিন খণ্ড)

**বেদান্ত-জিজ্ঞাসা**

**শিক্ষা**

**কাবেরী**

**উত্তরায়ণ**

**অদিতি**

**প্রশ্নোত্তরী**

**স্নেহাশিস্**

**বিচিত্রা**